শ্রীশ্রীরাসবিলাসাখ্য গ্র

অর্থাৎ

শ্রীমদ্ভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল

এবং শ্রীমৎস্বামি ও গোস্বামিগণের

ব্যাখ্যানুসারে তদীয়ার্থ

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক প্রাচীন

রীত্যনুসারে পয়ারাদি নানা ছন্দে গৌড়ীয়

সাধুভাষায় রচিত

শ্রীরামপুর।

জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রে

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকারের অনুমত্যনু

মুদ্রিত

সন ১২৬১ সাল।

শ্রীশ্রীব্রজগোপালঃ॥

শ্রীরাসবিলাস।

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণং মুরারেঃপাদাব্জপ্রেমামৃতবা।
সংসারতাপাপনুদং শরণ্যং স্ব ভক্তদাত্যহকুলৈ নষেব্য॥
জীয়াদেষ নবীননীরদমদপ্রধ্বংসিনীলদ্যুতিঃ।
শ্রীরাধামধুরাধরস্মিতসুধাসংসিক্তনেত্রোৎপলঃ॥
শ্রীমদ্রাস বিলাসবিভ্রমভরোদভ্রান্তোজগন্মোহনঃ।
প্রোন্মীলন্মুরলীনিনাদমধুরোনৃত্যাম্বিক... হরিঃ॥
বন্দে চৈতন্যচন্দ্রং কলিকলুষ... ধ্বংসিনং সাবধুতং
সাদ্বৈতং স্বীয়ভক্তব্রজসহায়ান্বিতং প্রস্ফুরৎস্মেরবক্তুং।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সকরুণমনসা ভক্তিতত্ত্বং দিশন্তং শ্রীজী
বং সর্ব্ববিদ্যাময়ং নিশমহোকামপূরং নতোস্মি...।

যথারাগ। জয়২ পরানন্দ, শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ, কৃষ্ণপ্রেমানন্দ জলধর। সংসার মরুকাননে, পরিভ্রান্ত জীবগণে, শীতল করণে সুতৎপর॥ স্ব ভক্ত চাতকগণ, যে চরণ সন্দর্শন, করিতে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। সে তব চরণমূলে, স্থলকমলশীতলে, ...মম শিরোবি লুণ্ঠিত॥ জয়২ নবঘন, নিন্দিকান্তি সুশোভন, মনমথ মথনমুর...তি। রাধার মধুরাধর, স্মিত সুধা সিক্ততর, নেত্র নব নীলোৎপলদ্যুতি॥ শ্রী রাসবিলাস রস, বিভ্রমেতে পরবশ, জগজন মোহন...। মধুরমুরলীস্বরে, মুগ্ধ করি চরাচরে, কুঞ্জে নৃত্যকারি অভিরাম॥ জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, কলির কলুষ সান্দ্র তিমি বিনাশি পূর্ণশশী। সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, সাদ্বৈত সভক্তবৃ...

স্মিতসুধা বক্তেতে প্রকাশি ॥ জয় রূপসনাতন, সদা সকরুণমন কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব দীপ দানে। অপারসংসার ঘন, তিমির করি হরণ, প্রেমে মজাইল জগজনে॥ শ্রীজীবগোস্বামি জয়, অশেষ বিদ্যাআলয়, তব পদদ্বয় ধরি মাতে। এই ইচ্ছা অবিরাম, প্রভু পূর্ণ কর কাম, নিজ কৃপাকটাক্ষ লয়েতে ॥

পয়ার। জয়২ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়। জয় অদ্বৈতাচার্য্য ... ॥ জয়২ ব্রজনাথ জয় বৃন্দাবন। জয় রাসবিলাসিনী ...গণ॥ সকল বৈষ্ণব পদে মোর নিবেদন। তোমা সবে ...র মোরে এবে কৃপেক্ষণ ॥ আমি অতি অগতি অকৃতি অভা-জন ভজন সাধনহীন দীন অকিঞ্চন ॥ বেদে বলে তোমাদের করুণা বিহনে। কৃষ্ণ নাহি মিলে জপ সমাধি সাধনে ॥ অতএব তোমাসবে অসংখ্য প্রণাম। কৃপাকরি পরিপূর্ণ কর মনস্কাম॥ যদ্যপি আমিহ হই পাষণ্ড অধম। অপরাধী যদি আর নাহি মম সম ॥ তথাপি তোমরা নিজ কৃপার প্রভাবে। এদীনে এবার অঙ্গীকরিতে হইবে ॥ হয়েছে আমার এবে এক আকিঞ্চন। ... সে কথা লাজে না স্ফুরে বচন ॥ বামন যেমন চাহে সুধাংশু ধরিতে। ভেকের আকাঙ্ক্ষা যেন পদ্মমধু পিতে॥ তেন অভিলাষ সদা করিছে হৃদয়। নিলজ্জ মানস মম বশ কভু নয়॥ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করিতে ব্যাখ্যান। উৎসুক হতেছে চিত্ত নহে সমাধান॥ কোথা কৃষ্ণলীলা হয় ব্রহ্মাদি দুর্গম। কোথা আমি পাষণ্ড পতিত নরাধম॥ তথাপি বাসনা হৃদে এবড় সাহস। যজ্ঞঘৃতে করে যেন কুকুরে মানস ॥ একমাত্র তাহাতে ভরসা অবিকল। বড় দয়াময় হন বৈষ্ণব সকল ॥ তাঁদের প্রসাদে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কাম। পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি মূক ... হরিনাম॥ অতএব তোমাসবে লইয়ে শরণ। উৎকণ্ঠিত চিত্ত কিছু করিতে বর্ণন॥ স্বামী শ্রী গোস্বামী পাদ ব্যাখ্যা অনুসারে।

ভাষায় বর্ণিতে রাস বাঞ্ছা বহু ধরে॥ যদি তোমা সবার কৃপাতে পূর্ণ হয়। তবে যশ ঘুষিবে জগত সমুদয়॥ নাহি মোর বিদ্যা লব নাহি কবিশক্তি। এলাগি ক্ষমিবে মোর সদসৎ উক্তি॥ ভাগবতে কহে কৃষ্ণ গুণানুবর্ণনে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করে সাধুজনে॥ হংস যেন নীর তেজি ক্ষীর করে পান। হেন মোর-প্রতি সবে হও [illegible]॥ তোমাদের কৃপা মোরে যেমন থাকিবে। তে[illegible]তি ব[illegible]ব ইথে দোষ না [illegible]ইবে॥

অথাবতরণিকা॥

তত্র শ্লোকঃ শ্রীধরস্বামিপাদানাং॥

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরা[illegible]মণ্ডলমণ্ডিতঃ॥

যথারাগ॥ ব্রহ্মাদিক দেবগণ, চরাচর ত্রিভুবন, চেতন হরয়ে যার শরে। যে মানে অনিবার, করে মনে অহঙ্কার, তার গর্ব্বপর্ব্বতে যে হরে॥ [illegible] কৃষ্ণ গুণগণ, মন্মথের মথে মন, ভুবন ভূষণ অবতারী। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যআদি, অশেষ বিলাস নিধি, স্বপর্য্যন্ত বিস্মাপনকারী॥ প্রকট শ্রীবৃন্দাবনে, লয়ে প্রিয় গোপীগণে, নিত্য রাস বিলাসে [illegible]ন। সে লীলা [illegible]যূষলব, আস্বাদিয়ে ভক্তসব, ত্রিজগত করেন সিঞ্চন॥ তাহে বদরিকাবাসী, দ্বৈপায়ন মহাঋষি, কৃষ্ণ উপাসনা তপ করি। সেই তপস্যার ফল, রূপী পুত্র সমুজ্জল, কৃষ্ণ প্রেমময় মূর্ত্তি ধরি॥ ভাগবত [illegible], বসি কলপদ স্বরে, কৃষ্ণ লীলামৃত করে গান। একে শুকমুখ ধ্বনি, তাহে প্রেমময় বাণী, শুনি গলে অয়সপাষাণ॥ মহারাজ পরীক্ষিতে, অতি হর্ষময় চিতে, কহিছেন শ্রীরাস-

বিলাস। যাহার শ্রবণফলে, হৃদে প্রেমামৃত ফলে, অন্তকালে ব্রজে হয় বাস ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১

...শ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব্ব মাধুর্য্য-নিধান ॥ পূর্ণানন্দময় তনু পরম উজ্জ্বল। অসম অধিক গুণ কান্তি নির্ম্মল॥ যাঁর রূপ গুণগণে বিক্ষুব্ধ আত্মায়। আত্মারামগণের সমাধি ভঙ্গ হয়॥ হেন ভগবান্ সেই রাত্রিগণ হেরি। গোপী প্রেমামৃত ভোগ বাঞ্ছিলা শ্রীহরি। কি কহিব গোপিকার প্রেমের মহিমা। ... যার দিতে নারে সীমা ॥ অতএব সে সবার প্রেমে মগ্ন হয়ে। বিহরিতে ইচ্ছা করিলেন স্ব হৃদয়ে॥ কামময়ী সেই ইচ্ছা না হয় তাঁহার। কিন্তু হয় হ্লাদিনী স্বয়ং শক্তিসার॥ কৃষ্ণের ... তাহা তেমনি গোপীর। নহে কেন কৃষ্ণে সদা করয়ে অস্থির॥ একেত শরদ কাল তাহাতে রজনী। উৎফুল্ল মল্লিকা আদি যাহে পুষ্প শ্রেণী॥ শরদে মল্লিকা কভু না হয় পুষ্পিত। অপূর্ব্বা যামিনী তাহা সেহেতু বিদিত॥ যেন তথা মল্লিকার অপূর্ব্বতা হয়। সেইমত বহুপুষ্প সে কালে উদয়॥ বুঝি কৃষ্ণ বিহার করিবা বৃন্দাবনে। এই লাগি তরুলতা প্রকাশে আপনে॥ বিশেষিয়ে সে সব সৌন্দর্য্য হেরি হরি। স্ব স্বরূপশক্তি যোগমায়া অঙ্গীকরি॥ অথবা গোপীর সহ সংযোগ বিষয়ে। ...রামম অতিশয় দয়া প্রকাশিয়ে॥ নিজাবতারের যাহা মুখ্য প্রয়োজন।

হেন লীলা করিতে করিলা কৃষ্ণ মন॥ কিম্বা যোগমায়া শব্দে মুরুলীরে মানি। সংযোগার্থ শব্দ যাহে প্রকাশে আপনি॥ তাহাকে আশ্রয় করি মদনমোহন। রিরংসাতে প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন॥ এইত তোষণী স্বামিসম্মত ব্যাখ্যান। মতান্তরাভাষ কহি কর অবধান॥ যদ্যপি শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যাশ্রয়। অসংখ্য লক্ষ্মীবৃন্দ তাঁহারে সেবয়॥ তথাপিহ পরকীয়া রস আস্বাদিতে। কৃষ্ণের বিহার ইচ্ছা উপজিল চিতে॥ দেখি গোপীপ্রতি প্রতিশ্রুত নিশিগণ। অধিক রিরংসা তাঁর হইল ঘটন॥ একি পরকীয়া রস কি মাধুর্য্যময়। যার গুণে কৃষ্ণের রিরংসা উপজয়॥ অতএব অবিচিন্ত্য যোগমায়া লয়ে। নিকুঞ্জে প্রবেশে হরি প্রফুল্লহৃদয়ে॥

তথাহি শ্লোকঃ।

> তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্ম্মুখং প্রাচ্যাবলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ। সচর্ষণীনামুদগাচ্ছুচোমৃজন্ প্রিয়ঃপ্রিয়ায়াইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ২॥

কৃষ্ণের রিরংসা যবে হইল স্বমনে। তখনি উঠিল শশী গগণভবনে॥ তারাগণে আবৃত হইয়ে উডুরাজ। অখণ্ডমণ্ডলরূপে হইল বিরাজ॥ শরদ পূর্ণিমা মাত্র তাহে হেতু নয়। কৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে শশী নিত্য পূর্ণ হয়॥ প্রাকৃত শশাঙ্কোদয় নাহি বৃন্দাবনে। এলাগি সতত পূর্ণ হয় সেই স্থানে॥ কৃষ্ণ যেন গোপাঙ্গনা-সমূহ সহিতে। শোভিবেন রাসস্থানে ইহা ভাবি চিতে॥ তাহার উৎকণ্ঠাপ্রতি উদ্দীপন হয়ে। উঠিলেন চন্দ্র হেন মনে বিবেচিয়ে॥ অতি সুকল্যাণতম নিজ করে করি। প্রাচীদিগবধূ মুখ অরুণিম করি॥ সুচিরপ্রবাসি পতি আসি যেন ঘরে। কুঙ্কুমাক্ত হস্তে প্রিয়ামুখ লিপ্ত করে॥ শারদ-

জাত জনতার তাপ নাশি। হেন মতে উদয় করিল সুধারাশি॥ কৃষ্ণ যেন গোপিকার পূর্ব্বরাগ দুঃখ। বিনাশি শ্রীহস্তেতে মার্জ্জিবা গোপীমুখ॥ চিরদিন পরে তারা পাইয়ে নাগরে। সুখিতা হইবা তেন আপন অন্তরে॥ এইত গোস্বামী স্বামী সম্মত ব্যাখ্যান। মতান্তর কহি পুনঃ কর অবধান॥ যখন কৃষ্ণের মনে রিরংসা জন্মিল। তখনি অখণ্ড শশী উদয় হইল॥ ইহার তাৎপর্য্য শুন হয়ে সাবধান। নিত্য লক্ষ্মীযুক্ত যেন শ্রীল ভগবান॥ তথাপিহ গোপিকার প্রেমে মগ্ন হয়ে। শ্রীরাস বিলাস বাঞ্ছা করিল হৃদয়ে॥ পাছে পরকীয়ারস অবিশুদ্ধ বলি। গোপীগণে উপেক্ষা করেন বনমালী॥ ইহা ভাবি যদুকুলপতি নিশাপতি। দেখাইতে আপনকুলের চিররীতি॥ যদিও অসংখ্য তারাপতি শশধর। তথাপিহ পরকীয়া রসে মগ্নতর॥ প্রাচীদিগ বধূ হয় ইন্দ্রের মহিষী। তাহাতে আসক্তি নিজ দেখাই- লেন শশী॥ চির প্রবাসি-প্রায় উৎকণ্ঠিত চিতে। অরুণ করেতে মুখ লাগিল মার্জ্জিতে॥ আপন উদয় রাগে রঞ্জিল তাহারে। অভিপ্রায় কৃষ্ণ যেন এলীলা আচরে॥ অদভূত পরকীয়া রসের মাধুরী। সেবিয়ে সন্তোষ যেন হয়েন শ্রীহরি॥

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরং॥ ৩॥

পয়ার॥ যাহার উদয়ে হয় কুমুদ উল্লাস। অখণ্ডমণ্ডল শশী সে হৈল প্রকাশ॥ নবীন উদয় রাগে অরুণবরণ। যাহাতে উৎপ্রেক্ষা করে রমার বদন॥ পরমিকা রমা হন রাধিকা সুন্দরী। কৃষ্ণের হইল রাধাস্মৃতি যাহা হেরি॥ যার লাগি শিখে কৃষ্ণ বেণুর সংগীত। হেন রাধামুখচন্দ্রে করে উৎপ্রেক্ষিত॥ যে মুখ প্রকাশে পৃথিবীর মোদ হয়। অখণ্ডাবয়ব যাতে শোভে অতি-

শয়॥ সতত অরুণ তাহা কুঙ্কুমের রাগে। যাহাতে কৃষ্ণের মনে মনমথ জাগে॥ এরূপ চন্দ্রের শোভা অতি সুললিত। বিশেষে যাহার কর মৃদু প্রকাশিত॥ যাহাতে রঞ্জন করে সকল কানন। হেরি তাহা কৃষ্ণপ্রেম হইল উদ্দীপন॥ যে লাগিয়ে মুরলী শিখিলা ভগবান্। তাহার সাফল্য হেতু কৈলা কলগান॥ অব্যক্ত মধুর সেই মুরলীর রব। যাহে চরাচর প্রাণী মুগ্ধ হয় সব॥ বিশেষে যে গোপী কৃষ্ণে বক্র নেত্রে হেরে। অলক্ষে সেরব তার মন চুরী করে॥ দ্বি অংশে বিভক্ত সেই মুরলীর গীত। অব্যক্ততা মধুরতারূপে সুবিদিত॥ মুরলীর মধুরতা মানস হরিতে। অব্যক্ততা স্ব স্ব নাম ভ্রান্তি জন্মাইতে॥ অথচ কৃষ্ণান্যের যেন না হয় গোচর। হেন রমণীয় রব করিলা নাগর॥ কৃষ্ণ বেণুর রবে গোপীবৃন্দমন হরে। সামান্য সে রব নহে শুন অতঃপরে॥ বাম নেত্র শব্দেতে চতুর্থ স্বর মানি। তার সহ সানুস্বার কল এই ধ্বনি॥ ইহা কাম বীজ সেই তাহা গান করি। অনায়াসে গোপীমন করিলেন চুরি॥ অনঙ্গ বর্দ্ধন হয় সেইত সংগীত। নতুবা গোপীর কেন হরিবেক চিত॥ এইত প্রথম অর্থ হৈল সমাপন। মতান্তর কহি এবে করহ শ্রবণ॥ বেদেতে কুৎসিত কহে পরকীয়া রসে। তথাপি তাহাতে মোদ সুধাংশু প্রকাশে॥ অথ শুমণ্ডল হয়ে করিল উদয়। পুলকেতে স্ফীত যেন রসিকেতে হয়॥ আপন উদয় রাগে অরুণিম হয়ে। পরকীয়া প্রেম রসে রাগ প্রকাশিয়ে॥ নিজ কুল নায়কের হেরি এ চরিত। কৃষ্ণের রাধিকাস্ফুর্ত্তি হইল ত্বরিত॥ বিশেষতঃ চন্দ্র রাধামুখের সমান। হেরিয়ে মুরলী গীত কৈলা ভগবান্॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে ব্রজগোপী-গণের বৃন্দাবনে অভিসার ॥

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ। আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ সযত্রকান্তোযবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

যথারাগ ॥ কৃষ্ণের মুরলিধ্বনি, মনমথ বিবর্দ্ধিনী, আসি গোপ-নিতম্বিনী কুলে। প্রবেশি শ্রবণ পথে, গোপিকার হৃদয়েতে, কামাঙ্কুর সিঞ্চে প্রেমজলে ॥ তাহে হয়ে পল্লবিত, সর্ব্বেন্দ্রিয় উল্লাসিত, অসম্বিত চিত গেল চুরি। কৃষ্ণের মোহন বেণু, অবশ করিল তনু, নয়নে না ধরে প্রেমবারি ॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ, উথলে প্রেমতরঙ্গ, কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ অভিলাষে। কৃষ্ণগ্রহ গ্রস্তমনা, যত নব ব্রজাঙ্গনা, সকলে আইল কৃষ্ণ পাশে ॥ শুকদেব মহামতি, কৃষ্ণ পাশে নিজ স্থিতি, নিত্য ইহা স্ফূর্ত্তির কারণে। আইলেন গোপীগণ, যথা শ্রীগোপীরমণ, কহে অভিমন্যুর নন্দনে ॥ কৃষ্ণ গানাকৃষ্টমন, যাবতীয় গোপীগণ, বিলম্বন সহিতে না পারে। পরস্পর অলক্ষিতে, চলে কৃষ্ণ নিরীক্ষিতে, কুণ্ডল দুলিছে গতি-ভরে ॥

দুহন্ত্যোভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্য পরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

কোন গোপী ছিল সায়ন্তন গোদোহনে। তখনি মুরলীধ্বনি শুনিল শ্রবণে ॥ অবশ হইল অঙ্গ ধৈর্য্য নাহি ধরে। অমনি দোহনস্থালী ফেলে ভূমিপরে ॥ কৃষ্ণ দরশন আশে সমুৎসুক হয়ে। বেণু অনুসারে ধনী চলিল ধাইয়ে ॥ কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে। হেন কালে বেণু নাদ পশিল শ্রবণে ॥ আবর্ত্তন স্থালী রাখি চুল্লীর উপরে। নামাইতে ব্যাজ নাহি সহে

সবাকারে॥ হৃতচিত্ত হয়ে তারা চলিল ত্বরিতে। যথা কৃষ্ণ নাম ধরি ডাকে বাঁশরিতে॥ সেই মত কেহ২ সংযাবরন্ধন। উপেক্ষিয়ে ব্যস্ত হয়ে করয়ে গমন॥ এরূপে অনেকে সায়ন্তন কৃত্য ছাড়ি। কৃষ্ণ অভিমুখে যায় আভীর সুন্দরী॥

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনং॥ ৬॥

কোন২ গোপী নিজ ভৃত্য বন্ধুগণে। আছিল অন্নাদি ভক্ষ্য সুপরিবেশনে॥ তখনি মুরলীধ্বনি শ্রবণে শুনিল। ধৈর্য্য নাহি ধরে ধরে অধরা হইল॥ অমনি তেজিয়ে তাহা বেণু অনুসারে। বন অভিমুখে ধায় কৃষ্ণে দেখিবারে॥ কোন২ গোপী নিজ তনয়াদি নন্দনে। স্নেহে করাইতেছিল দুগ্ধাদিক পানে॥ অমনি বেণুর রবে হইয়ে মোহিত। কৃষ্ণ অভিমুখে চলে তেজিয়ে সম্বিত॥ কোন গোপী নিজ ধর্ম্ম পতিশুশ্রূষন। তেজিয়ে চলিল কৃষ্ণে করিতে দর্শন॥ কোন২ কোন গোপী দেহাপেক্ষা নাহি করে। বেণু শুনি ভক্ষ্যপেয় অমনি বিস্মরে॥ সমাধান না হইতে ভোজনাদি ক্রিয়া। উচ্ছিষ্ট অধরে যায় কাননে ধাইয়া॥ ইথে জানি কৃষ্ণপ্রেম অলৌকিক হয়। তাহে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছু বিচার না সয়॥

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ৭॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠায়। তাঁহার সন্তোষ যোগ্য ক্রিয়া তেজি যায়॥ যাহা অনুষ্ঠানে হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি। হেন কর্ম্ম তেজিয়া চলিলা গোপীততি॥ করিতে আছিল তারা নিজ অঙ্গরাগ। চন্দনাদি লিপ্ত যাতে কৃষ্ণের সোহাগ॥ তাহা সমাধান না করিয়ে ব্রজবালা। কৃষ্ণদরশনে ধায় হইয়ে

উতলা॥ এইমত কেহ২ নিজাঙ্গ মার্জ্জন। উপেক্ষিয়ে বন-পথে করয়ে ধাবন॥ কোন২ গোপী নিজ নয়নযুগলে। অঞ্জন রচনা করেছিল কুতুহলে॥ এক নেত্রে অঞ্জন হইতে সুঘটন। কৃষ্ণের মুরুলী গীত করিল শ্রবণ॥ অমনি অবশ তনু হইল সবার। চলিল কৃষ্ণের পাশে না হয় নিবার॥ এ অতি সামান্য কোন২ গোপীগণ। আপনার দেহ আদি হৈল বিস্মরণ॥ পরিধেয় বস্ত্র কেহ উত্তরীয় করে। কর্ণের কুণ্ডল কেহ নাসিকায় পরে॥ কেহবা কেয়ূর পরে আপন চরণে। নূপুরে সাজায় ভুজ কেহ সযতনে॥ এইরূপ ব্যতিক্রমে বস্ত্র আভরণ। পরিয়া চলিল তারা যথায় রমণ॥ পথে চলে যাবতীয় ব্রজকুল নারী। পরস্পর কেহ কারে না কহে ফুকারি॥ বল্লভদর্শন কালে ভূষা ব্যতিক্রম। রসশাস্ত্রে কহে তার আখ্যান বিভ্রম॥

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ৮॥

এই রূপে লজ্জাভয় লোক ধর্ম্ম ছাড়ি। কৃষ্ণ দরশনে যায় যত কুলনারী॥ তা সবার পতি পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ। নিরখিয়ে সকলের সেই আচরণ॥ বলে নিশি যোগে তোরা যাইবি কোথায়। নানা অনুষঙ্গে করে বারণ উপায়॥ বেণুরবে মোহিত সে ব্রজরামাগণ। কোনমতে কাহারো না মানে নিবারণ॥ কৃষ্ণ হৃতচিত্ত তারা তাঁর অনুরাগে। চলিল সকলে মিলি প্রাণনাথ আগে॥ কৃষ্ণ ভক্তি প্রভাব কি বর্ণিবারে জানি। যাহাতে অশেষ বিঘ্ন নাশয়ে আপনি॥ একারণে তাহাদের পতি আদিজন। নিবারিতে না করিল অধিক যতন॥ কৃষ্ণ ইচ্ছা প্রভাবেতে যোগমায়া বলে। বিঘ্ন হৈতে বিনিবৃত্ত হইল সকলে॥

অথ সাধনসিদ্ধা গোপীদিগের সিদ্ধতা প্রাপ্তি।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ ॥

সে বিঘ্নেতে তারা যদি বাধিত হইত। তবেত দশমীদশা সকলে পাইত ॥ এহেতু সাধনে ভবিমাত্র সিদ্ধ যারা। সে বিঘ্নেতে অভিভব পেয়েছিল তারা ॥ সিদ্ধ দেহ বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্ত নাহি হয়। ইহা জানাইতে শুক বিশেষিয়া কয় ॥ কোনোং গোপিকার পতি আদি গণ। গৃহ অবরোধ করি করিল বারণ ॥ তাহে বিনির্গম পথ তারা না পাইয়ে। সুদীর্ঘ ভাবনা প্রাপ্ত হইল হৃদয়ে ॥ চিত্ত আকর্ষক কৃষ্ণে উৎকণ্ঠিত চিতে। ধ্যানেতে ধরিল হৃদে দুঃখ নিবারিতে ॥ তদাবেশে নিমীলিত হইল নয়ন। বিগত হইল অন্য সব আলোচন ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সংগতাঃ ॥
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০ ॥

গোপীগণ অবিসহ্য বিরহ সন্তাপে। ধৌত হইলেন সব অশুভ কলাপে ॥ ধ্যানে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ আনন্দ। তাহে বিনাশিল তাসবার পুণ্যবন্ধ ॥ উপপতি ভাবে ভাবিয়াও জনার্দ্দনে। সদ্যই হইল তারা বিশ্লথ বন্ধনে ॥ এহেতুক গুণ ময় তনু ত্যাগ করি। সেকালে তাহারা প্রাপ্ত হইল মুরারি ॥ স্বামি কহে হেন কৃষ্ণ ধ্যানের প্রভাবে। মায়াগুণময় দেহ তেজেছিল সবে ॥ যদি কহ ব্রহ্মভাব নাহি গোপিকার। তবে-

গুণময় দেহ যাবে কি প্রকার॥ তাহাতে করেন তিনি এই সমাধান। যদিও গোপীর নাহি ছিল ব্রহ্মজ্ঞান॥ তথাপিহ কৃষ্ণধ্যান মহিমার বলে। গুণময় দেহ ত্যাগ করিল সকলে॥ বস্তুশক্তি নাহি করে বুদ্ধি অপেক্ষণ। অবোধের হস্ত দাহে যেমন দহন॥ যদি বল হৌক তাহা প্রারব্ধ থাকিতে। গুণময় দেহ নাহি পারে বিনাশিতে॥ ইহাতে কহেন পুনঃ করিয়ে প্রকাশ। সদ্য হয়েছিল গোপিকার কর্ম্মনাশ॥ প্রক্ষীণ বন্ধনা শব্দে কহিছেন তাই। তবে কেন এ বিতর্ক করিতেছ ভাই॥ বাদী বলে হৌক্ তথাপিহ ভোগবিনে। প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইল কেমনে॥ তাহাতে কহেন শ্রেষ্ঠ বিরহ সন্তাপে। হয়েছিল গোপিকার স্বপ্রারব্ধ প্যাপে॥ ধ্যানলব্ধ শ্রীকৃষ্ণের সমাশ্লেষ সুখ। গোপিকার পুণ্য রাশ কহিছেন শুক। এইত স্বামির মত হৈল সমাধান। গোস্বামির ব্যাখ্যা কহি কর অবধান॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ অতি তীব্র তাপময়। তাহাতে খণ্ডিল যত অশুভ নিচয়॥ ধ্যানে প্রাপ্ত অচ্যুতের আশ্লেষ আনন্দ। তাহে নষ্ট হৈল সুখ ভোগ মহাবন্ধ॥ অশুভ শব্দেতে কৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্তি কালে। বিরহ অবস্থাস্ফূর্ত্তি সাধুজনে বলে॥ শুভ শব্দে সে সময়ে প্রাপ্যাস্ফূর্ত্তি কয়। যাহাতে ভক্তের হয় আনন্দ উদয়॥ যে উভয় ভোগপরে প্রৌঢ় ভক্তগণ। নিত্য কৃষ্ণ সংযোগের হয়েন ভাজন॥ গোপীদের বিচ্ছেদ আশ্লেষ সমুল্লাসে। এককালে ভোগ হয়ে গেল অনায়াসে॥ নতুবা প্রারব্ধ ভোগ নাহি তাসবার। বৈষ্ণবের জন্মে নাহি প্রারব্ধ স্বীকার॥ সর্ব্ব অংশী পরমাত্মা হয়েন শ্রীহরি। এজাগি বাস্তব পতি শ্রীকৃষ্ণ সবারি॥ তাহে জার বুদ্ধি করিয়াও গোপীগণ। পূর্ব্ব ভর্ত্তা ভোগ্য দেহ করিলা মোচন॥ সর্ব্ব গুণ পরিপূর্ণ ছিল যেই দেহ। কৃষ্ণ ভোগ্য নহে বলি ত্যক্ত হৈল সেহ॥ তবে

তারা গৃহেতেই থাকি সে নিশিতে। কৃষ্ণকে পাইল ইহা লেখে তোষণীতে॥ তাঁদের বন্ধুর দুঃখ করিতে বারণ। যোগ মায়া কৈলা ত্যক্ত দেহ সংগোপন॥ যদ্বা বলি ব্যাখ্যান্তর যে কহে গোস্বামী। তাহা বিবরিয়া পুনঃ লিখিতেছি আমি॥ কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি বিরহে তাপিত। কৃপা করি বিনাশিলা সে দুঃখ তুরিত॥ অশুভ শব্দেতে হেথা তাহাকেই কহে। নতুবা প্রারব্ধ দুঃখ গোপিকার নহে॥ অতএব যারা নাশে জগতে অশুভ। এলাগি গোপীর নাম কৈলা ধুতাশুভ॥ কৃষ্ণভক্ত পবিত্র করেন্ ত্রিভুবন। হেন ন্যায় এস্থানেতে হইল ঘটন॥ ধ্যানে লব্ধ কৃষ্ণাশ্লেষে আনন্দ অপার। অক্ষীণ মঙ্গলা নাম এহেতু সবার॥ যাহে জগতের হয় মঙ্গল ঘটন। পূর্ব্ববৎ ন্যায় হেথা করিবে স্মরণ॥ গুণ শব্দে বিরহ ভাবেরে কহে মুনি। তেজিলা তন্ময় তনু তাঁহারা তখনি॥ তবে কৃষ্ণ সেই গৃহমাঝে প্রবেশিয়ে। তাদের কামনা পূর্ণ করিলেন গিয়ে॥

অথ সাধন সিদ্ধাগণের সিদ্ধতা প্রাপ্তি-বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া॥ মুনেগুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥ ১১॥

কৃষ্ণধ্যানে গোপিকার গুণদেহ চ্যুতি। সন্দেহ করিয়া শুকে জিজ্ঞাসে ভূপতি॥ সে সন্দেহ তাঁহার নিজের নাহি হয়। অন্যের সন্দেহ নাশ হেতু জিজ্ঞাসয়॥ মুনিবর আপনি যে কহিলে সিদ্ধান্ত। ইহাতে সংশয় মোর রহিল একান্ত॥ কৃষ্ণে ব্রহ্ম

বুদ্ধি নাহি ছিল গোপিকার। পরকান্ত বলি ভাবমাত্র সেসবার॥ পরশব্দে শ্রেষ্ঠে কহি কান্তে কমণীয়। গোপীর বুদ্ধিতে ভাল তথা শোভনীয়॥ এমন সগুণ মূর্ত্তি করিয়ে ভাবনা। গুণের প্রবাহ হানি একোন ঘটনা॥ ব্রহ্মবুদ্ধি ভিন্ন যদি গুণ ধ্যান করি। গুণের প্রবাহ নাশ হওয়া মান্যকরি॥ তবে কেন সামান্য পত্যাদি ভাবনায়। সকলের মোক্ষ প্রাপ্তি দেখা নাহি যায়॥ বস্তুত তাবৎ বিশ্ব হয় ব্রহ্মময়। কেবল তাহাতে নাহি সে বুদ্ধি উদয়॥ ব্রহ্ম বুদ্ধি ভিন্ন কভু মুক্তি হৈতে নারে। অতএব একি কথা কহ বারেং॥ এইত স্বামির ব্যাখ্যা হইল পূরণ। গোস্বামির মত কহি শুন দিয়া মন॥ সর্ব্বতোভাবেতে ঈক্ষা আছয়ে যাহার। পরীক্ষিত নাম যোগ্য হয় সে তাহার॥ এহেতুক পরীক্ষিত শব্দ উক্তি করি। সর্ব্বভাব অভিজ্ঞতা জানান তাহারি॥ যদিচ তাহার ছিল সে সিদ্ধান্তজ্ঞান। তথাপিহ শুকে পুন আপনি সুধান॥ অভিপ্রায় সে সভাতে ছিল বহুজন। অন্তর্মুখ বহির্মুখ ইত্যাদিকগণ॥ সে সবার পাছে হয় সন্দেহ উদয়। অতএব মহারাজ শুকে জিজ্ঞাসয়॥ তার মধ্যে অন্তর্মুখ উপলক্ষ করি। বিশেষার্থে জিজ্ঞাসেন মোহ পরিহরি॥ বহির্মুখ উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতি। সন্দেহ সম্ভব করি জিজ্ঞাসে ভূপতি॥ তারমধ্যে অন্তর্মুখ রীতে এই অর্থ। শুনহ সকলে যাহে হবে চরিতার্থ॥ সর্ব্বগুণ মনোহর সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। কৃষ্ণহন এই মাত্র গোপিকা আশয়॥ নতুবা নির্গুণময় কৃষ্ণ আবির্ভাব। ব্রহ্ম বলি নাহি ছিল গোপিকার ভাব॥ ব্রহ্মপরিনিষ্ঠতা যাঁহার গুণে তেজে। হেন গুণ বুদ্ধি করি গোপী কৃষ্ণে ভজে॥ এহেতু তাদৃশগুণ গোপিকার হয়। ভজনীয় গুণ ভক্তে যেহেতু উদয়॥ যদি তাদিগের দেহ নহে সিদ্ধতম। এহেতু হইতে পারে তার উপরম॥ কিন্তু কৃষ্ণ শক্তিময় তাসবার গণ। কেমনে হইতে পারে তাহাতে বিগুণ॥

ব্রহ্ম উপাসকে কৃষ্ণ গুণ নাহি স্ফুরে। যেহেতু তাহারা গুণধ্যান নাহি করে॥ তবে যে সেসকলের গুণ দৃষ্ট হয়। তাহারে প্রাকৃত সত্ত্বময় শাস্ত্রে কয়॥ হইলে হইতে পারে সেগুণের নাশ। কভু নাহি হয় শুদ্ধ গুণের বিনাশ॥ এই অন্তর্মুখপক্ষ হৈল সমাপন। বহির্ম্মুখ পক্ষ কহি করহ শ্রবণ॥ ব্রহ্ম হন জগত ব্যাপক জ্ঞানময়। গোপীদের নাহি ছিল তেমন আশয়॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এই আছে দৃঢ়রূপ। যে যেমনে ভজে তারে ভজে সেই রূপ॥ তবে কেন সেপ্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি। গোপী প্রতি কৃপা কৈলা গৃহের ভিতরি॥ ব্রহ্ম বলি গোপী তারে না করে ভাবনা। তবে কিরূপেতে হৈল এমন ঘটনা। বিরহ অভাব ময় তার গুণ হয়। বল কিরূপেতে তবে হইল বিলয়॥ গোপী জানে সৌন্দর্য্যাদি গুণবান করি। কভু ব্রহ্মবুদ্ধি নাহি করে গোপনারী॥

অথ তদ্বিষয়ে শুকদেবের উত্তর॥

শ্রীশুকউবাচ॥ উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১২॥

শুকদেব পরীক্ষিতে কহেন সিদ্ধান্ত। কয়েছি এই কথা পূর্ব্বে তোমারে একান্ত॥ কৃষ্ণপ্রতি দ্বেষ করিয়াও চিরকাল। যেরূপেতে সিদ্ধ হয়েছিল শিশুপাল॥ গোপীগণ হয় তাহে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী। তাদের সিদ্ধিতে কি সন্দেহ রাজ ঋষি॥ কৃষ্ণ হন অনাবৃত ব্রহ্ম পরাৎপর। অখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ন্তা ঈশ্বর॥ জীবগণ হয় সদা ইন্দ্রিয় অধীন। মায়া বাধ্য হয়ে ভবে ভ্রমে চিরদিন॥ যেহেতু কৃষ্ণেতে ব্রহ্ম জ্ঞানাপেক্ষা নাই। যে কোন রূপেতে ভজিলেইমোক্ষ পাই॥ মায়াবৃত ব্রহ্ম যাহে হয় জীবগণ। তাহারে ভজিলে তথা না হয় মোচন॥ ব্রহ্ম ভাবে যদি কেহ সে সবেও ভজে। বিধিপূর্ব্ব হৈলে সেহ এসংসার তেজে॥

তার সাক্ষী অনীশ্বর দেবতার গণে। ভজিলে অভীষ্টলাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞানে॥ স্বামির সম্মত ব্যাখ্যা এইমত হয়। তোষণীর ব্যাখ্যা কহি শুন ভক্তচয়॥ পরের সন্দেহ নাশহেতু নরপতি। যদিও এসব প্রশ্ন কৈলা মুনিপ্রতি॥ তাহা জানিয়াও ঋষি নৃপপ্রতি কন। অমর্ষা বশতঃ কিছু অব্যক্ত বচন॥ অতএব শুকনাম এখানে প্রকাশে। আক্ষেপ করিয়া যেন নৃপতিরে ভাষে॥ মহারাজ পূর্ব্বে ইহা কয়েছি তোমায়। তথাপি সন্দেহ কেন কর পুনরায়॥ দ্বেষ করি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। পেয়েছিল নিত্য সিদ্ধ পার্ষদআকৃতি॥ তাহাতেও নহে সিদ্ধ গুণলেশ হানি। প্রিয়ার নাশিবে গুণ একোন কাহিনী॥ সিদ্ধগুণ নাশ নহে মোর অভিপ্রায়। প্রাকৃত সত্ত্বগুণ নাশ জানিবে তথায়॥ প্রথম পক্ষের এই সিদ্ধান্তবচন। দ্বিতীয় পক্ষেতে এবে সবে দেহ মন॥ যে জন যেরূপে কৃষ্ণে করয়ে ভজন। তারে সে সেরূপে ভজে সত্য এ কথন॥ কিন্তু কৃষ্ণে আছে যেই স্বাভাবিক গুণ। তাহার কিরূপে বল হইবে বিগুণ॥ ভক্ত্যাদি আবেশে তাঁতে সমর্পিলে মন। অবশ্য সে সব গুণ হয় প্রকটন॥ দেখ চৈদ্য দ্বেষ ভাবে কৃষ্ণে রাখি মন। পাইল কৈবল্য পদ শুনেছ কারণ॥ মোক্ষদ বলিয়ে কৃষ্ণে সে না ভাবে কভু। স্মরণ প্রভাবে মোক্ষ পেয়েছিল তবু॥ গোপীগণ হয় সদা কৃষ্ণে প্রেমবতী। তাহে ব্রহ্মগুণ স্ফূর্ত্তি নহে চমৎকৃতি॥ অতএব অধোক্ষজ ব্যাপকতা গুণ। প্রকাশিয়ে গৃহমাঝে দিলা দরশন॥

> নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
> অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১৩॥

যদি বল দেহযোগ আছয়ে যাহার। অনাবৃত ব্রহ্ম সেহ হবে কিপ্রকার॥ তবে তাহা বলি এবে করহ শ্রবণ। জীব প্রায়

দেহী কৃষ্ণ কখন না হন॥ লোকের কল্যাণহেতু ভগবান হরি। অবতীর্ণ হন আসি ভবনভিতরি॥ অব্যয় অপ্রমেয় সে কৃষ্ণ সনাতন। নির্গুণ অথচ গুণ প্রবৃত্তিকারণ॥ অতএব দেহিতুল্য নহেন ঈশ্বর। স্বামির ব্যাখ্যান পূর্ণ হৈল অতঃপর॥ গোস্বামির মতে এবে সবে দেহ মন। বৈষ্ণব তোষণী যাহা করে প্রকটন॥ অহো কি বর্ণিব ভগবানের প্রভাব। বিচিত্র না হয় চৈদ্যে দেওয়া আত্মভাব॥ নিজ প্রেমময়ীগণে প্রসাদ করণ। ইহাও না হয় কৃষ্ণে অদ্ভুত কারণ॥ নিত্য পারিষদ হয় চৈদ্য নরপতি। আগন্তুক দৈত্যভাব তাহার সংপ্রতি॥ গোপীগণ সুবিশুদ্ধ প্রেমবতী হয়। তাসবার বাঞ্ছাসিদ্ধি এ আশ্চর্য্য নয়॥ যেহেতুক ব্রহ্মাণ্ডের যত জীবগণ। সকলে করিতে লীলা আনন্দ ভাজন॥ বৃন্দাবনে প্রকাশ হয়েন ভগবান্। অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভ্রূবিজৃম্ভে হয়। যাঁহার ভ্রূকুটি মাত্রে হৈতে পারে লয়॥ ভূভার হরণ তাঁর নহে প্রয়োজন। জীবে অনুগ্রহ লাগি হন প্রকটন॥ নৃপবর যেন প্রজা কল্যাণ করণে। ইতস্ততঃ তোমরা ভ্রমহ এভুবনে॥ সেইমত লোকহিত লাগি ভগবান্। সংসারে করেন নিজ প্রাকট্য বিধান॥ ভক্তে আত্ম সমর্পণে নাহি যাঁর ব্যয়। এ হেতু বেদেতে কহে তাঁহারে অব্যয়॥ প্রমাণেতে নাহি হয় যাঁর পরিমাণ। পরিচ্ছিন্ন নাহি হন সেই শ্রীনিধান॥ মায়া গুণ স্পর্শ নাহি তাঁহাতে আছয়। নির্গুণ বলিয়া সেই তাঁরে শাস্ত্রে কয়॥ কিন্তু গুণপ্রবর্ত্তক হয়েন ঈশ্বর। গুণাত্মাশব্দেতে তাঁরে কহি অতঃপর॥ কিম্বা লোক অনুগ্রহ অভিলাষ করি। অজ হয়ে জন্মেন ভুবন ভিতরি॥ বাস্তবিক নাহি তাঁর জন্মাদি বিকার। এহেতু অব্যয় নামে খ্যাত বিশ্বাধার॥ মায়া গুণ স্পর্শ নাহি আছয়ে তাঁহাতে। এহেতু নির্গুণ তাঁরে কহে

ভাগবতে॥ কারুণ্যাদি গুণগণে পরিপূর্ণ হরি। গুণাত্মা এ-হেতু তাঁরে কহে বিশ্বভরি॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১৪॥

যেহেতুক কৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম হন। অতএব তদাসক্তি মুক্তির কারণ॥ যে কোন প্রকারে হৈলে তাঁহাতে আসক্তি। অনায়াসে পায় জীব সংসার বিমুক্তি॥ কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্যতা ভাবন। সৌহৃদ্যতা কৃষ্ণে নিত্য কৈলে আচরণ॥ অবশ্য তন্ময় ভাব পায় জীবগণে। এসব ভাবের পাত্র দেখহ নয়নে॥ কামভাবে ভাবি কৃষ্ণে কুব্জা পাইল। ক্রোধে শিশুপাল ভাবি তন্ময় হইল॥ ভয়েতে পেয়েছে কংস ঐক্যে মুনিগণ। সৌহৃদ্যতা ভাবে পায় পাণ্ডু পুত্রগণ॥ বস্তুত কৃষ্ণের হেন স্মরণ প্রভাব। ভাবিলেই তিনি তারে দেন আত্মভাব॥ স্বামির ব্যাখ্যার হয় এইত তাৎপর্য্য। গোস্বামির মতে মন দেহ শ্রোতাবর্য্য॥ শ্লোকের আভাস অর্থে কহেন তোষণী। থাকুক কৃষ্ণের সুপ্রকট লীলা বাণী॥ সর্ব্বদাই যেবা তাঁরে ভাবে যেই ভাবে। অবশ্য কৃতার্থ তারা স্মরণপ্রভাবে॥ কাম ক্রোধ ভয় আদি তাঁহে আচরিয়ে। একান্ত তন্ময় ভাব স্ফুরয়ে হৃদয়ে॥

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ১৫॥

কৃষ্ণের না হয় মোক্ষ দেওয়া অতিভার। যাঁর ধ্যানমাত্রে মুক্ত হয় এ সংসার॥ তাহাতে বিস্ময় করা তব কার্য্য নয়। কৃষ্ণের মহিমা তুমি জান সমুদায়॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। ঐচ্ছিক যাঁহার হয় জন্মাদি বিধান॥ কর্ম্মবশ্য জন্ম তাঁর নাহি কদাচিত। যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ বেদান্ত বিদিত॥

তাঁহার চিন্তায় মক্ত হয় চরাচর। গোপী গুণদেহ মুক্তি এ নহে বিস্তর॥ স্বামি ব্যাখ্যা হৈল এবে শুনহ তোষণী। মহারাজ কহিতেছ একোন কাহিনী॥ গর্ব্বাবধি জান তুমি কৃষ্ণের প্রভাব। তবে হে সন্দেহ তব এ কেমন ভাব॥ বরঞ্চ অন্যেতে ইহা কহিতে পারয়। নৃপবর তব যোগ্য ইহা কভু নয়॥ পরিপূর্ণ অশেষ ঐশ্বর্য্য নিকেতনে। কদাচ বিস্ময় কার্য্য নহে ভগবানে॥ যদি কহ তবে কেন জন্ম তাঁর হেরি। জীবতুল্য নহে তাহা দেখহ বিচারি॥ ভক্তবৎসলতা গুণ পরবশহেতু। স্বেচ্ছাতে প্রকট হয়েছিলা কৃপাসেতু॥ যোগেশ্বরেশ্বর হন সেই উরুক্রম। তাহে কৃষ্ণ অবতার পরিপূর্ণতম॥ ইথে কোন অসম্ভব্য নাহি মহারাজ। তেজহ সংশয় সব নিজ হৃদিমাঝ॥

অথ গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য চাতুর্য্যের অবতরণিকা॥

তাদৃষ্টাস্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠোবাচঃপেশৈর্বিমোহয়ন্॥ ১৬॥

রাসলীলা আনন্দ কাননতুল্য ভায়। তাহে অন্তরায় কথা বিষ লতাপ্রায়। তথাচ সংশয় তাহে করি উদ্ঘাটন। নৃপতি করিলা প্রশ্ন বুঝিতে কারণ॥ প্রসঙ্গতঃ তদুত্তর দিয়ে মহামুনি। লীলা কথা উৎকণ্ঠায় কহেন আপনি॥ বেণুরবে আকর্ষিত ব্রজ নারীগণে। নিকটে আগতা কৃষ্ণ দেখিয়া নয়নে॥ জানিলেন বেণুগীতে হইয়ে বিহ্বলা। নিশিতে অরণ্য মাঝে আইল অবলা॥ গৃহের বাহিরে যারা কখন না যায়। হেনসবে কৃষ্ণ নিজান্তিকে দেখা পায়॥ লজ্জা ভয় আদি তারা করেছে বর্জ্জন। যেহেতু করেছে কৃষ্ণ সমীপে গমন॥ গোপীদের সেইভাব দে-

খিয়া শ্রীহরি। আরম্ভ করিলা নিজে বচন চাতুরি॥ বাগ্মি শিরোমণি হন রসিক শেখর। দ্বিভাব বাক্যেতে সবে কন নটবর॥ আপাত অর্থেতে যাহে উপেক্ষা বুঝায়। ভাবার্থে প্রার্থনাময় তাহা সমুদায়॥ যে বাক্যেতে হরে চিত্ত বিবেক বিনাশে। হেন বাক্য কৃষ্ণ কহিছেন মৃদুভাষে॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাস বিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥

অথ দুইঅর্থে শ্রীকৃষ্ণের বাক্ চাতুর্য্য॥

শ্রীভগবানুবাচ॥ স্বাগতং বোমহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবানি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চি দব্রূতাগমনকারণং॥ ১৭॥

প্রথমে ঔদাস্য পক্ষ অবলম্ব করি। সমাদরে গোপীগণে কহেন শ্রীহরি॥ অতি প্রিয়তম জনে স্বাদর বচন। স্বভাবতঃ ঔদাস্যতা করে প্রকটন॥ এসো২ গোপীগণ একি ভাগ্যোদয়। তোমাদের আগমন সুশোভন হয়॥ মহাসাধ্বী হও সবে গোকুলের মাঝে। তোমা সবা সম ভাগ্যবতী কেবা ব্রজে॥ তোমাদের প্রিয় কি করিব আচরণ। শরলতা ভাবে মোরে কর আজ্ঞাপন॥ মহাভাগ্যবতীদের প্রিয় আচরণে। অবশ্য হইতে পারে ধর্ম্মের ঘটনে॥ এরূপ কৃষ্ণের সমাদর বাণী শুনি। কিছু না কহিল গোপী ঔদাস্যতা মানি॥ তবে কৃষ্ণ কহিছেন করিয়া চাতুরি। সসংভ্রমে সমাগত হেরি ব্রজ নারী॥ ব্রজের মঙ্গল কথা কহ গোপীগণ। বুঝি কোন উপদ্রব হয়েছে ঘটন॥ নহে নিশিযোগে কেন সকলে মিলিয়ে। আসিয়াছ কাননেতে গৃহ উপেক্ষিয়ে। সাটোপে কহেন হরি কহতো আমারে। কি বিপদ হৈল আজি ব্রজে একবারে॥ আছে কিম্বা অন্য আগমন প্রয়োজন। বিশেষিয়া কহ সবে সব বিবরণ॥ এইত উপেক্ষাময় বাক্যঅর্থ হয়। প্রার্থনা পক্ষের অর্থ শুন ভক্তচয়॥ কৃষ্ণ দেখি গোপীগণে

নিকটে আগত। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হর্ষে প্রফুল্লিত॥ সাদরে কহেন সবে পিরিতি করিয়ে। সুখেতো এসেছ তোমাসবে প্রাণপ্রিয়ে॥ মহাভাগ্যবতী হও তোমরা সকলে। রাসলীলা যোগ্যা যাতে তোরা ভূমণ্ডলে॥ যে রাসবিলাস আসে কমলা সুন্দরী। মহাতপ আচরিলা সবসুখ ছাড়ি॥ তথাপি নাপায় সেই শ্রীরাসমণ্ডল। সেই রাসউল্লাসিনী তোমারা সকল॥ কিম্বা ভাগশব্দে হেথা কহিয়ে ভজন। যাহে সর্ব্ব উৎকর্ষতা করিলে ধারণ॥ লোকধর্ম্ম লাজভয় সব পরিহরি। একমাত্র আমারে ভজিলে সবনারী॥ আমি তোমাসবে তেন না পারি ভজিতে। যাহে তোসব্বার ঋণী আমি বিধিমতে॥ অতএব সবে হও মহাভাগ অতি। তোমাদের প্রিয়কার্য্যে মম কি শকতি॥ অথবা আমিহ হই ঋণী সবাকার। আজ্ঞাপন কর মোরে যে ইচ্ছা যাহার॥ তোমাদের প্রিয় কিছু করি আচরণ। অধীনের কৃত্য আজি করিব সাধন॥ এইরূপ কহিতে কৃষ্ণ আপন প্রার্থিত। সবে নিরুত্তর দেখি হইলা শঙ্কিত॥ বুঝি হেথা আগমন কালে এ সবার। পতি গুরুজনে করিয়াছে তিরস্কার॥ তাহা উপেক্ষিয়ে বনে হয়েছে আসিতে। সেই অভিমানে কিছু না দেখি ভাষিতে॥ এতেক ভাবিয়ে কৃষ্ণ কন মৃদুস্বরে। ব্রজের মঙ্গল সবে কহতো আমারে॥ নিশিযোগে হেথায় করিতে আগমন। গুরুজনে কিছুতো না কৈল বিঘটন॥ অথবা সে সব বিঘ্ন অনাদর করি। নিশিতে কাননে আসিয়াছ সব নারী॥ পথপরিশ্রমে বুঝি হয়েছে বেদন। সেই অভিমানে কিছু না কহ বচন॥ আহামরি আমার লাগিয়ে নিশিকালে। পথে নানামত ক্লেশ পেয়েছ সকলে॥ আমি হই তোমাদের অনুগত জন। তবে আগমনক্লেশ পাইলে কি কারণ॥ ইঙ্গিতে আমারে সবে যেখানে ডাকিতে। তথা না যাইয়া আমি পারি কি থাকিতে॥

এত আজ্ঞাবহ যদি আছে এই জন। তবে কহ কি কারণে কৈলে আগমন॥ কিম্বা মম দরশনে উৎকণ্ঠিত হয়ে। নিশিতে কাননে সবে এল্যে যে লাগিয়ে॥ আমারো সে অভিলষি আছয়ে অন্তরে। অতএব লজ্জা তেজি কহ তা আমারে॥

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতাঃ।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ংস্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৮॥

যদি বল আমাদের নাহিক বিপদ। কাননে এসেছি সবে করিতে আমোদ॥ তুমি যাহা দেখিতে আইলে বৃন্দাবনে। আমরাও সেই লাগি এসেছি এখানে॥ সহজেই বৃন্দাবনশোভা চমৎকার। হেরিতে আকাঙ্ক্ষা মনে নাহি হয় কার॥ তাহাতে হয়েছে পুনঃ শরদ আগম। কাননে হয়েছে কত কুসুম উদ্গম॥ সেই সব শোভা নিরীক্ষণ অভিলাষে। সকলে এসেছি মোরা তেজি গৃহ বাসে॥ তবে শুন বলি ওহে সমধ্যমাগণ। এরূপে অযোগ্য তোমাসবার ভ্রমণ॥ দিবস না হয় ইহা হয়েছে রজনী। স্বভাবেই ঘোররূপা বলি যারে মানি॥ তাহে ঘোরতর প্রাণি সেবিত কান্তারি। এহেতু অযোগ্য হেথা থাকা সবাকার॥ অতএব নিশিযোগে কানন তেজিয়ে। গৃহেতে গমন কর সকলে মিলিয়ে॥ ঔদাস্য পক্ষের এই অর্থ সুনির্ণয়। প্রার্থনা পক্ষের অর্থ শুন ভক্তচয়॥ কৃষ্ণ কন শুন২ সুমধ্যমাগণ। এসেছ যদ্যপি সবে মিলি বৃন্দাবন। তবে কিছুকাল হেথা করিয়া বিশ্রাম। সকলেতে পরিপূর্ণ কর মনস্কাম॥ অখিল রঞ্জন করে এইত রজনী। অঘোর স্বভাবা, যাহে শোভে নিশামণি॥ ভ্রমর কোকিল আদি অঘোর প্রাণিতে। সুশোভিত এই বন আছে নানামতে॥ তাহে সুমধ্যমা হও তোমারা সকলেও অতএব কিছু কাল থাকো এইস্থলে॥ বন তেজি গৃহপ্রতি না কর গমন। এখানে কি স্থিতি করা রহে সুশোভন॥

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তিহ্যপশ্যন্তোমাকৃঢ্ৎ বন্ধুসাধ্বসং॥ ১৯॥

যদি বল তুমি হও পুরুষকেশরী। তব সমীক্ষেতে মোরা কারেও না ডরি॥ এ ব্রজমণ্ডল হয় তোমার আশ্রিত। তব অগ্রে মোসবার ভয় কি উচিত॥ তাহা সত্য বটে কিন্তু এ হয় যামিনী। তাহে সুমধ্যমা হও সকল কামিনী॥ অধিকন্তু জনশূন্য হয় এ কানন। একমাত্র আমি হেথা পুরুষ রতন॥ তোমাদের মাতা পিতা ভ্রাতা সবাকার। পতি পুত্র আদি বন্ধু আছে যে যাহার॥ তোমাদের অসময়ে বনে আগমন। হেরিয়ে সকলে করিতেছে অন্বেষণ॥ যদি তারা এই স্থানে আগমন করি। আমার সহিত সব হেরে কুলনারী॥ অবশ্যই লজ্জানীরে আমিহ পড়িব। অকীর্ত্তি অযশে আমি ভুবন ভরিব॥ তোমারা না কর মনে বন্ধুর সাধ্বস। কুলকামিনীর এ তো অযোগ্য সাহস॥ অতএব সবে ফিরি যাও নিজ ঘরে। কেন মিছা দোষভাগী করহ আমারে॥ এইতো প্রথম পক্ষ হৈল সমাপণ। পক্ষান্তর ব্যাখ্যা এবে করহ শ্রবণ॥ কৃষ্ণ কন যদি বল তোমারা সকলে। কিরূপে এখানে সবে থাকি নিশিকালে॥ আমাদের মাতা পিতা আদি বন্ধুগণ। গৃহে না দেখিলে সবে অন্বেষিবে বন॥ বল দেখি যদি তারা আসে এই স্থানে। তবেতো বিপদ বড় হইবে ঘটনে॥ এতবলি কন তাহে ঈষদ হাসিয়ে। কেহ না দেখিবে সবে এখানে আসিয়ে॥ মাতা পিতা পতি পুত্র আদি বন্ধুগণ। দেখিতে না পাবে করিয়াও অন্বেষণ॥ যেহেতু নিবিড় হয় এইতো কান্তার। দিবসেও দৃষ্টিপাত হওয়া অতিভার॥ তাহে পুনঃ হয় এই রজনীসময়। কিরূপে হইবে বল দৃষ্টির বিষয়॥ অতএব বন্ধুর সাধ্বস তেজি দুরে। এইরাত্রি বাস কর কানন ভিতরে॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং।
যমুনানিল লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং॥ ২০॥

যদি, বন দেখামাত্র হয় প্রয়োজন। বড় অসম্ভব তাহা না হয় ঘটন॥ নানাতরু প্রফুল্লিত এ কাননে হয়। তাহাতে হয়েছে পূর্ণ শশাঙ্ক উদয়॥ তাহার কিরণে বন হয়েছে রঞ্জিত। যমুনা পরশি বায়ু বহিছে ললিত॥ তাহে সুচঞ্চল হইতেছে তরুলতা। যাহা নিরখিলে চিত্তে বাড়ে তরলতা॥ অতএব তোমাসবে তাহা দেখিবারে। সকলে এসেছ সত্য হেরি ব্যবহারে॥ হইল সম্পন্ন এবে সেই প্রয়োজন। এলাগিয়ে কহি ব্রজে করহ গমন॥ উপেক্ষা পক্ষের ব্যাখ্যা এই হৈল সার। পক্ষান্তর কহি এবে শুন পুনরায়॥ কৃষ্ণ কন শুন২ সব গোপীগণ। কিবা সুশোভিত হয় এই বৃন্দাবন॥ নানাবিধ তরুলতা হয় কুসুমিত। বিশেষে রাকেশ-কর-সমূহে রঞ্জিত॥ যমুনা তরঙ্গ সঙ্গী বহে সমীরণ। তাহে সুচঞ্চল সব তরুলতাগণ॥ এইহেতু কহি এ মধুর বৃন্দাবনে। থাকিতে উৎসাহ সবে কর গোপীগণে॥

তদ্যাতমাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসাবালাশ্চ তানপায়য়ত দুহ্যত॥ ২১॥

কানন সৌন্দর্য্য সবে করিলে দর্শন। অতএব ব্রজপ্রতি করহ গমন॥ নিজ গৃহকর্ম্ম দধিমন্থনাদি ঘোষে। ঘোষিত হয়েছে যেই স্থান সুবিশেষে॥ যেখানেতে ঘোষ সব করয়ে বসতি। তথায় গমন কর ওহে সাধ্বীসতি॥ তোমাদের স্থিতিযোগ্য সেই স্থান হয়। সুচির বিলম্ব হেথা উপযুক্ত নয়॥ তাই বলি শীঘ্র ব্রজে করিয়া গমন। নিজ২ পতিজনে কর শুশ্রূষণ॥ লোকেতে সকলে বলে তোমাসবে সতী। অনুচিত তাহে পরপুরুষে আরতি॥ যদি বল ত্রৈলোক্য সেবিত তব পদ। সকলে

সেবিব তাহা তেজিয়ে আপদ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি যে তোমা সেবয়। তার কোন মতে নহে অধর্ম্ম উদয়॥ লক্ষ্মী বাঞ্ছে যে চরণ সেবন করিতে। আমরাও তার সেবা অভিলাষি চিতে॥ তাহাতে অসূয়া করে যেই গুরুজন। সে সকলে আমাদের নাহি প্রয়োজন॥ তবে কহি শুন২ সব ব্রজনারী। বৎস বালকেতে স্নেহ গেছে কি সবারি। তোমাদিগে বহুক্ষণ না করি দর্শন। তোমাদের শিশু সব করিছে ক্রন্দন॥ বৎসগণ দোহনের কালাপেক্ষা করি। বন্ধনে রয়েছে সবাকার পথ হেরি॥ এলাগি সকলে শীঘ্র করিয়ে গমন। শিশুগণে দুগ্ধ দিয়ে করহ পালন॥ গোদোহন নিশি প্রায় হইল আগত। দোহন করিয়ে বৎসে কর আপ্যায়িত॥ এইত প্রথম পক্ষ হৈল সম্যাধান। দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ কর অবধান॥ যেহেতুক রমণীয় হয় এই বন। অতএব এই স্থানে থাক কিছু ক্ষণ॥ যদিও তোমরা গৃহে গমন লাগিয়ে। উৎকণ্ঠিত আছ সবে আপন হৃদয়ে॥ তথাপি অচিরে নাহি করহ গমন। নিশি অবসান কাল কর বিলম্বন॥ যদি বল সবে হই পতিব্রতা সতী। এলাগি স্বীকার নাহি করি পরপতি॥ তাহা সত্য হয় কিন্তু করহ শ্রবণ। নিত্য২ কর সবে পতিশুশ্রূষণ। তাহাতে যে সুখ লাভ হয় সবাকার। তার কোটিগুণ সুখ সেবনে আমার॥ পরকীয়ারস অতি হয় সুললিত। আস্বাদন করি বোধ করা সমুচিত॥ বিশেষতঃ তোমরা হে সুমধ্যমা নারী। এ রস সেবন করা যোগ্য সবাকারি॥ এহেতুক আজি সব করি উপেক্ষণ। মম অভিলাষ সবে করহ পূরণ॥ বৎস বালকাদি এবে ক্রন্দন না করে। অতএব কিবা শান্ত করিবা তাহারে॥ শিশুকে পয়স দান গাবীর দোহন। এক্ষণ নাহিক হয় তার প্রয়োজন॥ এহেতু

ছাড়িয়ে সবে সে সব চাতুরী। এই রাত্রি রহ হেথা সব ব্রজনারী।

অথবা মদভিস্নেহাস্তবত্যোযন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ২২॥

অথবা আমার প্রতি তোমা সবাকার। আছয়ে প্রগাঢ় স্নেহ মনেতে বিস্তার॥ যেহেতুক কি মানুষ কিবা জন্তুগণ। সকলের হই আমি স্নেহের ভাজন॥ তাহাতে তোমরা হও ব্রজের বনিতা। মম প্রতি স্নেহ যোগ্য এহেতু সর্ব্বথা॥ সেই স্নেহ পরবশ হইয়া সকলে। যদি আসিয়াছ বনে সবে নিশি কালে॥ উপযুক্ত বটে এহ নহে অঘটন। দেখিলে আমারে এবে যাহ নিকেতন॥ উপেক্ষা পক্ষের এই ব্যাখ্যা সুনির্ম্মল। প্রার্থনা পক্ষের এবে শুনহ কৌশল॥ যদি বল আমরা তোমারে ভালো বাসি। এলাগি ভবন ছাড়ি কাননে প্রবেশি॥ তোমার সেবনে সবে মনে করি সাধ। তবে কেন তুমি এত ভাবিছ বিষাদ॥ তাহাতে কহেন কৃষ্ণ শুন গোপীগণ। আমি হই প্রাণিমাত্র স্নেহের ভাজন॥ স্বাভাবিকী প্রীতি করে আমারে সকলে। এলাগিয়ে সবে দেখা চাহে নেত্রাঞ্চলে॥ তোমরা কি সেই সাধারণ প্রেমবশে। আসিয়াছ রজনীতে বনে মম পাশে॥ বিশেষ প্রণয় আছে না আছে সবার। ইহা ভাবি চিত্ত হয় ব্যাকুল আমার॥ অতএব নানামত করি বিবেচন। কহিতেছি সকলেরে উৎকণ্ঠী বচন।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং॥ ২৩॥

প্রাণিমাত্র করে যদি তোমাতে পিরিতি। স্বাভাবিক বন্ধু তুমি সকলের গতি॥ বিশেষে আমরা হই ব্রজবাসি জন। আ-

মাদের প্রেম তেন নহে সাধারণ ॥ তুমি হও ব্রজবাসি সকলের প্রাণ। এহেতু বিশেষ প্রেম তোমাতে বিধান ॥ অতএব চাহি তব শুশ্রূষা করিতে। অনুমতি দেহ তাহা সকরুণ চিতে॥ গোপিকার এ আসয় ভাবিয়া শ্রীহরি। আপনিই কহিছেন করিয়া চাতুরী॥ শুনহে কল্যাণি সব ব্রজ রামাগণ। নারীর পরম ধর্ম্ম পতি শুশ্রূষণ॥ অকপটে আর তার বন্ধুর শুশ্রূষা। প্রজার পোষণ হয় রমণীর ভূষা॥ অতএব তোমা সবে হয়ে যত্ন পর। তাহাই করহ সবে গিয়া নিজ ঘর॥ বস্তুতঃ পরম ধর্ম্ম তাহা নহে যেই। উপহাস করি হরি কহিছেন সেই॥ যেহেতুক স্বভক্তি পরম ধর্ম্ম হয়। যাহা ভাগবত আদি শাস্ত্রের নির্ণয়॥ প্রথম পক্ষের এই অর্থ সমাধান। দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ কর অবধান॥ বুঝিলাম গোপীগণ আমি বিবেচিয়া। কেবল না আইলে সবে স্নেহের লাগিয়া॥ তোমাদের আছে মনে ধর্ম্ম অভিলাষ। তাহাতেই আসিয়াছ সবে মম পাশ॥ পতিশুশ্রূষণ যেন নারীধর্ম্ম হয়। পতিবন্ধু শুশ্রূষণ তেন শাস্ত্রে কয়॥ আমি স্বাভাবিক হই সবার বান্ধব। আমার সেবন করা এহেতু সম্ভব॥ অতএব তোমরা থাকিয়া এই স্থানে। করহ সেবন সবে যাহা সাধ মনে॥

দুঃশীলোদুর্ভগোবৃদ্ধোজড়োরোগ্যধনোপি বা।
পতিঃ স্ত্রীর্ভির্নহাতব্যোলোকেপ্সুভিরপা তকী॥ ২৪॥

যদি বল সকলেতে নিজ২ পতি। পরিত্যাগ করি বনে করেছি আগতি॥ তাহে পতিসেবা উপদেশযোগ্য নয়। এত ভাবি কৃষ্ণ কন জানিতে আশয়॥ পতি যদি পাতকী পতিত নাহি হন। সতীর সে পতি ত্যাজ্য না হয় কখন॥ বিশেষে উভয় লোক অভিলাষি যারা। কদাচ স্ব পতিত্যাগ নাহি করে

তারা॥ দুঃশীল দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ জড় রোগী অতি। ধনহীন হইলেও ত্যাজ্য নহে পতি॥ তোমাদের পতি সব ব্রজবাসি জন। তাহারা না হয় কোন দোষের ভাজন॥ পতিত পাতকী কেহ নহে কদাচিত। এহেতু সে পতিত্যাগ অতি অনুচিত॥ প্রথমার্থে এইরূপ ব্যাখ্যান সুন্দর। শ্লেষার্থেতে মনোযোগ কর অতঃপর॥ যদি বল আমরা হে তেজি নিজ পতি। নিশিতে অরণ্য মাঝে করেছি আগতি॥ পতিপ্রতি অনুরাগ নাহি যে সবার। পতিবন্ধু সেবনে কি অপেক্ষা তাহার॥ এত চিন্তি কহিছেন কমলনয়ন। সতীর কি হয় পতি ত্যাজ্য কদাচন॥ দুঃশীলতাআদি দোষী হইলেও পতি। ত্যাগ নাহি করে লোক অভিলাষি সতী॥ অতএব নিজ ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ। পতিবন্ধু জানি কর আমার সেবন॥

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ২৫॥

যদি সবে কহ, ওহে কমল নয়ন। তব বাক্যে পতি নাহি করিব বর্জ্জন॥ নামমাত্রে পতিভাব তাহাতে করিব। পতিত্ব ব্যাপার তোমাসহ আচরিব॥ এতেক গোপিকাভাব উঠায়ে আপনি। অসূয়াতে কন যেন রসিকের মণি॥ ওহে গোপীগণ একি দেখি ব্যবহার। উপপতি ভজিতে কি ইচ্ছা সবাকার॥ যাহে স্বর্গগতি পথ হয় নিরোধিত। বিনাশে সুযশঃ যাহা চির সুসঞ্চিত॥ অতি তুচ্ছ হয় সদা ঔপপত্য কর্ম্ম। কষ্ট ভয়াবহ তথা নাশে সব ধর্ম্ম॥ সর্ব্বত্র নিন্দিত হয় যেই ব্যবহার। কুলস্ত্রীগণের যোগ্য নহে সে আচার॥ অতএব সে সব বাসনা পরিহরি। নিজ২ গৃহে সবে যাও হে সুন্দরি॥ প্রথম পক্ষের এই ভাষা বিবরণ। শ্লেষঅর্থে প্রণিধান কর ভক্তগণ॥

যদি বল সবে মোরা বিরক্তি করণে। নির্দ্দয় পতি ছাড়ি আসিয়াছি বনে॥ এবে পুনঃ তাহে যদি করি উপপতি। নাশিবে উভয় লোকে আমাদের গতি॥ গোপিকার এআশয় করিয়া চিন্তন॥ ঈষদ হাঁসিয়া কন কমল নয়ন॥ ওহে গোপীগণ কেন করহ সংশয়। উপপত্য বটে সর্ব্বত্রতঃ দোষাশ্রয়॥ তাহে স্বর্গ হানি করে সুযশঃ বিনাশে। তুচ্ছ ভয়াবহ আদি বলি সবে ভাষে॥ আমার বিষয়ে, তাঁহা না হয় নিন্দিত। যাহাতে অত্যন্ত আমি হই আনন্দিত॥ এলাগি সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সকলে। মম বাঞ্ছা পরিপূর্ণা কর এইস্থলে॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্॥ ২৬॥

যদি বল লোকধর্ম্ম ত্যেজি সাধুজন। তোমারে সর্ব্বদা যেন করয়ে ভজন॥ আমরা ভজিব তেন সব পরিহরি। উপেক্ষা না কর আমাসবে নরহরি॥ এত ভাবি কৃষ্ণ কন গোপি সবাকারে। তাহাদের মনোবৃত্তি বুঝিবার তরে॥ শ্রবণ দর্শন ধ্যান মদগুণ কীর্ত্তন। এরূপে আমারে সদা ভজে সাধুজন॥ তাঁহাতে যে-রূপ হয় ভজনমাধুরী। নিকটে তেমন নাহি হয় হে সুন্দরি॥ এলাগি স্বগৃহ প্রতি করিয়ে গমন। শ্রবণাদি দ্বারে কর আমারে ভজন॥ এইত প্রথম পক্ষ ভাষার নির্ণয়। পক্ষান্তর কহি এবে শুন ভক্তচয়॥ আর দেখ গোপীগণ আমার ভজনে। যত সুখ আছে তাহা নাহি ত্রিভুবনে॥ আমার শ্রবণধ্যান আমার কীর্ত্তন। করিলেও সুখী যেন হয় ভক্তমন॥ পতি-সন্নিহিতেও তেমন সুখ নয়। এহেতু বৈরক্তি করা তাহে যুক্ত হয়॥ আমাতে বিরক্তি ভাব নহে সমুচিত। মহাসুখ হয়

মম সেবনে নিশ্চিত॥ অতএব গৃহে নাহি যাও গোপীগণ। এখানে থাকিয়া কর আমারে সেবন॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যচাতুর্য্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অজ্ঞান জন্য গোপীগণের বিষণ্ণতা॥

শ্রীশুকউবাচ।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যোগোবিন্দভাষিতং।
বিষণ্ণাভগ্নসংকল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াং॥ ২৭॥

শুকদেব কন রাজা কর অবধান। এতেক বাগ্মিতা যদি কৈলা ভগবান॥ কৃষ্ণের আসয় কিছু বুঝিতে না পারি। অপ্রিয় ভাষণ বলি মানে সব নারী॥ গোবিন্দের অর্থদ্বয় যুক্ত শ্রীবচন। পরশিতে না পারিল গোপিকার মন॥ বিষাদে বিমনা সবে হইলা রমণী। মানস সংকল্প ভঙ্গ করি মনে মানি॥ দুরত্যয় চিন্তানীরে হইয়া মগন। ভাবেন কি করি সবে আমরা এখন॥ স্বাভাবিক প্রেমময় মূর্ত্তি নরহরি। আজি কি অভাগ্যে এত সুকঠিন হেরি॥ এবে কি আমরা কৃষ্ণ চরণ ধরিয়া। সাধিব সকলে মেলি যতন করিয়া॥ কিম্বা ব্রজ প্রতি কিছু করিয়া গমন। কৃষ্ণের মনের ভাব জানিব কেমন॥ অথবা কৃষ্ণের আগে তনুত্যাগ করি। কিম্বা প্রতিবাক্য কহি স্বভাব উগারি॥ এই রূপ মহা চিন্তা সাগরে মগনা। মনেং সকলেতে করে উদ্ঘাটনা॥

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ। অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্যুরুদুঃখভরাস্তুষ্ণীং॥ ২৮॥

কৃষ্ণের সেরূপ বাণী, শুনি সব শিমন্তিনী, চিন্তানীরে হইয়া মগন। শোকহেতু ঘনশ্বাসে, বিম্বকলাধর শোষে, নখে ক্ষিতি করয়ে লিখন ॥ ১ ॥ অভিপ্রায় হে ধরণি, বিদীর্ণা হও এখনি, তাহে মোরা করিব প্রবেশ। কৃষ্ণের উপেক্ষা বাণ, পরশে ব্যাকুল প্রাণ, আর নাহি সহে মনে ক্লেশ ॥ ২ ॥ নয়নের অশ্রুধার, ক্ষণেক নহে নিবার, বক্ষঃস্থল ভাসে সেই নীরে। নয়ন কজ্জলদাগে, উরজ-কুঙ্কুমরাগে, মার্জ্জনি করয়ে বেগভরে ॥ ৩ ॥ অতিশয় দুঃখাবেশে, কিছুই নাহিক ভাষে, অধোমুখে রহিলা কেবল। নাহি কার্য্যা-কার্য্য বোধ, বিষাদেতে কণ্ঠরোধ, শোকে দেহ ব্যাপিল সকল ॥ ৪

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামাঃ। নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভ-গদ্গদগিরোহব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ২৯ ॥

স্বাভাবিক প্রাণ ধন, ব্রজাঙ্গনার জীবন, কৃষ্ণ, যার লাগি ব্রজ-নারী। গৃহ পতি গুরুজন, করি সব উপেক্ষণ, আসিয়াছে কানন ভিতরি ॥ ৫ ॥ বেণুরবাকৃষ্ট হয়ে, সব কার্য্য তেয়াগিয়ে, যার সেবামাত্র করে আশ। তাহার কঠিন বাণী, বজ্রসার হেন মানি, হৈল প্রীতি মান সুপ্রকাশ ॥ ঈষদ কোপেতে ভরি, মা-র্জিয়া নয়ন বারি, কহে কিছু গদ২ ভাষে। স্ব স্ব ভাব উগারিয়ে, কহে সবে বিবরিয়া, শুনি কৃষ্ণ মুগ্ধ প্রেমাবেশে ॥ ৬ ॥ যেমন কৃষ্ণের বাক্য, অবগাহে দুইপক্ষ, সেইরূপ কহে গোপীগণ। যার অর্থ আস্বাদনে, মগ্ন হয় ভক্তগণে, ভাষা কহে এ শ্রীনারায়ণ ॥

গোপ্য ঊচুঃ ॥ মৈবং বিভোহর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা-ত্যজাস্মান্ দেবোযথাদিপুরুষোভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩০॥

কহিছেন গোপীগণ, প্রণয় কোপে মগন, দৈন্যউক্তি গদ্গদ বচনে। ছলং নেত্রান্তর, স্ফুরিত মধুরাধর, পুলক পূর্ণিত অপ-

ঘনে॥ ১॥ প্রাণনাথ কেন এত কঠিন হৃদয়। রসিকের শিরোমণি, হয়ে এত ক্রূর বাণী, কহা তব উপযুক্ত নয়॥ ধ্রু॥ তোমার এ বাক্যবাণ, প্রবেশি মোদের প্রাণ, বিদরিছে বজ্রে যেন গিরি। তোমার ভজন আশে, তেজি মোরা গৃহবাসে, নিশিতে হয়েছি বনচারী॥ ২॥ তেজি ধর্ম্ম লাজকুল, ভজেছি চরণমূল, তুমি তবু প্রতিকূল হয়ে।. ধর্ম্মাভাস উপদেশে, উপেখিছ কি সাহসে. বলিহারি যাই তব হিয়ে॥ ৩॥ তুমি যে করিছ কর্ম্ম, তোমার এ কোন্ ধর্ম্ম, কহ নাথ আপনি বিচারি। আশা করি যে যাহার, তেজে গৃহ পরিবার, সেকি করে নাচের ভিখারি॥ ৪॥ অতএব দয়াময়, তেজিয়ে কঠিনাশয়, ভজহ ভজনকারি জনে। যেন দেব নারায়ণ, স্বভজন পরায়ণ, জনে ভজে মুক্তিলিপ্সু গণে॥ ৫॥ তোমার প্রতিজ্ঞা এই, যেরূপেতে ভজে যেই, তারে তুমি ভজ সেই রূপে। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেহ, এবে তুমি সে আগ্রহ, বল হে তেজিলে কোন রূপে॥ ৬॥ শুন ওহে প্রাণনাথ, কর কৃপাদৃষ্টিপাত, উপেক্ষা না কর দাসী জনে। তোমার চরণমূলে, সঁপেছি হে জাতিকুলে, উপক্ষিলে মরে গোপীগণে॥ ৭॥ এইরূপ দৈন্যকরি, প্রকটার্থে গোপনারী, নটবরে করে নিবেদন। শ্লেষার্থে ঔদাস্যময়, নিজ ভাব প্রকাশয়, কহি তাহা করহ শ্রবণ॥৮ গোপী কহে বনমালি, কেন কর চতুরালী, তেজ দুরাগ্রহ অতিশয়। নিশিতে রমণী পেয়ে, কহ এত কি লাগিয়ে, হেন ক্রূর বাক্য যোগ্য নয়।১॥ যদি থাকে অভিলাষ, করিতে রাসবিলাস, তবে ভজ সদৃশী কামিনী। যে তেজি বিষয় কর্ম্ম, লোক লজ্জা ভয় ধর্ম্ম, তব পদ ভজয়ে আপনি॥ ২॥ তারে ভজা যোগ্য হয়, ইথে ব্যবহার চয়, দেখ যথা আদি নারায়ণ। মুমুক্ষু স্বভক্তজনে, ভজে নাহি চাহে আনে, তুমি কেন কর অকরণ॥ ৩॥ অতএব শুন হরি, আমাদের আশা ছাড়ি, সর্ব্বভাবে ভজ অন্য

জনে। যে বা হয় অনুগত, তাহাতে রহিলে রত, দোষভাগী না হয় ভুবনে॥

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মইতি ধর্ম্মবিদাত্বয়োক্তং। অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠোভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ৩১॥

পত্যাদি সেবন কর্ম্ম, নারীর পরম ধর্ম্ম, তুমি যে করিলে উপদেশ। বট হে ধার্ম্মিকবর, জানিলাম অতঃপর, জ্ঞানাপেক্ষা নাহি অবশেষ॥ ৯॥ কিন্তু তব পাদমূল, ভজনে যে অনুকুল, সে কি জাতি কুলাপেক্ষা করে। যে তেজি সকল ধর্ম্ম, তোমাতে বাড়ায় শর্ম্ম, তাঁহার কি অধর্ম্ম সঞ্চরে॥ ১০॥ পিতৃ দেব ঋষি ঋণ, তারে কি করে অধীন, যে লয় শরণ তব পদে। সকলের প্রিয়তম, বন্ধু নাহি তোমা সম, আত্মারূপী তুমি সর্ব্ব হৃদে॥ ১১॥ অতএব অঙ্গবর, সর্ব্ব লোক অধীশ্বর, তব উপদিষ্ট ধর্ম্মচয়। তব পদে সমর্পিয়ে, জাতি কুল উপেক্ষিয়ে, লইয়াছি তোমাতে আশ্রয়॥ ১২॥ কিম্বা হে ধার্ম্মিকমণি, হেন ধর্ম্মময়ী বাণী, যে তোমারে করে জিজ্ঞাসন। তার প্রতি সবিশেষ, করা যোগ্য উপদেশ, আমাদের নাহি প্রয়োজন॥ ১৩॥ স্বর্গাদি বাসনা নাই, পরলোক নাহি চাই, কেবল ও পদ অভিলাষি। তুমি হও প্রাণপ্রেষ্ঠ, সকলের আত্মা ইষ্ট, অমাসবে কর নিজ দাসী॥ ১৪॥ এমতে গোপীনিচয়, প্রকুটার্থে প্রকাশয়, শ্লেষে কহে নিষেধ বচন। শুনং ভক্তগণ, তার ভাষা বিবরণ, কিছু আমি করিব বর্ণন॥ ১৫॥ গোপীগণ কহে অঙ্গ, নারীঅনুবৃত্তি রঙ্গ, তোমার হয়েছে প্রয়োজন। এলাগি ব্রজ প্রদেশ, ত্যাগ করি সবিশেষ, এ প্রদেশ কর আশ্রয়ণ॥ ৫॥ পতি অপতির প্রাণ, তুল্য নারী কুল মান, আহরণে হও সুপণ্ডিত। বট যেই সুসমর্থ, সাধিতে আপন স্বার্থ, নিজে সেই মানো ধর্ম্মবিৎ॥ ৬॥ আপনার

যেন কর্ম্ম, তেমনি কহিছ ধর্ম্ম, পতিবন্ধু সেবন করিতে। প্রাণিসকলের শ্রেষ্ঠ, বন্ধু আত্মা বটো কৃষ্ণ, আমরা হে জেনেছি চরিতে ॥ ৭ ॥ নহে এই বিভাবরী, যোগে, কাছে পেয়ে নারী, বন্ধুতা হে করিতে প্রকাশ। কর ধর্ম্ম উপদেশ, কলঙ্কে ভরিতে দেশ, কহিকত শত অপভাষ ॥ ৮ ॥ তোমার এ ধার্ম্মিকতা, তোমাতে রহু সর্ব্বথা, আমরা না চাহি শিখিবারে। ক্ষমাদেহ রসরাজ, শুনিতে বাসি হে লাজ, বিনয় করি হে বারে বারে ॥ ৯ ॥

> কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং। তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩২ ॥

পিতা মাতা বন্ধুগণ, স্নেহ করি বিসর্জ্জন, তব পদাশ্রয় অভিলাষে। আমরা যতেক নারী, আসিয়াছি গৃহ ছাড়ি, তাহে যেন দোষ না পরশে ॥ ১৬ ॥ সারাসার বিজ্ঞ জন, যে জানে স্বার্থ সাধন, সে কখন তোমা পরিহরি। পরিণামে সুবিরস, পতি পুত্র স্নেহ রস, পিয়ে সুধা অনাদর করি ॥ ১৭ ॥ স্বাভাবিক প্রেমময়, তোমার মুরতি হয়, ইহা জানি বিবেচক গণ। তেজি অন্য সমাশ্রয়, তব পদাশ্রয় লয়, ধন্য হয় তাদের জীবন ॥ ১৮ ॥ সেই হেতু ওহে হরি, স্বীয় পরক্লেশকারি, তোমাতে বিমুখ বন্ধু জনে। দূরে তেজি সমাদর, এসেছি হে নটবর, তব কাছে সব গোপীগণে ॥ ১৯ ॥ এলাগি বরদেশ্বর, প্রসীদ হে অতঃপর, আমা সবে মদনমোহন। চিরদিনাবধি হরি, আছি মনে আশা করি, সেবিতে তোমার শ্রীচরণ ॥ ২০ ॥ সে আশার উচ্ছেদন, করিলে কমলেক্ষণ, গোপীর জীবন নাহি রবে। তাহে দয়াময় খ্যাতি, নাশিবে হে ব্রজপতি, অন্য কেহ শরণ না লবে ॥ ২১ ॥ এরূপে গোপিকাগণ, প্রকটার্থে নিবেদন, জানাইছে কৃষ্ণ সন্নিধানে। নিষেধার্থে সে ভারতী, কৃষ্ণে করে চমৎকৃতি,

শ্রোতাগণ শুনহ শ্রবণে ॥ ২২ ॥ গোপী কহে রসরাজ, কি কহ শুনিতে লাজ, যারা হয় কুশলা রমণী। স্বদুঃখ অবধ-গুম, কারি, পতি পুত্রগণ, হেতু আত্মা নিত্য প্রিয় মানি ॥ ১০ ॥ তাহাতে করি বিরতি, কে তোঁহে করিবে রতি, যাহাতে তে-জিবে বন্ধুজনে। এলাগি গোকুল মণি, বরদ হয়ে আপনি, সুপ্রসন্ন হও গোপীগণে ॥ ১১ ॥ মোরা হই কুলনারী, এখানে রহিতে নারি, চিরক্ষণ ওহে নটবর। শীঘ্র যাবো ব্রজপ্রতি, দে-হ সবে অনুমতি, বিড়ম্বনা না কর অপর ॥ ১২ ॥ তোমার হৃ-দয়ে ধৃত, যে আশা সে অনুচিত, তাহা এবে কর উচ্ছেদন। পাইয়া কুলের বালা, নিশিতে দিওনা জ্বালা, ক্ষমা দাও ব্রজের জীবন ॥ ১৩ ॥

* চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু-যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে। পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা ॥ ৩৩ ॥

যদি কহ গুণমণি, তোমরা যত রমণী, করিয়াছ মোরে অভি লাষ। যদি এ অযোগ্য নয়, তথাপি করিতে হয়, সবে নিজং গৃহে বাস ॥ ২৩ ॥ অতএব গোপীগণ, পতি পুত্র বিসর্জন, এক কালে উচিত না হয়। তাহাদের প্রীতি লাগি, হোতে হয় ক্লেশ ভাগী, চাহি লোক দেখ সমুদায় ॥ ২৪ ॥ এজন্য সবারে বলি, গৃহে যাও সবে মেলি, নাহি কর স্বগুর বিরতি। তবে শুন হৃষীকেশ, তার কিছু সবিশেষ, কহি মোরা সকল যুবতী ॥ ২৫ ॥ তোমার মুরলিধ্বনি, সুধাসিন্ধু উল্লাসিনী, প্রবেশি মোদের শ্রুতি পথে। গৃহাদি বিষয় সুখ, সমূহে করি বিমুখ, ভাসায় আনন্দ নদী স্রোতে ॥ ২৬ ॥ সে হেন বেণুর গীতে, হরিয়া সবার চিতে, করিয়াছে হেথা আনয়ন। তাহে হয়ে জ্ঞানহত, ভুলে নিজ হিতাহিত, গৃহকৃত্যে নাহি পশে মন ॥ ২৭ ॥ সকল ইন্দ্রিয়-

পতি, করি চিত্ত অনুগতি, করদ্বয় তেজে গৃহ কায। সে চিত্তের অন্বেষণে, তেজি পতি গুরুজনে, কাননে এসেছি রসরাজ॥ ২৮॥ ওহে চোর চূড়ামণি, আগে ইহা নাহি জানি, হেথা এলে হবে বিঘটন। যেবা কিছু ছিল শেষ, তার না রহিবে শেষ, হারাইবে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ॥ ২৯॥ নয়ন তোমার রূপে, ডুবিল অমিয় কূপে, শ্রবণ হরিল বেণুগীতে। তনু চাহে আলিঙ্গিতে, কর ধায় অলক্ষিতে, তোমার চরণ পরশিতে॥ ৩০॥ এ রূপে ইন্দ্রিয়চয়, হারাইয়ে সমুদায়, কেমনে যাইব ব্রজ মাঝে॥ তেজি তব পাদমূলে, পদ আধ নাহি চলে, পাদদ্বয় ফেলিল অকাযে॥ ৩১॥ তোমার ঔদাস্য হেরি, হেথাও রহিতে নারি, বল এবে কি করি উপায়। পূর্ব্বধন হারাইয়ে, কি করি ব্রজে যাইয়ে, প্রাণনাথ রাখো এই দায়॥ ৩২॥ এমতে গোপিকাততি, প্রকটার্থে কৃষ্ণ প্রতি, করে নর্ম্ম দৈন্য নিবেদন। শ্লেষঅর্থে কহে আর, বিশেষ শুনহ তাঁর, কৃপা করি সব ভক্তগণ॥ ৩৩॥ যদি বল গুণাধার বেণু রবে সবাকার, দেহ মন করিয়ে হরণ। আনিয়াছি কাননেতে, যাবে গৃহে কেমনেতে, শুন কহি তার বিবরণ॥ ১৪॥ ভালে বেণু বিনোদিয়া, শিখেছো বাদন ক্রিয়া, সেই চাহ চিত্ত আকর্ষিতে। তব মনে অভিমান, শুনিয়া বেণুর গাণ, গোপীগণ এলো কাননেতে॥ ১৫॥ তাহা নহে বনমালি, তেজ নিজ ঠাকুরালি, বেণু গীতে আমাদের চিত। নাহি হয়েছে হরণ, সুখে আছে সর্ব্বক্ষণ, চাহে গৃহে পশিতে ত্বরিত॥ ১৬॥ সেই মত করদ্বয়, গৃহকৃত্যে ব্যগ্র হয়, পদেও কি চলিতে না চাহে। তবে কেন নাহি যাবো, হেথা রহি কি করিবো, অযশ ঘুষিবে শেষে যাহে॥ ১৭॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং। নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫ ॥

যেহেতুক দেহ মন, তব রূপে নিমগন, হয়ে পুন উঠিতে না পারে। অতএব দয়াময়, হৃদয়ে হয়ে সদয়, দাসীগণে বাঁচাও এবারে ॥ ৩৪ ॥ একে রূপ মাধুর্য্যেতে, কামানল জ্বলে চিতে, তাহে তব হাস্যাবলোকন। হয়েছে আহুতি প্রায়, কলগীত বায়ু তায়, সঙ্গী হয়ে দহিছে জীবন ॥ ৩৫ ॥ এলাগি বিনতি করি, বারে২ বলি হরি, এ দারুণ মদন অনল। স্বকীয় অধরামৃত, সিঞ্চ, হয়ে কৃপারত, মনমথ করহ শীতল ॥ ৩৬ ॥ যদি নিজ কৃপাবশে, না সিঞ্চহ সুধারসে, তবে তব বিরহ আগুনে। করি দেহ উপযোগ, নাশিব এ ক্লেশভোগ, সখা তোমা ধরিয়া ধেয়ানে ॥ ৩৭ ॥ যোগিপ্রায় তেজি প্রাণ, তব পদ সন্নিধান, যাইব আমরা সবে মেলি। দেখ নিজ নয়নেতে, নারীবধ সমীক্ষেতে, আজি হে নিঠুর বনমালি ॥ ৩৮ ॥ একরূপে গোপিকাগণ, বাঞ্ছার্থে কহে বচন, নিষেধার্থ শুন অতঃপর। গোপী কহে ওহে অঙ্গ, কেন কর এত রঙ্গ, বট তুমি লম্পট প্রবর ॥ ১৮ যদি আমাদের হাস, অবলোক কলভাষ, হেতু, তব মদন অনল। হইয়াছে উদ্দীপিত, স্বকীয় অধরামৃত, দিয়ে কর আপনি শীতল ॥ ১৯ ॥ নহে সব গোপীগণ, যদিও নিজ জীবন, তেজে ঘোর পতির বিচ্ছেদে। তথাপি তোমায় পথে, না যাইবে কোনমতে, ধ্যানেতেও সে মহা আপদে ॥ ২০ ॥ শিশুকাল আদিকরি, সকলিতো জানো হরি, তুমি আমি থাকি এক স্থানে। সখা তুমি এ কারণ, যার যেন আচরণ, দেখিয়াছ আপন নয়নে ॥ ২১ ॥ অতএব নিজ কায, সাধিতে রাখাল রাজ, বৃথা নাহি কর হে যতন। তুমি কর যে বাসনা, আমাদের সে কামনা, নাহি ইহা জানহ এখন ॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রামায়াদত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্ত। অস্পৃাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৬॥

যদ্যপি রসিকমণি, বল হে এরূপ বাণী, নিজ হৃদিজাত কামানল। নিজ২ পতি পাশে, গিয়ে সিঞ্চি সুধারসে, সকলে করহ সুশীতল॥ ৩৯॥ তাহে অম্বুজনয়ন, বলি হে কর শ্রবণ, যখন তোমার শ্রীচরণ। হেরি মোরা নয়নেতে, তখন মোদের চিতে, অন্য কিছু না রহে স্মরণ॥ ৪০॥ যে তব চরণ তল, কোটিচন্দ্র সু শীতল, প্রেমাম্বু কল্লোল বহে যায়। যাহার মাধুর্য্য কণ, লক্ষ্মীর হরয়ে মন, সে আনন্দ শ্রোতে ভাসে তায়॥ ৪১॥ সে চরণ নিরখিয়ে, আনন্দ নীরে মজিয়ে, পত্যাদি সম্মুখে মোরা সবে। সেবধি রহিতে নারী, বল হে তবে কি করি, অবিতৃপ্ত তব প্রেম লবে॥ ৪২॥ ওহে মদনমোহন, অরণ্য জন জীবন, পুলিন্দী হরিণী আদি গণে। দিয়া অভিমত সুখ, নিবার অশেষ দুঃখ, প্রবঞ্চনা কেন গোপীজনে॥ ৪৩॥ এরূপ প্রকট বাক্যে, কহি কৃষ্ণ সমীক্ষে, নর্ম্মার্থেতে কহে গোপীগণ। যদি কহ নরহরি, বাল্যে সব ব্রজনারী, মম সঙ্গে করিতে ক্রীড়ন॥ ২৩॥ সে কালে অঙ্গস্পর্শন, হওয়াহেতু সুঘটন, জানো তাহে মম সঙ্গ সুখ। তবে কেন তোমাসবে, চতুরালি কর এবে অঙ্গ সঙ্গে হইয়ে বিমুখ॥ ২৪॥ তরে কমল নয়ণ, শুন তার বিবরণ, যবে তব ও চরণ তল। রমণী জনার প্রতি, করিয়াছে কভু গতি, তদবধি আমরা সকল॥ ২৫॥ না পরশি ও চরণ, অন্য অঙ্গ পরশন, দূরে রহু, তোমার সাক্ষাতে। ক্ষণেক রহিতে নারি, যদিও আদর করি, তুষ্ট কর তুমি স্ব বাক্যেতে॥ ২৬॥ যদি রহে সেই ক্ষণ, নিকটেতে গুরুজন, তরে কভু রহি কিছুকাল। নহে বন্য জনগতি, তোমারে ডাঁরাই অতি, তবে কেন বাঢ়াও জঞ্জাল॥ ২৭

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং। যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

ওপদ সৌভাগ্য লেশ, কি বর্ণিব সবি শেষ, যার রজ অভিলাষ করি। পদ লভি পতি হৃদে, যদিও মগ্ন আমোদে, তথাপি ওরূপ নেত্রে হেরি ॥ ৪৪ ॥ পরিহরি পাতি ব্রাত্য, তপস্যা করিয়া নিত্য স্ব স্ব. পত্নী তুলসী সহিতে। যাহার ঈক্ষণ লব, বাঞ্ছয়ে দেবতা সব, সেহ বাঞ্ছে ও রজ পাইতে ॥ ৪৪ ॥ তার মনে এই ইষ্ট, তব ভৃত্য-ভোগোচ্ছিষ্ট, যদি পায় পদরজঃ কণ। সব সুখ উপেক্ষিয়ে, ব্রজমাঝে ভজে গিয়ে, তোমার যুগল শ্রীচরণ ॥ ৪৫ ॥ হেন তব শ্রীচরণ, কমলা বাঞ্ছিত ধন, বাঞ্ছা করি মোরা সেই মতে। হয়েছি তাহে প্রপন্ন, কৃষ্ণ হে ঘুচাও দৈন্য, ধন্য কর কৃপা দৃষ্টিপাতে ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে গোপীগণ, প্রকাটার্থে নিজ মন, বিজ্ঞাপন করে কৃষ্ণ প্রতি। নর্ম্মার্থেতে কহে আর, অভিপ্রায় শুনি যার, শ্রীকৃষ্ণেও করে মুগ্ধমতি ॥ ৪৮ ॥ যদি কহ হে সুজন, বাঞ্ছে যার কৃপেক্ষণ, সুরাসুর মানবাদি সবে। হেন লক্ষ্মী বৃন্দাসহ, আমার পদে আগ্রহ, করে ততোধিক কিসে হবে ॥ ২৮ ॥ তবে শুন কুঞ্জপতি, কমলা চপলা অতি, বৃন্দা ব্যভিচারিণী সহজে। জালন্ধর ভার্য্যা হয়ে, পতি সৌখ্য তেয়াগিয়ে, যেই সদা নারায়ণে ভজে ॥ ২৯ ॥ তাহারা তোমার পদে, ভজে যদি নিরাপদে, ইহাও না হয় অসম্ভব। আমরা তেমন নই, তোমারে স্বরূপ কই, তব পদে নাহি বাঞ্ছা লব ॥ ৩৯ ॥

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রি মূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ। ত্বৎ-সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ তীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যং ॥ ৩৮ ॥

অতএব কৃপাকরি, ওহে বৃজিন নিবারি, সুপ্রসন্ন হও গোপী-

পে। তোমার সুন্দর স্মিত, নিরীক্ষণ সন্দীপিত, তীব্র কামানল দহে মনে ॥ ৪৯ ॥ সেলাগি তব চরণ, সেবা করি আকিঞ্চন, তেজি গৃহ বসতী সকলে। তব পদাশ্রয়, লইতে হে দয়া- ময়, সমীপে এসেছি নিশি কালে ॥ ৫০ ॥ ওহে পুরুষ ভূষণ, করা নহে বিড়ম্বন, অনুগত অবলানিচয়ে। নিজ দাস্য করি দান, বাঁচাও গোপীর প্রাণ, আর জ্বালা না সহে হৃদয়ে ॥ ৫১ ॥ এই রূপে গোপীচয়, প্রকটার্থে কৃষ্ণে কয়, মর্ম্ম অর্থে কহিতেছে আর। কহি সেই বিবরণ, শুনহ ভক্তগণ, যাহে সুখ হইবে অপার ॥ ৫২ ॥ গোপী কহে ব্রজিনার্দ্দি, অতএব রুণাদ্র, হও সবে প্রসন্ন হৃদয়। করিয়ে অতি আগ্রহ, কেন কহিতেছ এহ, লইতে আপন পদাশ্রয় ॥ ৩১ ॥ তব উপাসনা আশে, তেজি নিজ গৃহ বাসে, মোরা তব চরণ সমীপে। করিয়াছি আগমন, মনে না ভাবো এমন, মদনমোহন হেন রূপে ॥ ৩২ ॥ তোমার সুন্দর স্মিত, নিরীক্ষণ সমুদিত, তীব্রকাম তপ্তা যারা হয়। সে সবারে নিজ দাস্য, দেহ শশধর আস্য, আমাদের নাহি সে আশয় ॥ ৩৩ ॥ জানি পুরুষ ভূষণ, পুরুষভূপ্রপীড়ন, প্রয়ো- জন কেবল তোমার। সেই মোরবারে কও, আমার আশ্রয় লও, কেন তব হেন ব্যবহার ॥ ৩৪ ॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডল শ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাব- লোকং। দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈক- রমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

যদি কহ নটবর, ওহে গোপিনী নিকর, ক্রয় ক্রীতা নাহি হও সবে। ভৃতিদান নাহি করি, তবে কিসে হে সুন্দরী, সকলে আমার দাসী হবে ॥ ৫৩ ॥ তবে শুন বিবরণ, রসিক শিরো রতন, স্বমাধুর্য্য ধনে মোসবারে। আপনি করেছ ক্রয়, এখন হে দয়াময়, বল উপেখিবে কি প্রকারে ॥ ৫৪ ॥ একে তব মুখ

শশী, মানস তিমির নাশী, কোটি শশী জিনি যার ছটা। তাঁহাতে অলকাচয়, হেরি মনে জ্ঞান হয়, চন্দ্রে যেন চকোরের ঘটা॥৫৫ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, সুপরিবেশ মণ্ডলে, পরিবৃত যেন শশধর। তাহে মৃদু গণ্ডস্থল, কান্তি জ্যোৎস্না ঝলমল, সুধাসার সিক্ত শ্রীঅধর ॥ ৫৬॥ স্মিতযুক্ত নিরীক্ষণ, হেরি মোহে ত্রিভুবন, তাহে পুনঃ ভুজদণ্ড দ্বয়। প্রপন্নে অভয় দিতে, প্রকাশয়ে পৃথিবীতে, কিবা বক্ষঃস্থল শোভাময় ॥ ৫৭ ॥ শ্রীবৎসেতে সুলাঞ্ছিত, কামিনী-চিত্তবাঞ্ছিত, হেরি, নিজে ক্রীত অনুমানি। হইতে তোমার দাসী, সদা মনে অভিলাষি, কৃপানেত্রে হের হে আপনি ॥ ৫৮ ॥ গোপীনয়ন খঞ্জন, বলে করিতে বন্ধন, খঞ্জন বন্ধন তব রূপ। বিলোল অলকা তায়, পাশ তুল্য মনে ভায়, কুণ্ডল কুণ্ডলিকা-স্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ তাহাতে গণ্ডমণ্ডল, সে বন্ধনিধান স্থল, লোভ্যাহার প্রায়, শ্রীঅধর। হসিত অবলোকন, মানি পালিত খঞ্জন, বিশ্বাস কারণ সুনির্ভর ॥ ৬০ ॥ কিবা সে দত্ত অভয়, তব ভুজদণ্ড দ্বয়, নব কিশলয় করাঙ্গুলি। পরিসর বক্ষদেশ, সুখ প্রচার প্রদেশ, যাহে পক্ষী পড়ে ভ্রমে ভুলি॥ ৬১ হেরি সে খঞ্জন বন্ধ, লোভে মোহে হয়ে অন্ধ, আমাদের নয়ন খঞ্জন। পতিত হয়ে তাহাতে, বান্ধা গেছে অচিরাতে, পুনরপি না পায় মোচন ॥ ৬২ ॥ এইরূপ গোপিকার, প্রকটার্থে সুপ্রচার, নিষেধার্থ শুনহ এখন। সবে কহে হেমাধব, যদি কহ তোরাসব, স্বভাবতঃ যদ্যপি এমন ॥ ৩৫ ॥ তবে পুনঃ২ মোরে, হেরিতেছ ফিরে২, কেন তাহা বলহ সকলে। শুন তার বিবরণ, তব রূপ নিরীক্ষণ, করি মোরা যে জন্যে একালে ॥ ৩৬ লম্পটের শিরোমণি, আমরা তোমারে গণি, হেরি তব নটবর বেশ। মনেতে পেতেছি ভয়, যে দেখি তব আসয়, পাছে ধর্ম্ম নাশো পরিশেষ ॥ ৩৭ ॥ মুখে অলকা আবৃত, কুণ্ডলে গণ্ড

মণ্ডিত, অধরে মধুর স্মিত তায়। হসিত অবলোকন, পুনঃ করি নিরীক্ষণ, লম্পট লক্ষণ সমুদায় ॥ ৩৮ ॥ তাহে তব নিজ জনে, অভয় দান বিধানে, দেখিয়াছি ভুজের বিক্রম। যাহা মনেতে স্মরিয়ে, ভয়েতে কাঁপয়ে হিয়ে, হয় মোসবার বুদ্ধিভ্রম ॥ ৩৯ ॥ যে দেখি তোমার রীত, পাছে কর বিপরীত, অবলা পাইয়া নিজবলে। তার সাক্ষী তব বক্ষে, হেরিতেছি নিজচক্ষে, লক্ষীরে ধরেছো শোভাছলে ॥ ৪০ ॥ মোরা হীনবলা হই, কমলার সমা নই, তবে তব কি করিতে পারি। অতএব দয়া করি, ক্ষমা দাও নরহরি, দাসী হই আমরা তোমারি ॥ ৪১ ॥

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসংমোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোব্রজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥

যদি বল ওহে হরি, হয়ে সবে কুলনারী, বাঞ্ছা কর আমার সেবন। এ নাহি উচিত হয়, যাশে যাহে ধর্ম্মচয়, হাসে শুনি পতিব্রতাগণ ॥ ৬৩ ॥ তবে শুন গুণমণি, ত্রিলোকে কোন্ রমণী, তব কল-পদ বেণুরবে। মুগ্ধ হয়ে হৃদি মাঝে, আর্য্যপথ নাহি ত্যজে, হেন নাহি দেখি মোরা সবে ॥ ৬৪ ॥ তাহে ও রূপ-লাবণ্য, নিরখিয়ে কেবা অন্য, মোহিত না হয় স্থিরচর। ত্রিলোকিসৌভাগ্য-সার, সুমাধুর্য্য চমৎকার, লোকাতীত বৈদগ্ধি আকর ॥ ৬৬ ॥ অতএব বনমালি, ছাড় নিজ চতুরালি, করুণা করিয়া মোসবারে। দিয়ে নিজদাস্য দান, গোপিকার রাখো মান, নহে প্রাণ না রহে শরীরে ॥ ৬৭ ॥ এরূপে গোপিকাততি, প্রকটার্থে কৃষ্ণপ্রতি, নিজ-বাঞ্ছা করে নিবেদন। নর্ম্মার্থেতে নিষেধয়, যাহা শুনি রসময়, কৃষ্ণ হন বিস্ময়ে মগন ॥ ৬৮ ॥ যদি কহ ও লম্পট, গোপীহে তেজ কপট, কেন মিছা করিছ চাতুরি। মম রূপ দরশনে, যদি ক্ষুব্ধা নহ মনে, তবে কেন

সুচঞ্চল হেরি ॥ ৪২ ॥ তবে শুন বিবরণ, বলি তাহার কারণ, স্বকুল-ভূষণ যে রমণী। স্বধর্ম্মে যে করে ভয়, সে কি তবান্তিকে রয়, ওহে নটবর-শিরোমণি ॥ ৪৩ ॥ কি শিখেছ বেণুগীত, মোহন মন্ত্র মিশ্রিত, তাহে কলপদ গান করি। হরিতে পারহ মন, মুগ্ধ কর ত্রিভুবন, মোরা তাহে হই কুলনারী ॥ ৪৪ ॥ ত্রৈলোক্য সৌভাগ্যোদয়, সবে তব রূপ কয়, যাহাতে গোমৃগদ্রুমগণ। হেরি হয় মুগ্ধপ্রায়, পুলক ধরয়ে কায়, দেখি শুনি হই ভীত মন ॥ ৪৫ ॥ সুন্দর স্বরূপবান, এইরূপ খ্যাতিমান, হও তুমি এ ব্রজ মণ্ডলে। মোরাও সুন্দরী হই, তোমার নিকটে রই, কেমনে কাননে নিশিকালে ॥ ৪৬ ॥ সুন্দর পুরুষকাছে, সুন্দরীগণেরে পাছে, কেহ যদি করে নিরীক্ষণ। কলঙ্কে ভাসিবে কুল, তাহে হাসিবে দুকুল, এই মনে ভয় সর্ব্বক্ষণ ॥ ৪৭ ॥ অতএব তব ঠাঁই, তেজিয়া যাইতে চাই, এমতে চঞ্চল মোরা সবে। নতুবা তোমার অঙ্গ, শোভা, হেরিলে ত্রিভঙ্গ, ক্ষুব্ধ না হয়েছে মন এবে ॥ ৪৮ ॥

> ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোভিজাতোদেবোযথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা। তন্নোনিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং ॥ ৪১ ॥

যদি বল ওহে কৃষ্ণ, অন্যেতে নহি সতৃষ্ণ, গুণে হই নারায়ণ সম। ব্রজের করিতে হিত, আমার আছয়ে প্রীত, করা নহে তাহা ব্যতিক্রম ॥ ৬৯ ॥ তবে শুন রসরাজ, সত্য তব সেই কায, যদি ব্রজপীড়া বিনাশন। তবে কেন গোপীগণে, পীড়া দাও অকারণে, স্বপ্রতিজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন ॥ ৭০ ॥ মোরা তব রূপ বেশ, হেরি, যে পেতেছি ক্লেশ, সমুদ্ভূত মন্মথ অনলে। যাহা নহে সমাধান, বিনা তব কৃপাধান, মরি প্রাণ যায় এক কালে ॥ ৭১
চির দিন এই ব্রত, তোমাতে আছে আহিত, ব্রজজনে করিতে

রক্ষণ। তাহা করা বিপরীত, এখন নহে উচিত, যাহে হয় ব্রত উপেক্ষণ॥ ৭২॥ দেখ দেব নারায়ণ, করিতে সুররক্ষণ, সর্ব্বদা হয়েন সুতৎপর। তার সমগুণ হয়ে, সে স্বভাব উপেক্ষিয়ে, কেন হও কঠিন অন্তর॥ ৭৩॥ অতএব গুণমণি, আপন কমল পাণি, দেহ মোসবার তপ্ত স্তনে। ওহে আর্ত্তজন-বন্ধু, বৈদগ্ধি বিলাস-সিন্ধু, বাঁচাও আপন দাসীগণে॥ ৭৪॥ শিরে দেহ পদ্মকর, নিবার এ দুঃখভর, করুণা করিয়া বনমালি। রাখহ গোপীজীবন, কহিছে শ্রীনারায়ণ, প্রভু আর ছাড় চতুরালি॥৭৫ এই রূপে গোপীগণ, কহি প্রকট ঘটন, নর্ম্মোক্তিতে কহিতেছে আর। কৃষ্ণ যেন বলাৎকারে, চাহে সবে ধরিবারে, মনে করি এ আশঙ্কা সার॥ ৪২॥ ওহে মন্মথ তপ্ত, কেন কর ধর্ম্ম লুপ্ত, ব্রজনারীগণের এখন। বিনাশিতে ব্রজভয়, ব্রজে তোমার উদয়, কহে ইহা গর্গ তপোধন॥ ৪৩॥ যেন আদি নারায়ণ, করেন সুররক্ষণ, তৈনগুণগণ তব হয়। ব্রজভয় রক্ষা ব্রত, তোমার আছে বিখ্যাত, তাহে এ কর্ম্মণ যোগ্য নয়॥ ৪৪॥ মোরা ধর্ম্ম ভয়ে ভীতা, বনে সহায় রহিতা, তাহে তব লয়েছি শরণ। ওহে আর্ত্তজনগতি, এলাগি করি বিনতি, নাহি কর হেন অকরণ॥ ৪৫॥ তোমার যেরূপ ব্রত, তাহে না হয় উচিত, গৃহদাসীগণেরও মস্তকে। করিতে হস্ত অর্পণ, কি কবো স্তনস্পর্শন, করণ যে নিষিদ্ধ তোমাকে॥ ৪৬॥ তাহে মোরা কুলরমা, তোমাতে নহি সকামা, কুলধর্ম্ম নাশে সদা ডরি। অতএব বারে২, নিবেদি তব গোচরে, পরশ না কর কুলনারী॥৪৭ এ অতি দারুণ কর্ম্ম, যাহাতে বিনাশে ধর্ম্ম, নর্ম্ম নাহি কহিয়ে তোমারে। এ শ্রীনারায়ণ কয়, দেখ হে বিশদাসয়, গোপীকে কি পারো জিনিবারে॥ ৪৮॥

অথ রাসলীলারম্ভ।

শ্রীশুকউবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোপ্যরীরমৎ॥ ৪২॥

এই রূপে গোপিকার, দৈন্য নর্ম্ম বাণী। শুনিয়া ঈষদ্ হাঁসি রসিকের মণি॥ সদয় হইয়া তবে তাসবার প্রতি। গোপীতে হইলা রত অখিলের পতি॥ কি কব গোপীর প্রেম কিবা গুণ ধরে। অসীম মহিমা যার ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ পরিপূর্ণ আত্মারাম যদিও শ্রীহরি। তথাপি গোপীর প্রেমে মুগ্ধ নরহরি॥ যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব-শক্তিমান। যাহে সমকালে সবেকরিলা সম্মান॥

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ। উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈনাঙ্কইবোড়ুভির্বৃতঃ॥ ৪৩॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনে, গোপীগণ সনে, শোভিত হইলা হরি। মুরলীর গীতে, কাননে নিশিতে, সবে আকর্ষণ করি॥ হয়ে আনন্দিত, তাসবা সহিত, মিলিত হইয়া তথি। সুবৈদগ্ধিময়, চেষ্টার আশ্রয়, নিজে হন গোপীপতি॥ প্রিয় নিরীক্ষণে, হরষিত মনে, উৎফুল্ল আননী হয়ে। যত গোপীগণ, স্মিত সুশোভন, অধরেতে প্রকাশয়ে॥ সে উদার হাস, রভসে প্রকাশ, জিনি দন্ত কুন্দপাঁতি। যাহার কিরণ, করয়ে বারণ, কৃষ্ণমন তম-ততি॥ সেই জ্যোৎস্নাজালে, শ্রীরাস মণ্ডলে, চ্যুতিহীন গুণাকর। সুশোভিত অতি, যেন নিশাপতি, তারাগণে মনোহর॥

উপগীয়মানউদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং। নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং। জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদ বায়ুনা॥ ৪৪॥

নরী শতযূথ, হইলা বেষ্টিত, সুরতপণ্ডিত হরি। কিবা চমৎকার, বৈজয়ন্তী হার, দোলে চারু বক্ষোপরি॥ মুরলীর তান মিসাইয়া গান, করান গোপিনীগণে। নিজেও বিশেষে, মজিয়া রভসে, গায়েন আনন্দ মনে॥ সে সকল বন, করিয়া মণ্ডন, ভ্রমেণ গোপিকা লয়ে। যাঁহার স্মরণে, ভক্তের নয়নে, পড়ে প্রমধারা বয়ে। যমুনা-পুলিনে, সই গোপীগণে, আইলা নাগর রাজ। অতি সুশীতল, যাহাতে কোমল, বালুকাচয় বিরাজ॥ কালিন্দী-জীবন, সঙ্গী, সমীরণ, ভ্রমে যথা হর্ষ মনে। কুমদ সৌরভে, মুগ্ধ করে সবে, রমণীয় সেই বনে॥

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ ক্ষেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ৪৫॥

বাহু প্রসারণ, স্থ পরিরম্ভন, করালক উরুদেশ। তথা নীবীস্তন, মদনমোহন, স্পর্শিছেন সবিশেষ॥ নর্ম্ম নখাঘাত, ক্ষেলিত দৃক্‌পাত, হসিত অবলোকনে। গোপীর মদন, করি উদ্দীপন রত হন সবা-সনে॥ একে ব্রজনারী, সহজে সুন্দরী, তাহে কৃষ্ণতনু সঙ্গ। হেরি সে সৌন্দর্য্য, পুলকে অধৈর্য্য, এ শ্রীনারায়ণঅঙ্গ॥ ১॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানামহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোভ্যধিকং ভুবি॥ ৪৬॥

এরূপে সম্ভোগ রস করিয়া বর্ণন। বিপ্রলম্ভ বর্ণিবারে কৈলা আরম্ভন॥ বিনা বিপ্রলম্ভ নহে শৃঙ্গার পুষ্টিতা। রসশাস্ত্রে খ্যাত আছে এইরূপ প্রথা॥ অতএব মহামুনি তাহাই কহিতে। অত্যাগ্রহ প্রকাশিলা আপনার চিতে॥ মুনি কহে এইরূপে যত গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে হৈলা সম্মান ভাজন॥ দিব্য অতি দিব্য আদি নায়ক হইতে। পরম নায়ক কৃষ্ণ বিখ্যাত শাস্ত্রেতে॥ অতএব মহাত্মা বলিয়া মুনিবর। তাঁহার শ্রেষ্ঠতা পুনঃ কর্ন মহত্তর॥ যেহেতুক স্বয়ং ভগবান্ হন হরি। তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পূর্ণ অবতারী॥ যাহার মাধুর্য্যে হরে যোগীন্দ্রের মন। যে সৌন্দর্য্য স্বপর্য্যন্ত করে বিস্মাপন॥ হেন কৃষ্ণ হৈতে মান পেয়ে গোপীচয়। পরস্পর হইলেন গর্ব্বিত হৃদয়॥ সবে মনে মানে আমি বড় ভাগ্যবতী। আমার প্রেমেতে বশ হইলা শ্রীপতি॥ এত ভাবি মান গর্ব্বে গর্ব্বিতা সকলে। মানে আমাসম নাহি এ মহীমণ্ডলে॥

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৭॥

প্রেমের কুটিল গতি সহজেতে হয়। এলাগিয়া যাতে তাতে মান উপজয়॥ তাহাদের মান আর গর্ব্বিত আচার। অনুনয়াদিতে কৃষ্ণ মানি অনিবার॥ বিশেষতঃ রাধাপ্রতি প্রেমের গাঢ়তা। দেখাইতে অন্তর্ধান হইলেন তথা॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং প্রথমাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে গোপীগণের বিরহ।

কৃষ্ণবিশ্লেষদুঃখার্ত্তা বিচিন্বন্তীর্বনাদ্বনং। তং তৎপ্রিয়াসমং গোপীঃ সম্বদন্তীঃ সদা ভজে॥ ৪৮॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসরাজ। জয় গোপীশ্রেষ্ঠ জয় গোপিকা সমাজ॥ সকল বৈষ্ণবগণে মোর নমস্কার। কৃষ্ণলীলা স্ফুরে কৃপা লবে যে সবার॥ এবে শুন শ্রোতাগণ হয়ে এক মন। তাঁর পরে যে করিলা সব গোপীগণ॥

শ্রীশুকউবাচ। অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্যইব যূথপং॥ ১॥

কৃষ্ণ অন্তর্ধান মুনি করিয়া বর্ণন। নিজেও হইলা শোক সাগরে মগন॥ এলাগি স্ফুরয়ে তাঁর অব্যক্ত ভারতী। সেই শুক নামে তাঁর হেথায় বিখ্যাতি॥ কৃষ্ণ অন্তর্ধান দেখি গোপিকামণ্ডল। তর্কিতে না পারি হৈল বিরহে বিহ্বল॥ ইতস্তত করি সবে নয়ন প্রচার। যবে দরশন নাহি পাইলু তাঁহার॥ তবে অনুতাপ সবে করয়ে গোপিনী। যূথপতি লাগি যেন যতেক করিণী॥

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ। আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তাবিচেষ্টাজগৃহস্তদাত্মিকাঃ॥ ২॥

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য গতি অতি মনোহর। অনুরাগ স্মিতযুক্ত স্ফীত শ্রীঅধর॥ সবিলাস নিরীক্ষিত যাঁহার নয়ন। সরস আলাপ যাহে হরে নারীমন॥ আর তাঁর মনোহর বিহার বিভ্রমে। হেরিয়ে আক্ষিপ্তচিত্তা হয় ক্রমে২॥ সহজে প্রমদযুক্তা হয় নারীগণ। তাহে কৃষ্ণ প্রেমমদে অধিক মগন॥ সে

সবারে পরিহরি রমারে লইয়ে। রমাপতি গেল তাহে দুঃখে দহে হিয়ে॥ অতএব তাঁর চেষ্টা করিয়া স্মরণ। তাহাতেই আত্মা মন করি সমর্পণ॥ শ্রীকৃষ্ণের গতি স্মিত আদি চেষ্টা চয়। তদনুকরণ করে গোপিকানিচয়॥

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥৩

উক্তরূপ গতি স্মিত প্রেক্ষণাদি কর্ম্ম। মধুর ভাষণ যাহে প্রকাশয়ে নর্ম্ম। সে সবে আবিষ্টমূর্ত্তি হয়ে গোপীগণ। কৃষ্ণ প্রিয়া করে কৃষ্ণলীলানুকরণ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিহারেতে বিভ্রান্ত হৃদয়। তদ্গত হয়েছে বুদ্ধি আত্মা সমুদয়॥ তবে পরস্পর কহে ওহে গোপীগণ। আমি হই কৃষ্ণ তোরা কান্দো কি কারণ॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছু রাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্প-
তীন্॥ ৪॥

এইরূপ লীলাবেশে থাকি কিছু ক্ষণ। হৈল সবাকার প্রেম উন্মাদ ঘটন॥ তবে সবে শোকাবেশে দুঃখ উগারিয়া। কৃষ্ণগুণ গান করে একত্রে মিলিয়া॥ স্বভাবেতে গান প্রিয় হয়েন শ্রীহরি। ইহা শুনি আসিবেন মনেতে বিচারি॥ মধ্যে২ বনে২ করে অন্বেষণ। স্থানাস্থান নাহি সবে জিজ্ঞাসে সঘন॥ বৃন্দাবন-লতা তরুপ্রভৃতি সকলে। জিজ্ঞাসয়ে প্রেমোন্মাদ প্রভাবের বলে॥ অন্তরে বাহিরে স্ফুরে তাদের শ্রীহরি। এলাগি সর্ব্বত্র সুধাইছে ব্রজনারী। অরণ্য রোদন ইহা নহে গোপিকার। যেহেতু সর্ব্বত্র স্থিতি আছয়ে তাঁহার॥ অন্তর্যামি পুরুষ হয়েন ভগবান্। আকাশের ন্যায় বিভু সর্ব্বশক্তিমান॥ সকল ভূতের বাহ্য অন্তরেতে স্থিতি। সতত আছয়ে যার-

নাহিক ব্যাহতি॥ প্রেমময় নেত্র হয় সব গোপিকার। যে দি-গে তাকায় দেখে মুরতি তাঁহার॥ কিন্তু বিপ্রলম্ভ হেতু নহে সংঘটন। অদ্ভুত এই মহা প্রেমের লক্ষণ॥

দৃষ্টোবঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নোমনঃ।
নন্দসূনুর্গতোহৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ৫॥

গোপী কহে হে অশ্বত্থ প্লক্ষ বট তরু। দেখেছ এ পথে কেহ লম্পটের গুরু॥ নন্দসূনু নিজ প্রেম হাঁস্যাবলোকনে। মোস-বার মন হরি গেল কোন স্থানে॥ জানো যদি বল সবে ওহে তরুগণ। তবে সেই স্থানে মোরা করি অন্বেষণ॥

কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজোমানিনীনাং গতোদর্পহরস্মিতঃ॥ ৬॥

তারা যদি কিছু সমুত্তর নাহি দিল। তবে অন্য তরুকাছে গোপিকা চলিল॥ মনে ভাবে অশ্বত্থাদি হয় মহত্তর। ক্ষুদ্র দেখি মোসবারে না দিল উত্তর॥ এলাগি তাহাতে তেজি অ-ধিক প্রয়াস। জিজ্ঞাসা করয়ে অন্য বিটপির পাশ॥ ওহে কুরুবকাশোক হে নাগ পুন্নাগ। হে চম্পক হও সকলেতে মহা ভাগ॥ অতএব তোমাসবে করি জিজ্ঞাসন। রামানুজ এপথে কি করেছে গমন॥ সেহ করিয়াছে গোপিকার মন চুরি। এলাগি সে চোরে মোরা অন্বেষণ করি॥ যদি কহ সবে হও মানগর্ব্ববতী। তবে কি রূপেতে সেহ হরিয়াছে মতি॥ তাহা বলি শুন সেহ স্বকপট হাসে। পটু মানিনীর মান গর্ব্বের বিনাশে॥ অতএব মনচোরা সে তস্কর রাজ। কোন পথে গেছে কহ বিটপি সমাজ॥ প্রেমঈর্ষাবশে গোপী কৃষ্ণ এই নাম। না কহিয়া অন্য নামে পুছে অবিশ্রাম॥ শ্লেষ পক্ষে বলদেব হন হলধর। তাঁহার অনুজ কৃষ্ণ গোঙার প্রবর॥

মানিনীর মান যেহ না জানে ভাঙ্গিতে। এলাগি গোঙার কহে তাঁহারে ইঙ্গিতে॥

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্‌ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ ৭॥

কুরুবক আদি কিছু না কহিল যবে। গোপীগণ নিজ মনে চিন্তিলেন তবে॥ ইহারা সকলে হয় শ্রীকৃষ্ণসেবক। কুরুবকাশোক নাগ পুন্নাগ চম্পক॥ মোদিগে মানিনী দেখি এই তরুগণ। অসূয়াতে কিছু নাহি কহিল বচন॥ এত ভাবি সে সবে উপেখি গোপী যায়। নিজসখী মানি বৃন্দাদেবীরে সুধায়॥ হেদেহে তুলসি তুমি পরম কল্যাণি। গোবিন্দ-চরণ প্রিয়া বলি তোঁহে জানি॥ যে চরণরজ লক্ষ্মী দেবী নাহি পায়। সে চরণে রাখে কৃষ্ণ প্রণয়ে তোমায়॥ তোমাসম ভাগ্যবতী কেবা আছে আর। কাহার সহিত দিব তুলনা তোমার। যেহেতু কৃষ্ণের তুমি অত্যন্ত প্রেয়সী। অতএব তোঁহে কণ্ঠে রহে দিবা নিশি॥ যদ্যপিও তুমি অলিকুলেতে সঙ্গতা। তথাপি তোমারে স্নেহ ধরয়ে সর্ব্বথা॥ এজন্য তোমার সঙ্গ চ্যুতি নহে যার। সে অচ্যুত কোথা বল আছয়ে তোমার॥ অবশ্য দেখেছ তুমি তাহারে নয়নে। কহ সেই কৃষ্ণ এবে আছে কোন স্থানে।

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ৮॥

যখন উত্তর নাহি করিল তুলসী। সে স্থান উপেখি চলে তেক ষোড়শী॥ ভাবে আমাদিবে জানি আপন সতিনী না কহে তুলসী কিছু সমুত্তর বাণী॥ এলাগি মালতী ত নিকটে যাইয়া। জিজ্ঞাসা করয়ে গোপী, সবে সম্বোধি-

হেদে হে মালতি জাতি যূথিকা মল্লিকা। তোমা সবে হও পুষ্পমধ্যে শোভাধিকা॥ অতএব কৃষ্ণ তোমসবা পরশিয়া। অবশ্যই গিয়াছেন প্রীতি জন্মাইয়া॥ অভিপ্রায় মা শব্দেতে কহি শ্রীরাধারে। তাঁর ধব হেতু কৃষ্ণ তুষিতে তাঁহারে॥ করিয়াছে তোমাঁদের কুসুম চয়ন। শ্লেষে এইরূপ অর্থ হয় সুঘটন॥ যদ্যপি গোপীর নাহি সে অনুসন্ধান। তথাপি শব্দার্থে স্বতঃ হয় তাহা ভান॥ অতএব তোমাসবে দেখেছো মাধবে। কোন পথে গেছে কৃষ্ণ কহ আমাসবে।

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ। যেহন্যে পরার্থভবিকাযমুনোপকুলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ৯॥

মালতীপ্রভৃতি স্থানে উত্তর না পেয়ে। গোপীগণ চলিলেন সে স্থানে ছাড়িয়ে॥ ভাবেন ইঁহারা সবে কৃষ্ণপ্রিয়া হয়। এহেতু সম্ভাষা নাহি করে এ সময়॥ এত চিন্তি কহে চূত আদি বৃক্ষগণে। পরউপকারী বলি যাহাদিগে জানে॥ ওহে চূত প্রিয়াল পনস হে আসন। কোবিদার জম্বু অর্ক বিল্লতরুগণ॥ বকুল কদম্ব আম্র ওহে নীপশাখি। তোমরা দেখেছো এপথে কি পদ্মআঁখি॥ জানো যদি কৃষ্ণধন গেছে কোন পথে। কহ সবে কৃপাকরি মোদের সাক্ষাতে॥ ইহা নাহি সকলেতে করহ চিন্তন। তোমাসবে কহিয়া কি আছে প্রয়োজন॥ পরউপকারী হও তোমরা সকলে। বিশেষতঃ আছ যমুনার উপকূলে॥ ...খ যমদণ্ড আদি পরদুঃখ হেরি। যমুনা আইলা ভূমে নদী ...ধরী॥ জীবের নাশিতে যমদণ্ড মহাভয়। পরউপকার ... প্রয়োজন হয়॥ তোমরাও ফল পুষ্প ছায়া করি দান। ...উপকার সদা করহ বিধান॥ অহে কর যমুনার কূলেতে

বসতি। আমাসবে কঠিনতা নহে যোগ্য অতি ॥ অতএব কহি কৃষ্ণ পথের উদ্দেশ। বিনাশহ দুরন্ত বিরহ মহাক্লেশ।

কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপোবত কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি অপ্যাঙ্ঘ্রি সম্ভবউরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভনেন ॥ ১০ ॥

যথারাগ। এরূপে গোপিকা, কাতরা অধিকা, কৃষ্ণপথ অন্বেষণ। করিতে২, দেখে আচম্বিতে, অবনীর শোভাগণ। কহে বসুমতি ওহে পুণ্যবতি, কি তপ করিলে কোথা। যাহে কৃষ্ণপদ, পরশ সম্পদ, সুখে, হও পুলকিতা॥ অঙ্কুর সমূহ, তব তনুরুহ, স্ফুরিত হয়েছে সব। হেরি মনে হয়, কৃষ্ণপদদ্বয়, স্পর্শহেতু এ বৈভব॥ বলহে ধরণি, তব মুখে শুনি, আমরা যত গোপিনী। কৃষ্ণপদস্পর্শ, সুখসম হর্ষ, পেয়েছ কি কভু ধনি॥ উরুক্রম হয়ে, তোমার হৃদয়ে, পদ দিলা নারায়ণ। তাহে সুখোদ্গম, তব ইহা সম, হয়েছিল কি ঘটন॥ কিম্বা তোমাসহ, পূর্ব্বে শ্রীবরাহ, বিহরিলা আমোদেতে। তাহে সবিশেষ, হেন সুখ লেশ, পাইলা কি কভু চিতে॥ কৃষ্ণ গুণালয়, সর্ব্ব রসাশ্রয়, সুনাগর শিরোমণি। তাঁহার পরশ, অন্যসব রস, বিরস করয়ে জানি॥ আমরা সে অঙ্গ, নব সুখ সঙ্গ, পেয়ে পুনঃ হারাইয়ে। ফিরি বনে বন, তাঁর অন্বেষণ, করিতেছি দুঃখি হয়ে॥ তুমি জানো ধনি, সে পুরুষমণি, যেখানে করে গমন। কহি সে উদ্দেশ, নিবারহ ক্লেশ, বাঁচাও অবলাগণ॥

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ ॥

এ ভাবে ভাবিতা, আভীর বনিতা, তদুত্তর নাহি পেয়ে।

রহে বিমনা, যত ব্রজাঙ্গনা, অন্য দিগে যায় ধেয়ে॥ মনেং করে, ধরা মোসবারে. না করিল সমুত্তর। জানি বসুমতী, কৃষ্ণপ্রেম বতী, পেয়ে কৃষ্ণে হৃদিপর॥ হয়ে গরবিণী, জানিয়া সতিনী, এহ নাহি কহে কথা। এত চিন্তা করি, যত গোপনারী, ভ্রমি-তেছে যথা তথা॥ সম্মুখে হরিণী, পতি বিরহিনী, হেরি আভী-রিণীগণ। "প্রেম উনমাদে, মনের বিষাদে, তাঁহারে কহে বচন॥ মনেং ভান, মোদের সমান, হয় এহ বিরহিণী। বিচ্ছেদ বেদন, জানে এই জন," কহিলে কহিবে বাণী॥ ও মৃগগৃহিণি, যতেক গোপিনী, মোরা. করি নিবেদন। তুমি কি নয়নে, গো-পিকাজীবনে, করিয়াছ দরশন॥ অচ্যুত মাধুর্য্য, সে নাগর বর্য্য, নিজ কার্য্য সাধিবারে। প্রিয়ার সহিতে, গেছে এই পথে, দেখেছ কি তুমি তারে॥ নিজাঙ্গলাবন্য, করিয়া বদান্য, দিয়াছেব নেত্রে সুখ। ভ্রমে এই বনে, এ গোপিনীগণে, এবে হয়ে সুবৈমুখ॥ কান্তাকুচহিত, কুঙ্কুমরঞ্জিত, আছে কুন্দমালা তার। যাহার সৌরভে, সুবাসিত সবে, হইয়াছে একান্তার॥ ওহে প্রাণ সখি, গোপী দুঃখে দুঃখি, হও তুমি এক ক্ষণ। গোপী-কুলপতি, কোথায় বসতি, করে কহ সে কথন॥

বাহুং প্রিয়াংসউপধায় গৃহীতপদ্মোরামানুজস্তুলসিকালি-কুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ। অন্বীয়মানইহবস্তরবঃ প্রণামং কিম্বাভিন-ন্দতি চরণ্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১২॥

যখন হরিণী, না কহিল বাণী, তখন রমণীচয়। তারে উপে খিয়ে, চলিল ধাইয়ে, বিরহে ব্যাকুলাসয়॥ ভাবে মনেং, বি-চ্ছেদ বেদনে, হরিণীর নাহি জ্ঞান। এহেতু সকলে, কিছু নাহি বলে, তবে যাই অন্য স্থান॥ এরূপ ভাবিতে, ভ্রমিতে,২ হে-রিতেছে স্বনয়নে। পুষ্পী ফলে নত, তরুগণ যত, রহিয়াছে

সে কাননে॥ মনে অনুমানে, এই তরু গণে, দেখিতেছি সাধু প্রায়। মোদিগে দেখিয়া, সম্মান করিয়া, প্রণতি বুঝি জানায়॥ এহেতু এ সবে, জিজ্ঞাসিলে কবে, অবশ্য কৃষ্ণ উদ্দেশ। এত বিবেচন, করি গোপীগণ, কহে সবে সবিশেষ॥ ওহে তরুগণ, যত গোপীগণ, জিজ্ঞাসে হে তোমা সবে। কৃষ্ণের সন্দেশ, তোমারা বিশেষ, আমাদিগে কহ এবে॥ সে রাম-অনুজ, রাখি বামভুজ, প্রেয়সীর অংস মূলে। দক্ষ কর তলে, লীলা-শত দলে, ঘুরায়েং চলে॥ বন মালা পরি, তুলসী মুঞ্জরী, সৌরভে ভ্রমরা গণ। হইয়ে মদান্ধ, পীতে মকরন্দ, তাহে করে সঞ্চরণ॥ সে ভয়েতে ভীতা, চিত্তে চমকিতা, হেরি প্রণয়িনী-জনে। লীলা শত দলে, ভ্রমর সকলে, নিবারয়ে সযতনে॥ তবু অলিগণ, নহে নিবারণ, কৃষ্ণ সঙ্গেং চলে। করি অনুমান সে রসনিধান দেখেছ তোমাসকলে॥ তোমরা এইমত, কৃষ্ণে অবনত, হইয়াছ স্বভাবেতে। সে আদরে ভুলি, বুঝি বনমালী, আছে তোমানিকটেতে॥ কিম্বা তোমাসবে, হেরি প্রেম ভাবে, হরি গেছে স্থানান্তর। কহ তরুগণ, তাঁর বিবরণ, হইয়া শুরলাম্বর॥ এরূপে সকল, গোপিকা মণ্ডল, বিরহ উন্মাদ বশে। পুছে তরুগণে, এশ্রীনারায়ণে, ভাষিতেছে ভাষা রসে॥

পৃচ্ছতেমা লতাবাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ ১৩॥

সেই তরুগণ যদি না দিল উত্তর। তাহা উপেক্ষিয়া গোপী চলে স্থানান্তর॥ মনেং চিন্তে এরা কৃষ্ণভক্ত হয়। তাঁর আজ্ঞা বিনা কিছু কহিতে না রয়॥ অতএব লতাগণ হয় নারী জাতি। তাসবে জিজ্ঞাসা করা সমুচিত অতি॥ নারী জন জানে যেন নারীর বেদন। অন্যে তেন জানিতে না পারে কদাচন॥ এত বলি

সবে পথে চলিতে২। লতা দেখি পরস্পর লাগিলা কহিতে॥ হের দেখ, সখি এই লতিকা সংহতি। মুঞ্জরী পুষ্পেতে সুশোভিতা হয় অতি॥ অনুমানি কৃষ্ণকর কমল নখর। পরশে পুলক ধরে লতাকলেবর॥ কেহ বলে তাহা না সম্ভবে কদাচন॥ যেহেতু করেছে পতি বাহু আলম্বন॥ বৃক্ষগণ হয় লতা সমূহের পতি। তাহার পরশে পুলকিত অঙ্গ অতি॥ অন্য কহে সখি তোর ব্যর্থ এই বাণী। পতির পরশে এত পুলক না মানি॥ অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ সবে করিলা স্পর্শন। নহে কেন পুলকিত ইহারা এমন॥ অতএব জিজ্ঞাসা করহ লতাগণে। কোন পথে কৃষ্ণধন করিল গমনে॥

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলাভগবতস্তাস্তাহ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১৪॥

এইরূপে গোপীগণ উন্মত্ত বচনে। কৃষ্ণের সন্দেশ পুছে তরুলতাগণে॥ যে সবার নাহি বুদ্ধি বাক্যের উদয়। তাদিগে জিজ্ঞাসা করা প্রেমোন্মাদ হয়॥ সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক হয়েন যে হরি॥ তাঁর অন্বেষণেতে কাতরা ব্রজনারী॥ অতএব তাহে বুদ্ধি করি সমর্পণ। করিতে লাগিলা কৃষ্ণ-লীলানুকরণ॥ এহ নহে গোপিকার স্বচ্ছন্দ রচিত। প্রেমে পরবশ যাহে গোপিকার চিত॥

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনং।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীং॥ ১৫॥

কোন গোপনারী হয় পূতনা সমান। কেহ কৃষ্ণ হয়ে তার করে স্তন পান॥ কোন গোপী নিজে মানে শকট বলিয়া। শিশু কৃষ্ণাবেশে অন্যে ফেলয়ে ঠেলিয়া॥ কেবল ভাবনা মাত্রে গোপিকার গণ। এইরূপে করে কৃষ্ণ লীলানুকরণ॥

নতুবা তাদৃশ মুদ্রা না হয় আচার। যেহেতু তেমন বেশ না ছিল সবার॥ কৃষ্ণার্ভভাবনা বলি অতএব মুনি। এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করেন আপনি॥

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাং।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিঃস্বনৈঃ॥ ১৫॥

কোন গোপী নিজে দৈত্য অভিমান করি। শিশু কৃষ্ণ ভাবা গোপিকারে করে চুরি॥ কেহ কৃষ্ণবাল্যাবেশে করয়ে রিঙ্গন। চরণ চালায় যাতে কিঙ্কিনী নিঃস্বন॥

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বেতু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীং॥ ১৬॥

কোন গোপীদ্বয় কৃষ্ণ বলদেব হয়। অনুচর গোপবেশা অন গোপীচয়॥ কোন২ গোপী বৎস বকরূপ ধরে। কৃষ্ণবেশধর গোপী তাদিগে প্রহারে॥

আহূয় দূরগাযদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীং। বেণুং কণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ সংশন্তি সাধ্বিতি। কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নমু। কৃষ্ণোহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ॥ ১৭॥ ১৮॥

কৃষ্ণ যেন দূরদেশ-স্থিতা গাবীগণে। বেণুরবে ডাকি নিজ সমীপেতে আনে॥ সেইরূপে কোন গোপী নিজে কৃষ্ণ হয়ে। বেণুরব করি ক্রীড়া করে সুখী হিয়ে॥ অন্য২ গোপী তাহে করে সাধুবাদ। যাহে দূর হয় ভক্তহৃদয়বিষাদ॥ কোন গোপী কৃষ্ণাবেশে আপনার কর। অর্পণ করয়ে অন্য গোপিকাউপর॥ কৃষ্ণপ্রায় সুমধুর পদন্যাসে চলে। কৃষ্ণ আমি মম গতি দেখ সবে বলে॥ কিবা সুললিত ভাবে করিতেছি গতি। তন্মনা হইয়া গোপী কহে গোপীপ্রতি॥

মা ভৈষ্ট বর্ষবাতাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ। ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন যতত্যস্তু ন্নিদধেহম্বরং। আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নন্থ। দুষ্টাহে পশ্য জাতোহহং খলানাং নন্থ দণ্ডধৃক্॥ ১৯॥

কোন গোপী কৃষ্ণাবেশে কহিছে কাহারে। বর্ষবাতাদিতে ভয় না কর অন্তরে॥ এই আমি তোমাসবে করিহে রক্ষণ। এত কহি এক হস্তে তুলিলা বসন॥ এক গোপী কৃষ্ণ হয়ে চড়ে অন্যাশিরে। পদাক্রম করি তাহে কহে বারে২॥ দুষ্ট অহি তুমি যাও এস্থান হইতে। আমি খল দণ্ডধারী জন্মেছি মহীতে॥

তত্ত্রৈকোবাচ গোপালা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণং। চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বোবিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥ ২০॥

এক গোপী কৃষ্ণাবেশে কহিছে বচন। গোপসব দাবানল দেখহ উল্বণ॥ নয়ন মুদ্রিত কর তোমরা সকলে। করি আমি যাতে শুভ হয় অবহেলে॥

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উদূখলে। বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্ত্বিতি। ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনং॥ ২১॥

কোন ব্রজবধূ নিজ কণ্ঠমালা লয়ে। কৃষ্ণভাবাপন্না অন্যা গোপীরে বান্ধয়ে॥ ভাণ্ড ভাঙ্গি করে এই নবনীত চুরি। এ-লাগি ইহারে উদূখলে বন্ধি করি॥ এত বলি উদূখলরূপা গো-পীদেহে। বন্ধন করয়ে তারে প্রেমোন্মাদ মোহে॥ সেই গোপী কৃষ্ণাবেশে ভয়েতে বিহ্বল। পিধান করয়ে নিজ নয়ন যুগল॥ পূর্ব্বে যশোমতীভয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন। করিয়াছি-

লেন যেন ভীতিবিড়ম্বন॥ সেই লীলা অনুরূপ যতেক গোপিনী। করে আচরণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী॥

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্। ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥ ২২॥

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণ। প্রেমাবেশে করি কৃষ্ণলীলানুকরণ॥ কৃষ্ণঅন্বেষণ করি বনে২ ভ্রমে। বন্যলতা তরুচয়ে পুছে ক্রমে২॥ ভ্রমিতে২ দেখে বৃন্দাবন পথে। কৃষ্ণ পদচিহ্ন আছে অঙ্কিত ধূলাতে॥ পরম পুরুষ হন কৃষ্ণ সনাতন। যে পদ দর্শনে স্ফুরে তাহার লক্ষণ॥

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥ ২৩॥

তাহা নিরীক্ষণ করি গোপিকা মণ্ডল। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ প্রেমেতে বিহ্বল॥ অন্যে অন্যে কহিতেছে সব গোপীগণ। কৃষ্ণপদচিহ্ন এই কর দরশন। আমাদের কৃষ্ণ হন পুরুষ প্রধান। এহেতু সে পদে নানা চিহ্ন বিদ্যমান॥ দেখ সখি ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল। যব আদি বহু চিহ্ন শোভয়ে উজ্জ্বল॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোগ্রতোঽবলাঃ। বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্॥ ২৪॥

কৃষ্ণপদচিহ্ন তাহে নিশ্চয় জানিয়া। চিহ্ন অনুসারে গোপী চলিল ধাইয়া॥ যেদিগে শ্রীপদচিহ্ন পায় দরশন। সেই দিগে গোপীসব করয়ে গমন॥ যাইতে২ তারা দেখয়ে সাক্ষাতে। ব্রজবধূপদচিহ্ন মিশ্রিত তাহাতে॥ তাহে ঈর্ষাবশে গোপী অধিক তাপিতা। পরস্পর কহে হয়ে সকলে মিলিতা॥ রাধাপদচিহ্ন তাহা গোপিকা না জানে। এহেতু হইল

ঈর্ষা তাসবার মনে॥ অধিকন্তু নিজে তেন ভাগ্যহীনা জানি। হয়ে ছিলা গোপীগণ অধিক তাপিনী॥

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়ানন্দসূনুনা। অংসন্যস্তপ্র-কোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥ ২৫॥

কঁহে সখি দেখ কৃষ্ণপদচিহ্নপাশে। কার পদচিহ্ন এই জানহ বিশেষে॥ কৃষ্ণের কমল কর করি আলম্বন। কোন ভাগ্যবতী সঙ্গে করেছে গমন॥ যেন করী সঙ্গেং চলয়ে করি-ণী। হেন মতে কৃষ্ণসঙ্গে গেল কে না জানি॥

অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নোবিহায় গো বিন্দঃ প্রীতোযামানয়দ্রহঃ॥ ২৬॥

তবে তারা নানা মত করি বিবেচন। কৃষ্ণসঙ্গে গেল রাধা জানিল কারণ॥ তাহে তারা কহিতেছে সবে পরস্পর। রাধা-প্রেমাধীন কৃষ্ণ মানি অতঃপর॥ এবে জানিলাম মোরা রা-ধিকা সুন্দরী। বশীভূত কৈল কৃষ্ণে আরাধনা করি॥ যাহে আমাসবে তেজি গোকুলের মণি। প্রণয়েতে রাধা লয়ে গেল সে আপনি॥ কাননে নির্জ্জন পেয়ে তাহার সহিত। করে নানা রস কেলি যাতে তার প্রীত॥

ধন্যাঅহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যজরেণবঃ। যান্ ব্রহ্মেশোরমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥ ২৭॥

ওহে সখি বিবেচিয়া দেখ দেখি সবে। কৃষ্ণপাদপদ্মরজ ধন্য বুঝি ভাবে॥ ব্রহ্মা শিব যাহা শিরে করয়ে ধারণ। নিজ অপরাধচয় করিতে মার্জ্জন॥ রাধিকাও সেই ধূলি মস্তকে ধরি-ল। যাহে কৃষ্ণ তার অপরাধ ক্ষমাপিল॥ আমরাও সেই ধূলি মস্তকে ধরিব। নিজং অপরাধ মার্জ্জন করিব॥ যেই

অপরাধলাগি কৃষ্ণ রসরাজ। আমাদিগে উপেখিলা অরণ্যের মাঝ॥

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেচ্যুতাধরং॥ ২৮॥

এইরূপে গোপীগণ কহেন বচন। তাহা শুনি চন্দ্রাবলী-প্রিয়-সখীগণ॥ কহে ধনি যে তোরা কহিলি সত্য হয়। কিন্তু ইথে মানে এক মোদের হৃদয়॥ সকলের ভোগ্য ধন অচ্যুত অধর। তাহা হরি একা যেই ভুঞ্জে নিরন্তর॥ সে হেন কামিনীপদ লাঞ্ছন সহিতে। মিশ্রিত নহিলে রজ ধরা যোগ্য মাথে॥ কৃষ্ণপদচিহ্ন সে রমণীপদচিহ্ন। মিশ্রিত হয়েছে যাহে দেখায় অভিন্ন॥ অতএব মোসবার মনে ক্ষোভ হয়। ধরিতেও পদরজ না চাহে হৃদয়॥

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রি তলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ২৯॥

এত বলি গোপীসব পুনঃ পূর্ব্ব রীতে। চিহ্ন অনুসারে যায় কৃষ্ণ অন্বেষিতে॥ কিছু দূরে গিয়া সবে কহে পরস্পর। দেখহ ওগো সখি তোমারা সত্বর॥ হেথা তৃণাঙ্কুরময় অবনী মণ্ডলে। সে গোপীর পদ কেন দেখা নাহি মিলে॥ বুঝি এই পথ দেখি অতি সুকঠিন। প্রেয়সীর প্রেমে প্রিয় হইয়া অধীন॥ তার সুকোমল পদে বাজিবে বলিয়া। কৃষ্ণ লইয়াছে তারে কোলেতে তুলিয়া॥

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতোবধূং। গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ। অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥ ৩০॥

এই দেখ গোপীগণ ফিরায়ে নয়ন। এখানে অধিক মগ্ন কৃ-

ষ্ণের চরণ॥ কামলাগি সে বধূরে বহন করিতে। ভারাক্রান্ত হৈলা কৃষ্ণ বোধ হয় ইথে॥ এইমত কহি২ চলে অন্য স্থানে। তথায় রাধার পদ দেখিলা নয়নে॥ তাহে কহিতেছে সখি দেখহ সকলে। পুনরপি কান্তাপদ দেখি এই স্থলে॥ হেথা বুঝি তার লাগি পুষ্পআরহণ। করিবারে নামাইল তাহারে সেজন॥

> অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ। প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতা ঽশকলে পদে॥ ৩১॥

এই দেখ এখানেতে প্রিয়ার লাগিয়ে। কুসুম তুলিলা কৃষ্ণ প্রেমে বশ্য হয়ে॥ দেখ যাহে উভয়ের প্রপদেতে করি। অধিক মর্দ্দিত ভূমিতল নেত্রে হেরি॥ অতএব হেথা পূর্ণ চিহ্ন নাহি তায়। কেবল প্রপদচিহ্নমাত্র দেখা যায়॥

> কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং। তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবং॥ ৩২॥

তবে কিছু দূর পুন করিয়া গমন। দেখিতে না পায় তেন রাধার চরণ॥ তাহে কহিতেছে গোপীগণ পরস্পর। হেথা কান্তা কোলে করি বসিলা নাগর॥ করিতে কামিনীকেশপাশ প্রসাধন। বোধ হয় কৃষ্ণ নিজে করিলা যতন॥ সেসব কুসুম লয়ে প্রিয়ার চূড়ায়। নিজ মনোমত করি তাহারে সাজায়॥

> রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং॥ ৩৩॥

শুকদেব কহিছেন রাজা পরিক্ষীতে। বিহরে সে কৃষ্ণ গোপী সহ সুখিচিতে॥ আত্মলাভতৃপ্ত হরি আত্মক্রীড়ারত। যার বুদ্ধি নহে নারীবিভ্রমে খণ্ডিত॥ তথাপি গোপিকাসঙ্গে সে করে বিহার। কে বুঝিবে শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রকার॥ কামি

পুরুষের দৈন্য লোকে দেখাইতে। নারীর দৌরাত্ম্য ভাব তাহে প্রকাশিতে॥ প্রসঙ্গতঃ এই লীলা করি ভগবান। দেখাইলা ভক্ত প্রেমবশ্যতা নিদান॥ নতুবা যাহাতে নাহি কাম গন্ধ-লব। সে কেন করিবে কামিপ্রায় চেষ্টাসব॥ শ্রীকৃষ্ণের এই হয় ভগবত্ত্বাসুরি। ভক্তপ্রীতি লাগি কিছু না করা বিচার॥ যাহা আচরিলে হয় নিজভক্তপ্রীত। তাহাই করেন কৃষ্ণ এই তাঁর রীত॥ যে ভাবে তাঁহারে যেই করয়ে ভাবন। তার কাছে সেই ভাব দেখান আপন॥ অতএব গোপীপ্রেম পরবশ হয়ে। নিজ কামুকতা ভাব তাহে প্রকাশয়ে॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যোবিচেতসঃ। যাং গোপী-মনয়ৎ কৃষ্ণোবিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়োবনে। সাচ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং। হিত্বা গোপীঃ কামযানামামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ৩৪॥

এই রূপে গোপীগণ কাননেহ। ভ্রমিহ নানা চিহ্ন দেখয়ে নয়নে॥ তাহাতে অধিক হয় চিত্তের বিভ্রম। প্রেমের কুটিল গতি এমতি বিষম॥ হেথা কৃষ্ণ তাঁহাদিগে করি উপেক্ষণ। যে গোপীরে একাকিনী কৈলা আনয়ন॥ সেহ আপনার দেখি সৌভাগ্য অপার। মনে উপজিল তার অভিমানভার॥ সর্ব্ব গোপী হৈতে শ্রেষ্ঠা মানি আপনারে। কৃষ্ণগরবিনী হয়ে মনে ইহা করে॥ কামযানে আরোহিত যত গোপীগণ। ব্যাকুল হইয়া যারে করে অন্বেষণ॥ সেসব তেজিয়া কৃষ্ণ ভজয়ে আ-মারে। অতএব মোর সম কে আছে সংসারে॥ আমার প্রে-মেতে কৃষ্ণ হইয়াছে বশ। এলাগি সাধিব তাহে স্বাধীনতা রস॥

ততোগত্বা বনোদ্দেশে দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ। নপারয়েহহং-চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৩৫॥

এইমাত্র মনে২ করিয়া চিন্তন। কাননেতে গিয়া কৃষ্ণে কহয়ে বচন॥ মান গরবেতে ধনি হয়েছে গর্ব্বিতা। এলাগিয়া হিতা হিত নাগণে সর্ব্বথা॥ কহিতেছে কৃষ্ণ আর চলিতে না পারি। লহ মোরে যাহে পার তাহার উপরি॥

"এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি। ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সাবধূরম্বতপ্যত॥ ৩৬॥

তাঁর প্রতি কন কৃষ্ণ পরিহাস করি। স্কন্ধে আরোহন তবে কর হে সুন্দরি॥ তাহা শুনি শ্রীরাধিকা সুস্মিতা হইয়া। স্কন্ধে আরোহিতে যান বিবেক তেজিয়া॥ তবে কৃষ্ণ তখনি হইলা অন্তর্ধান। অনুতাপ করে ধনি হারাইয়া জ্ঞান॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসিকাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়ামে সখে দর্শয় সন্নিধিং॥ ৩৭॥

যথা রাগ। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান হেরিয়া ব্যাকুল প্রাণ, রোদন করেন বিনোদিনী। বিষাদে মোহিতমতি, বিলাপ করয়ে অতি, যেন মণি হারা ভুজঙ্গিনী॥ প্রাণনাথ নিকরুণ হয়ে। নিশিতে অবলা জনে, ফেলিয়ে ঘোর কাননে, কোথা যাও নিঠুর কালিয়ে॥ ধ্রু॥ তোঁহে ব্রজের জীবন, গোপিকার প্রাণ ধন, আপন রমণ বলি জানি। তাহে হয়ে অভিমানী, তব মান গরবিনী, কয়েছি সেরূপ গুণমণি॥ তুমি হয়ে প্রিয়তম, সকলের মনোরম, অধিনীর প্রীতি উপেখিয়া। কোথা গেলে মহাভুজ, ওহে নব নীলাম্বুজ, বনে নিজ দাসীরে তেজিয়া॥ আমি হে কৃপণা অতি, তব দাস্যে করি মতি, তবে কেন হয়ে নিদারুণ। নিশিতে তেজিলে নারী, ওহে বিপিন বিহারী দেখাও স্বচরণ অরুণ॥

অন্বিচ্ছন্ত্যোভগবতোমার্গং গোপ্যোবিদূরতঃ। দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং। তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৩৮॥

এইরূপে শ্রীরাধিকা করেন রোদন। হেথা গোপীগণ কৃষ্ণে করি অন্বেষণ॥ পদচিহ্নাঙ্কিত পথে যাইতে২। রাধারে দেখিল সবে দূরেতে হইতে॥ প্রিয়বিরহেতে ধনী শোকেতে মোহিতা। কাননেতে একাকিনী অধিক দুঃখিতা॥ কাছে গিয়ে সকল শুনিল বিবরণ। কৃষ্ণ হৈতে তাঁর মান প্রাপ্তির কারণ॥ আপন দৌরাত্ম্যে যেন সেই মান হানি। শুনিয়া বিস্মিত হৈল সব সীমন্তিনী।

ততোবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবৎ বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততোনিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ। তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যোনাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥ ৩৯॥

তবে সেই গোপীগণ রাধাসঙ্গে করি। কৃষ্ণ অন্বেষিতে বনে পশে ব্রজনারী॥ যে যে স্থানে আছে চন্দ্রচন্দ্রিকা প্রচার। সেইং স্থানে গোপী করয়ে প্রচার॥ পরে যথা বৃক্ষশাখা আদি আবরণে। চন্দ্রের কিরণ নাহি প্রবেশয়ে বনে॥ তাহে অন্ধকার ময় দেখি সে প্রদেশ। নিবৃত্ত হইল অন্বেষণে পরিশেষ॥ কিন্তু কৃষ্ণে বুদ্ধি মন করি সমর্পণ। তদালাপ তাঁর চেষ্টা করে গোপীগণ॥ কৃষ্ণগুণ লীলা গান করি পরস্পর। প্রেমেতে ভুলিল গোপী গৃহ আত্মপর॥

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতাজগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ৪০॥

তবে গোপীগণ পুনঃ পুলিনে আসিয়া। কৃষ্ণভাবনাতে সবে মগনা হইয়া॥ একত্র মিলিয়া গান করয়ে গোপিনী। অভিপ্রায় কৃষ্ণ আসিবেন ইহা শুনি॥ গান প্রিয় হয় সেই মদনমোহন। অবশ্য আসিবা এই সবার মনন॥ বৃন্দাবন চন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

অথ গোপিকা গীতি।

শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যগ্রচিত্তাগোবিন্দবল্লভাঃ। ভগবন্তং প্রগায়ন্তীর্দ্ভজে গোকুলনায়িকাঃ॥ কৃষ্ণৈকগম্যোবাগর্থোযাসাং লেখিতুমিষ্যতে। ক্ষন্ত্বাপরাধং দেব্যস্তাভক্তিং তন্বন্তু মে নিজাং॥ ৪১॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসরাজ। জয় রাসেশ্বর সহ গোপিকা সমাজ॥ সকল বৈষ্ণবগণে আমার প্রণাম। যাঁদের কৃপায় পূর্ণ হয় মনস্কাম॥ মনে অভিলাষ গোপীগীতি-ব্যাখ্যা করি। কৃষ্ণভক্ত-কৃপা বিনা শক্তি নাহি ধরি॥ কৃষ্ণ মাত্র গম্য হয় গোপিকার বাণী। আমি মূঢ়ছার মতি কি বর্ণিতে জানি॥ ক্ষমাকর গোপীগণ করহ প্রসাদ। নিজ ভক্তি দিয়া মোর খণ্ড অপরাধ॥ ইচ্ছা হয় গীতিভাবে এই শ্লোকগণ। ব্যাখ্যা করি কিন্তু পাছে না হয় পূরণ॥ কেবল বৈষ্ণবকৃপা করিয়ে ভরসা। উঠিয়াছে লতাপ্রায় মনে দীর্ঘ আশা॥ সাধু সব নিজ২ কৃপার বৈভবে। কহাইবে যেইরূপ সেমত হইবে॥ ইথে শ্রোতাগণ নাহি ভাবিবে বিরস। কব আমি হয়ে সাধুকৃপা পরবশ॥

শ্রীগোপিকা ঊচুঃ॥ জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ ১॥

মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী॥ শ্রীকৃষ্ণবিরহ প্রবল আগুণে, দগ্ধমর্মা যত ব্রজাঙ্গনাগণে, দর২ ধারা বহিছে নয়নে, কহিছে কাতর ভাষেতে। মিলাইয়ে দিব্য রাগ তাল মান, গোপাঙ্গনাগণ করিতেছে গান, যাহা শুনি দ্রবে অয়স পাষাণ, কৃষ্ণ আগমন আশেতে॥ জয়২ জয় জয় ব্রজরাজ, তব জন্মাবধি এ ব্রজসমাজ, মজিয়াছে মোদ সুধাসিন্ধুমাঝ, পশুপাখি আদি করিয়া। যে লাগিয়া রমা তেজিয়া বৈকুণ্ঠ, তব দরশন আশে সমুৎকণ্ঠ, পরিহরি নিজ প্রিয়পতিকণ্ঠ, বেড়ায় ব্রজেতে ফিরিয়া॥ তাহে মোরা হয়ে তোমার কিঙ্করী, কেন অদর্শন হুতাশনে পুড়ি, ওহে প্রাণ হরি নিঠুরতা ছাড়ি, দরশন দেহ সকলে। তব দেখামাত্র করি আকিঞ্চন, গোপিকার দেহে আছে হে জীবন, সেই নানা বন করি অন্বেষণ, দেখসিয়ে নেত্রযুগলে।

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা। সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতোনেহ কিং বধঃ॥ ২॥

যদি বল ওহে কমল নয়ন, করে করুক গোপীগণে অন্বেষণ, তাহে প্রয়োজন মম কি এমন, দরশন দিতে সবারে। তবে বলি শুন ওহে গুণাধার, গোপীজন-মনোজ্জীবন-আধার, করি বার২ মিনতি অপার, মোরা সবে মেলি তোমারে॥ শরদ উদিত স্বচ্ছ জলাশয়, তাহাতে সুজাত সরোজিনীচয়, সে শোভানিচয় নাশে সমুচ্চয়, যে তব নয়ন কোণেতে। সে নয়ন ভঙ্গী করিয়া বিস্তার, হরিলে হে হরি প্রাণ গোপিকার, তবে কি প্রকার নিজ ব্যবহার, সাধু বলি মানো মনেতে॥ যারা না কি হয় সুষ্ঠু ভাবে রত, তাহে উপতাপ দেওয়া কি সম্মত, মোরা গোপী যত অমূল্যেতে ক্রীত, দাসী তব হই সকলে। তবে বল

দেখি ওহে বরপ্রদ, দাসী বধে কিহে নহে নারী বধ, ওহে গঢ় মদ, নিজ সুবিশদ, নাশ অপবাদ ভূতলে॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ। বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতামুহুঃ॥ ৩।

তুমি হও সর্ব্ব পুরুষপ্রধান, নিরঙ্কুশ রূপ। পীযূষনিধান, মো-সবার প্রাণ নানা মতে ত্রাণ, পূরবে করিলে আপনি। বিষময় বারি পিয়ে যে সময়, ব্রজশিশুসব পেয়েছিল ক্ষয়, অর্থসুর-ভয় বৃষ্টি বায়ুচয়, নিবারিলে তেন অশনি॥ আর অতি দুষ্ট অরিষ্ট দানবে, ব্যোম আদি দৈত্য বিনাশিয়া সবে, আপন বৈভবে করি কৃপ্যালবে, রাখি নানা ভয় হইতে॥ এবে কেন এত নিদারুণ মন, হয়ে দাসী জনে কর উপেক্ষণ, না জানি কা-রণ আশয় কেমন, নারী হয়ে নারি বুঝিতে॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক।
বিখনসার্থিতোবিশ্বগুপ্তয়ে সখউদেয়িবান সাত্বতাং কুলে॥ ৪॥

তুমি গোপীসুত না হও কেবল, অন্তরাত্মা হেতু জান অবিকল, এদাসী সকল যেমন বিকল, হয়েছে বিরহ বেদনে। পর মেষ্ঠিপ্রভৃতি করি বর দান, করিবারে বিশ্বজনের কল্যাণ, হয়ে দয়াবান, করুণানিধান জন্মেছ ভক্তভবনে॥ কাতর হইয়ে সেই তোঁহে কই, আমরাও ওহে বিশ্ব ছাড়া নই, তাহে তোমা বই আমাদের কই, শরণীয় আছে জগতে। অতএব বারে বারে বলি সখা, উপযুক্ত তব গোপীপ্রাণ রাখা, নহে মূলশাখা, সহিতে বিশাখা, ললিতাদি মরে ক্লেশেতে॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং॥ ৫॥

ওহে বৃষ্ণিধর্য্য হও অনুকূল, তোমা লাগি গোপী তেজেছে

হুকুল, হয়ে প্রাণাকুল তব করমূল, চাহে নিজ শিরে লইতে। সংসার অরণ্য ভ্রমণেতে ভয়, পেয়ে যারা তব লভে পদাশ্রয়, সেসবার হয় সর্ব্বকামোদয়, যে তব শ্রীকর হইতে॥ যে করেতে করি কমলার কর, কর পরিগ্রহ করিয়ে আদর, সে তোমার কর সরোরুহবর, যদি দেহ গোপীসকলে। তবে বাঁচে ব্রজ-গোপিকার প্রাণ, নহে দহে দেহ দহন সমান, ওকৃপা নিধান হও কৃপাবান, সিঞ্চি কৃপা সুধা সলিলে॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নোজলরুহাননং চারু দর্শয়॥৬॥

মোরা হই তব স্বকিঙ্করীজন, চাহি তব মুখ পঙ্কজ দর্শন, ওহে ব্রজজন আর্ত্তিবিনাশন, প্রকাশিত হও এসবে। তুমি হও দানে বীর ব্রতধর, নিজজনমদ হর স্মিতাধর, ওহে বন্ধুবর স্বদাসীনিকর, ভজ অতঃপর হে তবে॥ মোরা মরি তব বিরহ অনলে, ওহে সখা দেখা চাহি হেন কালে, গোপিকাসকলে এলাগিয়া বলে, বিনয়েতে তব চরণে। নিজ মুখ পঙ্করুহ প্রকটন, করি পরিণামে দেহ দরশন, এ শ্রীনারায়ণ করিয়া শ্রবণ আছে ভব সিন্ধু গমনে॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ৭।

ভুজঙ্গাবলিচ্ছন্দঃ॥ গোপীগণ কহে হরি। মোসবার স্তনোপরি॥ শ্রীপদ পঙ্কজ তব। দান কর হে মাধব॥ যে চরণ ধ্যান ভরে। প্রণতের পাপ হরে॥ যাহা তৃণ চর সনে। ভ্রমে সদা বনেং॥ যাহা করি অভিলাষ। কমলা করে নিবাস॥ যেপদ কালীয় ফণী। করে ছিল শিরোমণি॥ সেচরণ স্তনে দিয়ে। শীতল করহে

হিয়ে॥ হৃদে মনমথ জ্বলে। নাশ নিজ কৃপা বলে॥ এশ্রীনারায়ণ ভনে। দয়া কর নিজগুণে॥

মধুরয়া গিরা বল্গু বাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ। বিধিকরীরিমাবীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ৮॥

ত্রোটক॥ বিনয়ে ব্রজনারীসমূহ বলে। মধুরাধরসীধু দেহ সকলে॥ সরসীরুহলোচন নাথ এবে॥ নিজ কিংকরী জানি জিয়াও সবে॥ মধুরামৃত বল্গুবিলাস বাণী। মুনিমানস মোহে যাহে অমনী॥ কহিয়ে বিরহাসব মুগ্ধজনে। পরিপালয় গোকুল নারীগণে।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ॥ ৯॥

তব বাঞ্ছিত কেলি সমূহ কথা। অমৃতাধিক স্বাদুময়ী বিততা॥ কবিবৃন্দ সুবন্দিত পাপহারি। শ্রবণেন্দ্রিয় মঙ্গলদায়ী হরি॥ অতি শান্ত একান্ত শুনে শ্রবণে। এখনো দেহে প্রাণ রহে সেগুণে॥ নতুবা বিরহানল দগ্ধ হয়ে। গোপীজীবন না-রহিতো হে দেহে॥ যাহারা কহে নিত্য ত্বদীয় কথা। জানি হে তাহারা অতি ভূরি দাতা॥ আমরা তব দর্শন চাহি এবে। দেখা দেহ সবে করুণাবিভবে॥ শ্রীনারায়ণকৈতব ত্রোটিবাণী। শুন ভক্তসবে কহিছে গোপিণী॥

প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং॥
রহসি সংবিদোযাহৃদিস্পৃশঃ কুহক নোমনঃ ক্ষোভয়ন্তিহি॥ ১০॥

ললিতচ্ছন্দ॥ ওহেপ্রিয়তম, গোপীমনোরম, তব দেখা আশাকরি। তব কথামৃত, পিয়ে অবিরত, আর রহিতে নাপারি॥ তব মুখহাঁসি, কোটি সুধারাশি, সহ প্রেম নিরীক্ষণ। ধ্যান সুমঙ্গল, তব অচঞ্চল, অভিনব বিহরণ॥ রহ আলাপন, হৃদয়ে

স্মরণ, করি মন ক্ষুব্ধ হয়। ও বিধুবদন, বিনা দরশন, এবে নিবারণ নয়॥

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং। শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১॥

ওহে ব্রজধীর, ব্রজের বাহির, হয়ে যবে গোচারণে। করহে গমন, হেরি সেকরণ, বেয়াকুল হই মনে॥ জিনি শতদল, অতি সুকোমল, শ্রীপদ যুগল তব। শিলতৃণাঙ্কুরে, ব্যথা হবে কোরে, ভয় ভাবি অসম্ভব॥ ওহে প্রাণকান্ত, আমরা একান্ত, তব প্রেম পরাধীন। আমাদের প্রতি, তবে হে সংপ্রতি কেন হও সুকঠিন।

দিনপরীক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্ব্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং। ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২॥

দিন অবসানে, গোগোপাল সনে, যবে কর আগমন। ধূলিতে ধূসর শ্রীমুখ সুন্দর, তবে করি নিরীক্ষণ॥ অলকে আবৃত, অলিকুলাঙ্কিত, পরাগরঞ্জিত প্রায়। নীল শতদল, নিন্দি নিরমল, ও-মুখ কমল ভায়॥ তাহে মোসবার, হৃদয় মাঝার, মন্মথ, উদ্দীপন। কর নিরন্তর, নারীর অন্তর, তাহে হয় নিমগন॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি। চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নস্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥ ১৩॥

তুমি হে নাগর, সর্ব্ব পীড়াহর, হও এই ব্রজপুরে। তবে কি কারণ, নিজ অদর্শন, বাণে মারো গোপিকারে॥ নিজাশ্রিত জন, বাঞ্ছিত পূরণ, যে চরণ ধ্যানে হয়। যাহা নিরবধি, যতনেতে বিধি, ভক্তিভাবে নিসেবয়॥ যে তোমার পদ, যুগ কোকনদ, ভূষয়ে ধরণি তল। যাহার স্মরণ, করে নিবারণ, আপদ রাশি

সকল॥ সে তব চরণ, কল্যাণ কারণ, রমণ মোদের স্তনে, করি সমর্পণ, বিচ্ছেদ বেদন, বিনাশহ নিজগুণে॥

স্মরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং। ই-তররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতং॥ ১৪॥

সুমধুর কুজিত, মুরলী চুম্বিত, নিজাধরামৃতসার। যাহে অবিরত, বাড়ায় সুরত, নাশে শোক অনিবার॥ যার আস্বাদন, হইলে স্মরণ, পাসরায় অন্য রস। তাহা করি দান, অবলার প্রাণ, দিয়ে রাখো নিজ যশ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি র্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং। কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড়উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাং॥ ১৫॥

তুমি দিবা ভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে২। তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ, পাই বহু ক্ষণে২॥ ত্রুটিসম কাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান। তব সে বিরহে, মনস্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥ কুটিল কুন্তল, বৃত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা। হেরি হয় মনে, এদুই নয়নে, নিমেষ দিয়েছে কেবা॥ যাহে সেইক্ষণ, তব দরশন নিবারণ সেহ করে। ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তে হ্যন্ত্যচ্যুতাগতাঃ। গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১৬॥

পতিসুত জন, ভ্রাতৃ বন্ধুগণ, উপেখিয়ে তব আশে। তুয়া বেণু গীত, শুনিয়া মোহিত, হয়ে আসিয়াছি পাশে॥ বনে তব গীত, আছয়ে এমতি, জানি যত গোপনারী। তেজি গৃহবাসে, তব পদ আশে, প্রবেশি বনভিতরি॥ তোমাহেন শঠ, করিয়া

কপট, কাননে অবলাকুলে। করি আনয়ন, বল কোন জন, উপেখয়ে নিশিকালে।

> রহ স্বসংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং।
> বৃহদুরশ্রিয়োবীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭॥

রহ সুসম্বাদ, চিত্ত অবসাদ, নাশে যাহে সর্ব্বক্ষণ। প্রহসিতানন, প্রেমনিরীক্ষণ করি সবে দরশন॥ অতি অভিরাম, লাবণ্যের ধাম, পরিসর বক্ষদেশ। হেরি বার২ হৃদয় মাঝার, স্পৃহা হয় সুবিশেষ॥ তাহে মুগ্ধ মন, ব্রজাঙ্গনাগণ, ধৈরয ধরিতে নারে। তব সুললিত, মুরলীর গীত, শুনে এলো গৃহ ছেড়ে॥ তুমি যে কৈতব, জানিলে এসব, তবে কেন গোপীগণ॥ রজনী সময়ে, গৃহ উপখিয়ে, কেন হে আসিবে বন॥

> ব্রজবনৌকষাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।
> ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং॥ ১৮॥

ব্রজবাসীজন, বৃজিন বারণ, করিবারে তুমি হরি। বিশ্বের মঙ্গল, মাত্র, জন্মফল, দেখাইলে অবতরি॥ আমরা সকলে, তব পদমূলে, সেবামাত্র অভিলাষি। পতি গুরুজন, করি বিসর্জ্জন, শ্রীচরণে হই দাসী॥ আমাদের মন, গত, যে বেদন, জান তুমি তাহা সব। তবে কি কারণে, নিজ, দাসীগণে, নাহি কর কৃপালব॥ অতএব বলি, ওহে বনমালি, নাহি তেজ গোপীগণে। এ শ্রীনারায়ণ, করে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে॥

> যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১৯॥

এইরূপে গোপিকার নিজ অভিলাষ। কহিতে২ প্রেম হইল প্রকাশ॥ তাহে স্ব তাৎপর্য্য সবে করি উপেক্ষণ। কৃষ্ণ সুখ-লাগি কহে ব্রজাঙ্গনাগণ॥ ওহে কৃষ্ণ তুমি প্রাণপ্রিয় সবাকার। পঙ্কজ হইতে পদ কোমল তোমার॥ অত্যন্ত কোমল যেই তব শ্রীচরণ। ভয় পাই নিজ স্তনে করিতে ধারণ॥ নব যৌবনের জ্বালা করিতে বিদিত। করি মোরা সবে নাথ তেমন চরিত॥ অতি সুকর্কশ মানি আপনার স্তনে। তাহে থুতে যে পদ সুর্ব্বদা ভয় মনে॥ হেন পদে নিশিতে হে কাননে ভ্রমণ। করিতেছ যাহা দেখি দুঃখ পায় মন॥ বনেতে আছে হে কত তৃণাঙ্কুরচয়। তাহাতে বাজিবে বলি বড় ভয় হয়॥ তব অনুগত হয় গোপি-কাজীবিত। হেন দুঃখ দেওয়া তাহে না হয় উচিত॥ অতএব তেজি নাথ এত নিঠুরালি। দরশন দেহ সবে ওহে বনমালি॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং গোপিকাগীতির্নাম তৃতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

অথ শ্রীকৃষ্ণে রাসস্থলীতে আবির্ভাব।

বিহরন্ গোপিকাভিঃ স্বাং নর্শয়ন্ প্রেমবশ্যতাং। শময়ন্
দুঃখসন্তাপান্ তাসাং কৃষ্ণোস্তু নোগতিঃ।

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসময়। জয় রাসেশ্বর সহ গোপিকানিচয়॥ জয়২ কৃষ্ণ লীলামত্ত ভক্তগণ। করুণা করহ সবে হেরি অভাজন॥ শুন২ শ্রোতাগণ করি অবধান। তার পর যা করিলা কৃষ্ণ ভগবান্॥

শ্রীশুকউবাচ। ইতিগোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ১॥

শুকদেব কহিছেন শুন হে রাজন। এইরূপ গান করি গোপিকারগণ॥ বিবিধ প্রলাপ বাক্য বলয়ে বিরহে। সুস্বর রোদন সহ নেত্রে ধারা বহে॥ কৃষ্ণের দর্শনমাত্র মনেতে লালস। গোপীগণ প্রেমোন্মদে হয়েছে অবশ॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ২॥

তাদের বিরহ আর প্রলাপ বচন। শুনিয়া সরোজনেত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ তা সবার মধ্যে আসি হইলা প্রকাশ। বদন অম্বুজে মৃদু সুমধুর হাস॥ দ্রুত আগমনে সুনির্ম্মল পীতাম্বরে গলিত দেখিয়া নিজ শ্রীহস্তেতে ধরে॥ কিম্বা গোপীগণে যেই দিল ক দর্থন। করাইতে সেই অপরাধ ক্ষমাপন॥ পীতাম্বর গলদেশে ধরিয়া শ্রীহরি। উপনীত হৈলা যথা সব ব্রজনারী॥ কিবা বক্ষস্থলে বিলম্বিত কুন্দহার। হেরিলে নয়নে কার নহে চমৎকার॥ অধিক বর্ণিব কি সে রূপের মাধুর্য্য। মন্মথের মন মথে যাহার সৌন্দর্য্য॥

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ। উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতং॥ ৩॥

তবে গোপীগণ কৃষ্ণে হেরিয়া নয়নে। উৎফুল্ল হইল নেত্র প্রেষ্ঠ আগমনে॥ বিরহ দুঃখেতে বল না ছিল সবার। তথাপি উঠিলা সবে হয়ে চমৎকার॥ মৃত দেহে হৈলে যেন প্রাণ সঞ্চরণ। ক্রিয়াবান হয় সব ইন্দ্রিয়েরগণ॥ স্বভাবিক প্রাণধন কৃষ্ণ গোপিকার। তার অদর্শনে ছিল দেহ মাত্র সার॥ পরে তারা সবে কৃষ্ণে আসিতে দেখিয়ে। প্রাণাগত দেহ প্রায় উঠে সুখি-হিয়ে॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংশে চন্দনরূষিতং ॥ ৪ ॥

এরূপে কহিয়ে মুনি কৃষ্ণ আগমন। গোপীর উৎসব কিছু করেন বর্ণন ॥ তাহাতে প্রথমে মুখ্য অষ্ট গোপিকার। আচরিত চেষ্টা কন করিয়া বিচার ॥ কোন গোপী হেরি আগে কৃষ্ণ আগমন। নিজ করে করে কৃষ্ণশ্রীহস্ত ধারণ ॥ অম্বুজ সমান হয় যেই করতল। তার স্পর্শে হবে জানি সন্তাপ শীতল ॥ বিশেষতঃ সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধাচরণ। করস্পর্শ হয় দিব্য সম্মান কারণ ॥ অতএব সেই গোপী তাহা আচরিয়ে। সাধিল উভয় অর্থ সন্তোষিত হিয়ে ॥ অন্য গোপী হয়ে প্রেমরভসে আবেশ। ধরিল চন্দন লিপ্ত কৃষ্ণবাহু দেশ ॥

কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্নাত্তন্বী তাম্বুলচর্ব্বিতং। একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৫ ॥

কোন গোপী পসারিয়ে আপন অঞ্জলি। চর্ব্বিত তাম্বুল নিল হয়ে কুতূহলি ॥ কেহবা কৃষ্ণের পদ করিয়া গ্রহণ। আপনার স্তনোপরি করিলা ধারণ ॥ কৃষ্ণপদ স্নিগ্ধ অতি জিনিয়ে কমল তাহাতে আপন তাপ করিল শীতল ॥

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা। ঘ্নতীবৈক্ষৎকটাক্ষেপৈর্নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদাঃ ॥ ৬ ॥

কোন গোপী কৃষ্ণে দেখি প্রণয় কোপেতে। কুটিল ভ্রূভঙ্গে তাঁরে চাহিলা দেখিতে ॥ তাহে নিরীক্ষণ হয়ে শ্রীমুখমণ্ডল। অমনি হইলা ধনী প্রেমেতে বিহ্বল ॥ অন্য গোপী দন্তে ওষ্ঠ করিয়ে দংশন। কৃষ্ণেরে কটাক্ষনেত্রে করে দরশন ॥

অপরা নিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজং। আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥ ৭॥

অন্য গোপী অনিমিষ নয়ন যুগলে। কৃষ্ণমুখ সরোরুহ হেরে কুতুহলে।

তং কাশ্চিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥ ৮॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সময়ে। নয়ন নিমিষে প্রতিবন্ধক মানয়ে॥ অতএব প্রাণনাথে নিজ নেত্র পথে। লইয়ে ধরিল সেই হৃদয় মাঝেতে॥ তাহে পুলকিত হৈল সর্ব্ব কলেবর। আনন্দে স্মরণ নহে কিছু আত্মপর॥ যোগী যেন সে চরণ হৃদয় কমলে। নিরখিয়া লীন হয় আনন্দ সলিলে॥

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ। জহুর্ব্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ৯॥

এইরূপ সবে কৃষ্ণশ্রীমুখ নেহারি। পরম উৎসব সুখে মজিল নাগরী॥ বিরহ সন্তাপসব হৈল বিস্মরণ। তত্ত্বজ্ঞানে নাশে যেন সংসার বন্ধন॥

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতোবৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥ ১০॥

তবে সেই গতশোকা গোপিকা সহিতে। অধিক শোভিলা কৃষ্ণ শ্রীরাসস্থলীতে॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ যেই ভগবান। অশেষ সৌন্দর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্যনিধান॥ গোপিকা সঙ্গেতে সেই সাকল্যে প্রকাশে। এহেতু অচ্যুত কৃষ্ণে শুকদেব ভাষে॥ জীব যেন জ্ঞান বীর্য্য আদি শক্তিগণে। অধিক শোভিত হয় এতিন ভু-

বনে॥ তেন গোপী সঙ্গে হরি আপনপূর্ণতা। প্রাকাশি অধিক শোভা পাইলেন তথা॥

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যানির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ। বিকসৎ কুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদং॥ ১১॥

সেই সব গোপীগণে লইয়ে সঙ্গেতে। যমুনা পুলিনে হরি আইলা রঙ্গেতে॥ সেই স্থল হয় অতিশয় সুশোভিত। কুন্দ মন্দারাদিগন্ধসমীর সেবিত॥ মত্ত মধুকর যথা করয়ে বিহার। যাহা নিরখিলে চিত্তে হয় চমৎকার॥

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবং। কৃষ্ণায়াহস্ততরলাচিতকোমলবালুকং॥ ১২॥

শারদীয় পূর্ণচন্দ্র কিরণ পরশে। নিশির তিমির নাশ হয়েছে বিশেষে॥ যমুনা তরঙ্গরূপ নিজ হস্ত দিয়া। রাখিলা কোমল বালু যথা বিছাইয়া॥ অভিপ্রায় কৃষ্ণ ইথে করিলে বিলাস। পরিপূর্ণ হবে তাহে মম অভিলাষ॥ হেন সুখময় সেই কালিন্দী পুলিনে। উপনীত হৈলা কৃষ্ণ লয়ে গোপীগণে॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু পরম আহ্লাদ। বিনাশিল গোপিকার মনের বিষাদ॥ দরশন লাগি যেই ছিল আকিঞ্চন। তাহা বহু ফলবান হইল এখন॥ শ্রুতিগণ যেন নানা মনোরথ ভরে। ঈশ্বর না দেখি কহে কর্ম্ম করিবারে॥ পরে তত্ত্বজ্ঞানে পেয়ে ব্রহ্ম দরশন। নানা মনোরথ ক্রমে করে সমাপন॥ তেন গোপীকৃষ্ণ

দরশন মনোরথ। তাহা পেয়ে সমাপ্তি করিল সে ভাবত॥ তবে তারা স্বকুচকুঙ্কুম সুরঞ্জিত। উত্তরীয় বসন লইয়া সুবাসিত॥ আপন বঁধুরে সবে অর্পিল বসিতে। অভিপ্রায় কৃষ্ণে পুন না দিব যাইতে॥

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্ত র্হৃদি কল্পিতাসনঃ। চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধৎ॥ ১৪॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তথাপি গোপীর প্রেম হয় গাঢ়তর॥ তাহে বশ হয়ে নটবরশিরোমণি। বসিলেন সে আসন উপরি আপনি॥ অন্তর হৃদয়ে যাঁরে যোগীশ্বরগণ। হৃৎপদ্ম কর্ণিকামাঝে অর্পয়ে আসন॥ হেন কৃষ্ণ গোপিকার দত্ত সে আসনে। বসিলেন তাসবার সহ সুখীমনে॥ রমণী মণ্ডল মাঝে মদন মোহন। শোভিলা যেরূপ তাহা না হয় বর্ণন॥ ত্রৈলোক্য মধ্যেতে যত আছে শোভাচয়। একা কৃষ্ণকান্তি হয় সবার আশ্রয়॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা। সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে॥ ১৫॥

তবে কৃষ্ণপার্শ্বেতে বসিয়া গোপীগণ। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সবে করে নিরীক্ষণ॥ যাহা দেখি অঙ্গহীন অনঙ্গ পুলকে। সে হেন মাধুর্য্য তারা হেরে অনিমিখে॥ কৃষ্ণকর পদ ক্রোড়ে করিয়ে ধারণ। মৃদু২ রূপে কেহ করে সম্বাহন॥ জিজ্ঞাসা কারণে কিছু স্তুতি প্রকাশিয়া। কহে কৃষ্ণে প্রেমাবেশে ঈষদ কুপিয়া॥ প্রণয় স্বভাবে হয় কোপের অল্পতা। অন্তরে সম্বরি তাহা কহি-

তেছে তথা॥ সহাস্য লীলা ঈক্ষণ নয়ন যুগল॥ উপরি ভ্রময়ে বক্র ভ্রূযুগ বিমল॥ বাহ্যে মৃদু ভাষা কিন্তু অন্তরে কুপিত। কৃষ্ণ প্রতি কহে গোপী বচন ললিত।

শ্রীগোপ্যঊচুঃ॥ ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ং। নোভয়াংস্তু ভজন্ত্যন্য এতন্নোব্রূহি সাধু ভোঃ॥ ১৬॥

গোপীগণ কহে কৃষ্ণ শুনহ বচন। ভজন করিলে তারে ভজে কোন জন॥ নাহি ভজিলেও কেহ ভজয়ে কাহারে। ভজিলে না ভজিলেও ভজে না অপরে॥ এরূপ ত্রিবিধলোক করি নিরীক্ষণ। কহ নাথ ইহা মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন॥ গোপীর তাৎপর্য্য এই শ্রীকৃষ্ণবদনে। নিজ অকৃতজ্ঞ ভাব কহাব আপনে॥ এলাগি এমত প্রশ্ন করিয়া গোপিকা। মনে উৎসাহিত সবে হইলা-অধিকা॥

শ্রীভগবানুবাচ॥ মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাহি তে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥ ১৭॥

কৃষ্ণ কন শুন সব প্রিয় সখীগণ। পরস্পর যারা সবে করয়ে ভজন॥ নিজ২ স্বার্থ প্রয়োজন তাসবার। অন্যে অন্য সুখ যাহে যা করে বিচার॥ তাহাতে নাহিক কিছু সৌহৃদ্যতা লেশ। নাহি হয় তাহে কোন ধর্ম্ম সবিশেষ॥ যেহেতুক সে ভজন হয় আপনার। যার মুখ্য ফল হয় প্রতি উপকার॥ দুগ্ধ হেতু গোমহিষী-সবা যেন করে। প্রয়োজন মাত্র তার দুগ্ধ সেবিবারে॥ এহেতু সে ভজনেতে নাহি পরসুখ॥ নিজ সুখ আকিঞ্চনে যাহার উন্মুখ।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা। ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥ ১৮॥

ওহে সুমধ্যমাগণ শুন সবিশেষ। না ভজিলে ভজে কেহ হয়ে কৃপাবেশ॥ তার সাক্ষী যেন সাধুসব দীন হীনে। করুণায় হিত কারী হয় অকারণে॥ কেহহ হয়ে কারো স্নেহে পরবশ। প্রয়োজন বিনা ভজে দেখহ সে রস॥ পিতা মাতাগণ যেন তনয়ের প্রতি। স্বাভাবিক উপকারী হয় দেখ অতি॥ কারুণিক স্নিগ্ধ প্রেম হয় এপ্রকার। ধর্ম্ম সৌহৃদতা যাতে আছয়ে প্রচার॥

ভজতোপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ। আত্মারামাঃ পূর্ণকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৯॥

ভজিলেও কোন জন না করে ভজন। না ভজিলে ভজিবে সে কিসের কারণ॥ হেন জন চতুর্ব্বিধ নিরখি নয়নে। আত্মারাম এক অন্য পূর্ণকামগণে॥ অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহি আর দুই জন। বিশেষিয়ে কহি শুন তাহার লক্ষণ॥ আত্মারাম কহি তারে যাহে যে না হেরে। পূর্ণকাম বলি ভোগ ইচ্ছাহীন নরে॥ অকৃতজ্ঞ সেই যেহ অতি মূঢ়াশয়। কৃত উপকার স্মৃতি যাহার না রয়॥ গুরুদ্রোহি বলি তারে যে কঠিন অতি। ভজিলেও নাহি ভজে নিজে খলমতি॥

নাহন্তু সখ্যো ভজতোপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে। যথা ঽধনোলব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতোন বেদ॥ ২০॥

যথারাগ। শুন ওহে সখিগণ, কেন হসিত বদন, হইতেছ হেরি পরস্পর। অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহি, আত্মারাম আদি নহি, শুন সত্য কহি অতঃপর॥ প্রিয়াসব কর অবধান। আমারে ভজে যে জন, তারে না ভজি তেমন, যে লাগিয়ে বলি সে বিধান॥ ধ্রু॥ যে যেন ভজে আমারে, যদি তেন ভজি তারে, সে আর না করয়ে চিন্তন। তাহে তার ধ্যান সুখ, হইয়া যায় বৈমুখ, এন্ রণে করি উপেক্ষণ॥ নিরন্তর ধ্যান লাগি, তাহারে বিরহ

ভাগি, করি ধ্যান সুখ আস্বাদিতে। যেমন দরিদ্র জন, প্রাপ্ত বহু রত্নগণ, হারাইয়া মজে শোকাগ্নিতে॥ সে ভাবে সে নিরন্তর, না জানি বাহ্য অন্তর, সদা ব্যাপ্ত রহে সেইধ্যানে। হেন আমি ভক্তগণে, মগ্ন করিবারে ধ্যানে, সে সবায় করি উপেক্ষণে॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বোমযানুবৃত্তয়েঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২১॥

এরূপ আমার লাগি, হয়ে লোক ধর্ম্ম ত্যাগি, তোমা সবে ভজিলে আমারে। তেন আমি ত্রিভুবন, বৈকুণ্ঠাদি উপেক্ষণ, করি বেদ ধর্ম্ম অনাদরে॥ আপনার মনোবৃত্তি, তব প্রেম অনুবৃত্তি, পরোক্ষেও করিতে ভজন। তুয়া প্রেম চেষ্টা গণ, করিবারে আস্বাদন অন্তর্ধান কৈল আচরণ॥ অতএব প্রিয়াসব, আমাতে অসূয়া সব, নাহি কর অবলামণ্ডল। তোরা মোর প্রাণসমা, নিজ প্রিয় জানি আমা, ক্ষম অপরাধ সেসকল॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২২॥

কি কহিব গোপীগণ, করি সব উপেক্ষণ, ছেদি গৃহ দুর্জ্জর শৃঙ্খলা। আমামাত্র করি সার, নিজ বন্ধু পরিবার, তেজি মোরে ভজিলে অবলা॥ এই বিশুদ্ধ ভজন, সম ভজিতে এমন, আমিহ কদাপি নাহি পারি। যদি বিবুধায়ু পাই, তথাপি শকতি নাই, ইথে আমি ঋণী, সবাকারি॥ এলাগি তেজিয়ে রোষ, ক্ষম মোর সব দোষ, তোমাসবা ভিন্ন আমি নই। এ শ্রীনারায়ণ কয়, নতুবা হে দয়াময়, গোপী প্রেমাধীন কেন কই॥ বৃন্দাবন চন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥ ইতি

শ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং, চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ০ ॥

ব্রহ্মরাত্রমভিব্যাপ্য ক্রীড়ন্ গোপীভিরচ্যুতঃ। যাপয়ংস্তাঃ পুনর্গেহান্ জীয়াৎ কৃষ্ণোব্রজপ্রিয়ঃ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসধাম। জয় গোপীনাথ সহ গোপিকা নিকাম ॥ জয়২ কৃষ্ণ প্রেমমত্ত ভক্তচয়। যাহাঁদের কৃপা-লেশে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥ এবে শ্রোতাগণ শুন হয়ে এক মন। কৃষ্ণরাসলীলা ভক্তজনপ্রাণধন ॥

শ্রীশুক উবাচ। ইত্থং ভগবতোগোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ। জহুর্ব্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিছেন শুন মহারাজ। তার পর যে করিলা গোপিকা সমাজ ॥ কৃষ্ণমুখে এইরূপ সুপেশল বাণী। শুনিয়া বিরহ তাপ পাসরে গোপিনী ॥ কৃষ্ণঅঙ্গ স্পর্শ সুখে হইয়া মগনা। পরিপূর্ণ মনোরথ মানয়ে আপনা ॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥

তবে সুপ্রসন্ন রমারমণ সাথে। রাসক্রীড়া আরম্ভিলা গোবিন্দ তথাতে ॥ নিজ অনুগত সেই গোপিনীমণ্ডল। আত্মসম নানা বিধ কলায় কুশল ॥ তারা, পরস্পর কর আবদ্ধ করিয়া। আরম্ভিল রাসনৃত্য রভসে মাতিয়া ॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তোগোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

রসময় লীলা সেই রাসরূপ কেলি। গোপী সহ সে উৎসবে মগ্ন বনমালী ॥ আপন অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে নাগর। যত গোপী তত কৃষ্ণ হৈলা যোগেশ্বর ॥ দুই২ গোপী মধ্যে একৈক

প্রকাশ। মুরতি ধরিয়া হরি করেন বিলাস॥ গোপী বাহু স্থরলতা কৃষ্ণ কল্পশাখী। ধরে সবে কণ্ঠে, রসে নিমীলিত আঁখি॥ মণ্ডলী মধ্যেতে অন্যরূপে রসময়। মধুর মুরলীগীতে মোহে বিশ্বচয়॥

যদুমন্যোরম্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং। দিবৌকসাং সদারাণাঁমত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং॥ ততোদুন্দুভয়োনেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলং॥ ৪॥

কৃষ্ণরাসলীলা রস দেখিব বলিয়ে। আইলা দেবতাসব সমুৎসুক হয়ে॥ নিজ ২ দারাগণ সহিতে সকলে। শত২ বিমানেতে শোভে নভঃস্থলে॥ তাহে তারা করে পুনঃ দুন্দুভি বাজন। শ্রীরাসমণ্ডলে নানা কুসুম বর্ষণ॥ নিজ২ কান্তা সহ গন্ধর্ব্ব প্রধান। অমল কৃষ্ণের লীলা যশ করে গান॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিনীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণা মভূচ্ছব্দস্তুমুলোরাসমণ্ডলে॥ ৫॥

মঞ্জু শিঞ্জিতচ্ছন্দ। তোটাকাঙ্কিতং॥ ব্রজনাথ হরি। সহ গোপনারী॥ হইয়ে মগনে। বিহরে বিপিনে॥ প্রেয়সী সহিতে। প্রমোদে নাচিতে॥ রমণী চরণে। রুনুঝুনু তানে॥ নূপুরের নাদে। মিসায়ে আমোদে॥ বলয়াদি ধ্বনি। হইছে আপনি॥ কিঙ্কিনীর রবে। বিমোহিত সবে॥ শ্রীরাস মণ্ডলে। করিল তুমুলে॥ দ্বিজসূনু কহে। পুলকাঞ্চ দেহে॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্দেবকীসুতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতোযথা॥ ৬॥

সে রাস মণ্ডল মাঝে শোভিল নাগর। ভগবত্তাসার সর্ব্বসৌন্দর্য্য আকর॥ হেমাঙ্গিনীগণে তাহে হইয়া বেষ্টিত। মাধুর্য্যে হইলা পূর্ণ উদার চেষ্টিত॥ মরকত মণি যেন সুবর্ণ নিকরে। মণ্ডিত হইয়া রমণীয় শোভা ধরে॥

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্ভজ্যান্ মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বোগায়ন্ত্যস্তং তড়িতইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥

যথা রাগিণী। মৃদু পদ ন্যাস, সুভুজবিলাস, সস্মিত ভ্রুকুটিভঙ্গে। মধ্যতনুভঙ্গী, ভাবে মনোরঙ্গী, নৃত্য করে অনুক্রমে ॥ তাহাতে চঞ্চল, কুচপটাঞ্চল, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে। শ্রীমুখ মণ্ডলে, ব্যাপে স্বেদ জলে, কুন্তল রসনা খোলে ॥ এরূপে মগন, কৃষ্ণবধূগণ গান করি নানা স্বরে। শ্রীরাসমণ্ডলে, নাচি২ চলে, কৃষ্ণ কর ধরি করে ॥ তাহে সে সময়, কিবা সুশোভয়, যেন সৌদামিনীগণ। ঘেরি নবঘনে, খেলয়ে গগণে, হেন করি নিরীক্ষণ ॥

উচ্চৈর্জ্জগুর্নৃত্যমানারক্তকণ্ঠ্যোরতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্‌গীতেনেদমাবৃতং ॥ ৮ ॥

সুজাত সুস্বর, কৃষ্ণমনোহর, গান করে গোপীগণে। কৃষ্ণ কণ্ঠধ্বনি, আচ্ছাদে অমনি, স্বকণ্ঠরঞ্জিত তানে ॥ প্রিয় পরশনে, উল্লাসিত মনে, রতিপ্রিয়া নারীচয়। মৃদুকণ্ঠরব, মুগ্ধ করি সবে, ভূমণ্ডল আচ্ছাদয় ॥

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধু সাধ্বিতি। তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ৯ ॥

কোন গোপবধূ, সুমধুর মৃদু, স্বরে, কৃষ্ণ সহকারে। হয়ে হর্ষমতি, নানা স্বরজাতী, মূর্চ্ছনা করে আদরে ॥ কৃষ্ণকণ্ঠরব, করি পরাভব, উঠে গোপিকার গীত। শুনি সেই নাদ, করে সাধুবাদ, কৃষ্ণ হয়ে পুলকিত ॥ তবে সেই তান, মিলাইয়া গান, করে ধনী ধ্রুব পদ। তাহে তুষ্টমন, কমল নয়ন, দিলা মান সুসম্পদ ॥ যত ব্রজবালা, নিজ গীতি কলা, আলাপিয়ে

সে সমাজে। এ শ্রীনারায়ণ প্রেমে অচেতন, ধ্যান ধরি রস রাজে॥

> কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকাঃ॥ ১০॥

শ্রুতবধূতে হয় কলপদ নিগদিত। তাহাতে করেন কৃষ্ণ মধুর সংগীত॥ অতএব গদাভৃত সে মোহন হরি। অসম লাবন্য যার ভুবন ভিতরি॥ হেন কৃষ্ণ পার্শ্বস্থিত কোন গোপাঙ্গনা। রাসনৃত্য পরিশ্রম করিয়া ছলনা॥ নিজ বাহুলতা দিয়া প্রিয় স্কন্ধে ধরে। বলয় মল্লিকা যাহে শ্লথ হয়ে পরে॥

> তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলগন্ধয়ঃ। চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ১১॥

তার মধ্যে অন্য গোপী নিজস্কন্ধস্থিত। সহজে উৎপল পুষ্প সৌগন্ধি অন্বিত॥ বিশেষে চন্দন লিপ্ত কৃষ্ণবাহু দেশ। চুম্বন করয়ে গোপী প্রেমেতে আবেশ॥ তাহাতে হর্ষে হৃষ্ট তার রোমগণ। কিরূপ হর্ষতা তাঁর না হয় বর্ণন॥

> কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডং গণ্ডে সংধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং॥ ১২॥

কোন গোপী নাট্যশ্রম প্রকাশন ছলে। নিজগণ্ড দেয় শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে॥ কিবা সেই গণ্ডস্থল পরম মোহন। নটনচঞ্চল রত্ন কুণ্ডলে শোভন॥ তাহে সে সময়ে কৃষ্ণ সে গোপীর মুখে। চর্ব্বিত তাম্বূল নিজ দিলেন কৌতুকে॥

> নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা। পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং॥ ১৩॥

কোন গোপিকার নৃত্য গীতের আবেশে। নূপুরমেখলা আদি বাজিছে বিশেষে॥ নাট্যশ্রমে তারা হয়ে শ্রান্তা অতিশয়।

কৃষ্ণ হস্তপদ্ম নিজ স্তনেতে ধরয়॥ সুখময় হয় সেই কৃষ্ণকরতল। স্পর্শ মাত্রে হৈল সবে পরমশীতল॥

* গোপ্যোলব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয়একান্তবল্লভং। গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥ ॥ ১৪॥

গোপীগণ অবিচ্যুত মহিমা সাগরে। কমনীয় কান্ত পেয়ে সে রসসেখরে॥ কমলার একান্ত বল্লভ যেই প্রতি৭ য়ার লাগি তেজে সেহ নিজ ভোগ ততি॥ হেন কৃষ্ণভুজে কণ্ঠে গৃহীত হইয়ে। বিহরয়ে রাসস্থলে তাঁর গুণ গেয়ে॥

* কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়োবলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ। গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজোভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং॥ ১৫॥

তবে সেই গোপীগণ কৃষ্ণের সহিতে। অদভূত নৃত্য সবে লাগিল করিতে॥ কর্ণেতে উৎপল সে সবার মনোহর। বদন কমলে শোভে অলকা ভ্রমর॥ শ্রমে ঘর্ম্ম জলসিক্ত কপোল সবার। মকরন্দ ভরে যেন কঞ্জ পদ্মসার॥ গোপীদের সেই নাট্য শিক্ষার কৌশলে। বলয় নূপুর কাঞ্চী না বাজে সেকালে॥ তাহে সেসবার কেশবন্ধন হইতে। খসিয়া কুসম মালা পড়ে পৃথিবীতে॥ অভিপ্রায় সে নর্তন দেখি কেশততি। কুসুম বর্ষয়ে গোপীচরণের প্রতি॥ ভ্রমর গায়ক যেই শ্রীরাস মণ্ডলে। তথায় নাচিছে কৃষ্ণ সহিতে সকলে॥

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ। রেমে রামেশোব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১৬

এইরূপ গোপীসহ মদন মোহন। নৃত্য গীত আদি বহু করি আচরণ॥ পরে গোপীঅঙ্গ পরিষ্বঙ্গাদি বিহার। করিতে লাগিলা যাহে নিজ চমৎকার॥ স্বকর কমলে গোপী অঙ্গ পরশন। করিছেন সবে পুনঃ স্নেহ নিরীক্ষণ॥ নীবিবন্ধ

মোক্ষ আদি উদ্দাম বিলাস॥ ভাবোদ্রেক হেতু বক্তে স্মিত সুপ্রকাশ॥ লক্ষীর ঈশ্বর হয়ে সেই ভগবান। ব্রজনারী সঙ্গে ক্রীড়া করেন বিধান॥ নিজ কেলি কুশলতা গোপীতে সঞ্চারি। তাসবার সহ লীলা করেন মুরারি॥ যেন শিশুগণ নিজ প্রতি বিম্বসনে। বিভ্রমে বিহার করে মুগ্ধতা কারণে॥

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকুলং কুচপট্টি-কাম্বা। নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়োবিস্রস্তমালা-ভরণাঃ কুরূদ্বহ॥ ১৭॥

গোপীগণ কৃষ্ণঅঙ্গ স্পর্শন আহ্লাদে। আকুল ইন্দ্রিয় সব ধৈর্য্য নাহি বাঁধে॥ কেশ বস্ত্র কঞ্চুকাদি সম্বরিতে নারে। প্রেমে পরবশ তনু ভাসয়ে পাথারে॥ মাল্য আভরণ আদি অঙ্গে নাহি রয়। ওহে নৃপ কি কব সে আনন্দ নির্ণয়॥

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহন্ খেচরস্ত্রিয়ঃ। কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণোবিস্মিতোঽভবৎ॥ ১৮॥

কৃষ্ণের ক্রীড়িত দেখি দেবরামাগণ। কান্তসঙ্গে পূর্ব্বে যারা কৈল আগমন॥ তাহারাও থাকি তথা আকাশমণ্ডলে। কামার্দ্দিত হয়ে মুগ্ধা হইল সকলে॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু নিজ যোগ্যতাযোগ্যতা। বিবেচনা নাহি যাহে হয়েছে মোহিতা॥ চন্দ্র অন্য২ গ্রহগণ সহকারে। যাহা দেখি মগ্ন হয়ে বিস্ময় সাগরে॥ সেস্থান উপেখি নাহি পারয়ে যাইতে। তাহাতে সে সুখরাত্রি লাগিল বাড়িতে॥ যাহে সে রাত্রির মাঝে ব্রহ্মার রজনী। নিবিষ্ট হইয়া গত হইল অমনি॥

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোপি লীলয়া॥ ১৯॥

যথেষ্ট যত ব্রজ গোপিকা আছিল। তত নিজরূপ কৃষ্ণ প্রকট করিল॥ অদ্ভুত অচিন্ত্য শক্তিময় ভগবান। অসীম ঐশ্বর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান॥ নিজে আত্মারাম হইয়াও নটবর।

লীলামুগ্ধ হয়ে ক্রীড়া করেন নির্ভর॥ না জানি গোপীর প্রেম কত শক্তি ধরে। যাহাতে মোহিত সদা করে যোগেশ্বরে॥ সর্ব্ব যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ সনাতন। গোপী প্রেমে মুগ্ধ হয়ে করেন রমণ॥

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ ২০॥

কৃষ্ণরতি বিহারেতে শ্রান্তা ব্রজ নারী। বিন্দু২ বদনেতে বহে স্বেদ বারি॥ তাহা নিরীক্ষণ করি রসিকশেখর। মার্জ্জন করেন দিয়া নিজ পদ্মকর॥ সুপ্রেম করুণা লব্ধ সে করপরশে। বাড়িল গোপীর মনে অধিক উল্লাসে॥

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া সুধিতাহাসনিরীক্ষণেন মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎ কররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ২১॥

গোপীগণ কৃষ্ণ কররুহ স্পর্শ সুখে। আবিষ্ট হইয়া চিত্তে মজিল কৌতুকে॥ স্ফুরিত সুবর্ণ শ্রুতি কুণ্ডল সবার। কুন্তল শোভায় ব্যাপ্ত গণ্ড চমৎকার॥ সুরস সহাস্য যুক্ত নিরীক্ষণ করি। কৃষ্ণে সম্মানন সবে করে গোপনারী॥ পুণ্য কৃষ্ণলীলা কথা সুখে করে গান। কৃষ্ণবিনা গোপিকার নাহি অন্য জ্ঞান॥

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃস্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ। গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২২॥

লোক বেদ অতিক্রান্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর। রতিশ্রম শান্তি লাগি করুণ অন্তর॥ গোপীগণ লয়ে জলে করিলা গমন। করিণীসমূহ সঙ্গে যেমন বারণ॥ কৃষ্ণঅঙ্গসঙ্গে নিজ কুচপদ্মস্থিত। মর্দ্দিত কুসুম মালা কুঙ্কুম রঞ্জিত। গন্ধর্ব্ব প্রধান প্রায় মধুকরগণ। গন্ধলুব্ধ হয়ে সঙ্গে করয়ে গমন॥ গুঞ্জ২ রবে তারা গুঞ্জরিয়া চলে। গন্ধর্ব্বেতে গায় যেন অম্বর মণ্ডলে॥

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ। বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানোরেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩ ॥

সে নব রসিকমণি মদনমোহন। জলক্রীড়া করে লয়ে যুবতী রতন ॥ তারা সবে প্রেমে নীরে অন্তর বাহির। হাসি২ অভিষেক করয়ে হরির ॥ প্রেমেতে অন্তর সিঞ্চে জলে কলেবর। স্তুতি সহ দেবে, বর্ষে কুসুমনিকর ॥ নিত্য আত্মরত যেই নিজে ভগবান। লীলাবেশে খেলে সেহ গজেন্দ্র সমান ॥

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতোযথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ। ২৪ ॥

তবে কৃষ্ণ যমুনার নানা উপবনে। ভ্রমন করেন সঙ্গে লয়ে গোপীগণে ॥ কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধে মাতি মধুপসকল। পশ্চাতে২ চলে হইয়ে বিহ্বল ॥ যেসব কাননে জল স্থল পুষ্পচয়। পরিশি সমীর মৃদু মন্দ২ বয় ॥ তাহার সৌরভজুষ্ট নদী দিকতটে। বিহরে প্রমদাবলি সঙ্গে অকপটে ॥ করিণীসকল সঙ্গে যেমন কুঞ্জর। মত্ত হয়ে ভ্রমে নানা বন বনান্তর ॥

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতানিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথারসাশ্রয়াঃ। ২৫ ॥

এইরূপে শশাঙ্কচন্দ্রিকা-বিরাজিত। রজনীসকলে হরি হয়ে আমোদিত ॥ সদা সত্যকাম হেতু মদন মোহন। সঙ্গে লয়ে অনুরক্ত ব্রজরামাগন ॥ আত্মাতে সুরতভাব অবরোধ করি। সেবিলা সে সব নিশা রসিক মুরারি ॥ যেসব রজনী হয় অতি মনোহর। শারদীয় কাব্যকথা রসের আকর ॥ সুরত শব্দেতে স্বামী সুতের কর্ম্ম। কহে যাহা হয় অস্ত্য ধাতুমোক্ষ ধর্ম্ম ॥ তাহা অবরোধ ছিল কৃষ্ণের স্বরূপে। তোষণীতে ইহা ব্যাখ্যা কৈলা অন্যরূপে ॥ সৌরত শব্দেতে কহি সুরতের ভাবে। কৃষ্ণে অবরুদ্ধ ছিল প্রেমের প্রভাবে ॥ কৃষ্ণপ্রতি গোপিকার যেমন পিরিতি। তেন গোপিকার প্রতি কৃষ্ণের আরতি ॥ গোপী যেন প্রেম চেষ্টা

২৩ ৮ নে। বহিরিতে বাঞ্ছে কৃষ্ণ বাঞ্ছে তেন মনে॥ এইত সৌরত শব্দ ব্যাখ্যান প্রচার। অধিক বিস্তারে নাহি প্রয়োজন আর॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ। ২৬॥

এইরূপে শুকমুখে কৃষ্ণের বিলাস। শুনিয়া হইলা রাজা হৃদয়ে উল্লাস॥ কিন্তু তথাপিহ শুষ্ক তার্ক্কিকাদি জনে। বুঝাইতে পুন প্রশ্ন করেন আপনে॥ ওহে মুনি কৃষ্ণ হন পূর্ণ শক্তিধর। যাঁর অংশ বিষ্ণু, সর্ব্ব জগতঈশ্বর॥ তিনি করিবারে নিজে ধর্ম্ম সংস্থাপন। বিনাশিতে অধর্ম্মসকল সুভীষণ॥ বলদেব সহ ব্রজে হইয়া প্রকাশ। কি রূপে করিলা হরি গোপীসঙ্গে রাস॥

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥ ২৭॥

নিজে হয়ে ধর্ম্মসেতু বক্তাভিরক্ষিতা। কেন প্রতিকূল কর্ম্ম করিলা সর্ব্বথা॥ লোক রক্ষা হেতু ধর্ম্ম, সেতুরূপ হয়। যাহা নিজ মুখে হরি বেদাগমে কয়॥ সেই ধর্ম্ম প্রতিপক্ষে করি বিনাশন। সতত করেন যিনি ধর্ম্মের পালন॥ হেন কৃষ্ণ নিজে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচার। কিরূপে করিলা পরনারীতে বিহার॥ কেবল অধর্ম্ম যাহে না হয় ঘটন। মহা সাহসিক হয় হেন আচরণ॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং। কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ২৮॥

বিশেষে ধার্ম্মিক যদুবংশে অবতরি। হেন প্রতিকূল কর্ম্ম কেন কৈলা হরি॥ আপ্তকাম হইলে যা নহে সুশোভন। লোক নিন্দা আদি যাহে আছে বিঘটন॥ তবে কোন অভিপ্রায়ে অখিলের মণি। হেন আচরণ হরি করিলা আপনি॥ অতএব এরূপ সংশয় মোসবার ছেদন করহ মুনি করি কৃপাসার॥

শ্রীশুকউবাচ॥ ধর্ম্মব্যতিক্রমোদৃষ্টঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজোযথা॥ ২৯॥

এরূপেক নৃপতিবাক্য করিয়া শ্রবণ। শুকদেব তাঁর প্রতি কহেন তখন॥ তাহাতে কৈমুত্যন্যায়ে প্রশ্ন পরিহার। করিতে কহেন

আগে মহত আচার॥ প্রজাপতি ইন্দ্র সোম বিশ্বামিত্র আদি। ইহার স্বতন্ত্র হয়ে চলে নিরবধি॥ অধর্ম্ম আচার আর সাহসিক কর্ম্মে। ইহাদের দোষ নাহি দেখি কোন মর্ম্মে॥ যেহেতু ইহারা সবে তেজীয়ান হয়। এজন্যে ইহারা নহে দোষের আশ্রয়॥ তেজস্বী অনল যেন সর্ব্ব ভুক্ হয়ে। দোষাবহ নাহি হয় কোনহ বিষয়ে॥

নৈতৎ সমাচারেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥ ৩০॥

দেহোন্দ্রিয় পরাধীন অনীশ্বর জীবে। মনেতেও ইহা কভু নাহি আচরিবে॥ না মানিয়ে কেহ যদি তাহা আচরয়। অবশ্যই তাহে তার অধঃপাত হয়॥ দেখ যেন শ্রীরুদ্র বিহনে হলাহল। খাইলে অবশ্য মরে ব্রহ্মাণ্ডসকল॥ তেন দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি পুরবশ নরে। বিনাশ লভয়ে যদি সেরূপ আচরে॥

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ-স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১॥

যদি বল ইহা হৈতে সদাচার চয়। মুনিবর কিপ্রকারে সপ্রমাণ হয়॥ তবে শুন মহারাজ কর অবধান। ঈশ্বরগণের বাক্য মাত্র সুপ্রমাণ॥ আর তাঁসবার বাক্য অবিরুদ্ধ যেই। তাদের আচার কভু গ্রাহ্য হয় সেহ॥ অতএব বুদ্ধিমান যাবতীয় জন। ঈশ্বরের মত না করয়ে আচরণ॥ তবে যদি ঈশ্বর কেহ সেরূপ আচার। ঈশ্বরের বাক্য যাহে নহে ব্যভিচার॥ শ্রুতি স্মৃতি আদি হয় ঈশ্বরবচন। তার অবিরুদ্ধে করা যোগ্য আচরণ॥ ঈশ্বর শব্দেতে হেথা কহি সিদ্ধ জীবে। তেন আচরিলে মূঢ় নরকে মজিবে॥

কুশলাচারিতেনৈষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েন বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ৩২॥

যদি কহ ঈশ্বরের সমান আচার। অকর্ত্তব্য হৈলে করা অযোগ্য তাঁহার॥ তাহাতে কহেন মুনি শুনহ রাজন। অহঙ্কার শূন্য তাঁরা হন সর্ব্বক্ষণ॥ তত্ত্বজ্ঞানে দেহেন্দ্রিয় সেসবার লয়। হইয়াছে যেন দিক ভ্রম হয় ক্ষয়॥ দেহ আমি বলি তাঁদিগের অভিমান নাহি তেন ইন্দ্রিয়সকলে আত্মজ্ঞান॥ সতত প্রমগ্ন তাঁরা ব্রহ্মানন্দ

রসে। দেহ আছে নাই তাঁরা অজ্ঞাত বিশেষে॥ মদিরামদান্ধ জনে যেন কোনজন। আভরণ দেয় কিম্বা করয়ে হরণ॥ উভয় না জানে সেই মত্ত থাকে মদে। তেন যোগিগণ সদা মত্ত জ্ঞানামোদে॥ শারীরিক সুখ দুঃখ কিছু নাহি জানে। প্রারব্ধেতে হয় শুভাশুভ সুঘটনে॥ তাহে অভিমান নাহি আছে যেসবার। শুভাশুভ কর্ম্মে বন্ধ তার কিপ্রকার॥ অতএব শুভে তারা না করে আগ্রহ। অশুভেও সেসবার অনিষ্ট বিরহ॥ অভিমান মূল হয় সংসার বন্ধন। তাহা নাই যার সেই মুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥ অভিমানবশে দেহেন্দ্রিয় প্রীতি লাগি। শুভাশুভ কর্ম্মে হয় দোষ গুণ ভাগী॥

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্যদিবৌকসাং। ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩॥

যদি এসবার নাহি শুভাশুভ বন্ধ। তবে কিরূপেতে কৃষ্ণে রবে সে সম্বন্ধ॥ সুর নর তির্য্যগাদি অখিল প্রাণির। নিয়ন্তা ঈশ্বর যিনি প্রপঞ্চবাহির॥ হেন কৃষ্ণে শুভাশুভকর্ম্মের বন্ধন। কিরূপে হইতে পারে এমত ঘটন॥

যৎ পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুতএব বন্ধঃ॥ ৩৪॥

যাঁহার চরণ পদ্মপরাগ সেবিয়ে। মুনিগণ আছে সদা সুতৃপ্ত হইয়ে॥ যোগপ্রভাবেতে মুক্ত অশেষ বন্ধন। স্বচ্ছন্দ রূপেতে করিতেছে বিহরণ॥ তথাপি তাহাতে তারা বদ্ধ নাহি হয়। হেন কৃষ্ণে কর্ম্মবন্ধ কিরূপে ঘটয়॥ ইচ্ছাময় হয় সদা যাঁর শ্রীবিগ্রহ। তাহে কি সম্বন্ধ হয় শুভাশুভ গ্রহ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥ ৩৫॥

আর দেখ বিশেষতঃ এইত সংসারে। কৃষ্ণের না দেখি পর নয়ন গোচরে॥ গোপী গোপ আদি সর্ব্ব প্রাণির শরীরে। বুদ্ধি আদি সাক্ষীরূপে সদা যে বিহরে॥ সেই, এই ক্রীড়া দেহ করিয়া ধারণ।

গোপীগণ সহ ব্রজে করে বিহরণ॥ তার পরদার সেবা ঘটে কপ্রকারে। সর্ব্বআত্মা পর বুভু হইতে কি পারে॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ৩৬॥

যদি বল তবু ইহা নিন্দিত করণ। আপ্ত কাম তবু কেন কৈলা আচরণ॥ তাহা কহি শুন পাণ্ডুকুল চূড়ামণি। পরিপূর্ণ কাম কৃষ্ণ, যদিও আপনি॥ আপন স্বরূপ সুখে সতত মগন। এলাগিয়ে নাহি কিছু নিজ প্রয়োজন॥ তথাপিহ ভক্তসুখ করিতে বিস্তার। নানা বিধ লীলাগণ করেন প্রচার॥ পাছে ভক্তগণ তাঁরে আত্মারাম জানি। তুষিতে নারিব বলি চিন্তিবে আপনি॥ যাহে আত্মারাম হয় সুখ দুঃখ হীন। তারে পরিতোষ করা অতি সুকঠিন॥ ইহা বলি ভক্ত পাছে ভাবিবে নিরাশ। এজন্যে করেন কৃষ্ণ বিবিধ বিলাস॥ অভিপ্রায় যে তাঁহারে ভজে যেইরূপে। তাহারে ভজেন তেন ভাব অনুরূপে॥ ইহা দেখাবার তরে ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৃন্দাবনে রাস লীলা কৈলা আচরণ॥ বস্তুত নাহিক তাঁর কামাদিক ধর্ম্ম। তথাপি করেন ভক্ত লাগি সেই কর্ম্ম॥ লোভ নাহি তবু করে নবনীত চুরি। ভয় নাহি তথাপিহ ভীতি হয় হরি॥ ভক্ত অনুগ্রহ লাগি প্রপঞ্চ ভিতরে। নর দেহ হয়ে তেন ক্রীড়াদি আচরে॥ কৃষ্ণ ভক্তবশ ইহা জানি ভক্তগণ। অবশ্য হইবে কৃষ্ণ ভক্তির ভাজন॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩৬॥

এতেক কহিয়া ঋষি সিদ্ধান্ত স্থাপন। পুনরপি প্রকৃতার্থ প্রকাশিয়া কন॥ যেকালেতে গৃহ তেজি গেল গোপীগণে। পত্যাদির নিবারণ না শুনি শ্রবণে॥ তবে যোগমায়াস্বামী স্বয়ং ভগবান। মায়াতে করিলা তেন গোপিকা নির্ম্মাণ॥ তাহাদিগে রাখিলেন ব্রজবাসিঘরে। এলাগি শ্রীকৃষ্ণে তারা অসূয়া না করে॥ জানে সবে নিজ২ গৃহেশ্বরীগণ। ফিরিয়া আইল তারা শুনি নিবারণ॥ নিশিতে পতির কাছে তাহারা রহিল। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কেহ না জানিল॥ কিম্বা কৃষ্ণস্নেহেতে মোহিত ব্রজজন। কৃষ্ণপ্রতি অসূয়া

না কৈল কোনজন ॥ যদি গৃহ তেজি গোপী কৃষ্ণকাছে গেল। তথাপিহ কেহ তাহে দুঃখিত নহিল। ব্রজবাসী জানে কৃষ্ণে আপন জীবন। তাঁর কাছে গেলে নহে কোন বিঘটন ॥ এলাগি আপন পার্শ্বে স্থিতি যেন হয়। কৃষ্ণপার্শ্বে স্থিতি তেন নাহিক সংশয় ॥ ইহা ভাবি অসূয়া না করে ব্রজবাসী। কৃষ্ণপ্রতি প্রেম সেসবার অবিনাশী ॥

ব্রহ্মরাত্রিউপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

পরেতে দেখিয়া কৃষ্ণ নিশি অবশেষ। গোপীগণে গৃহে যেতে কৈলা উপদেশ ॥ চিত্তবৃত্তি অধিষ্ঠাতা বাসুদেব হন। চিত্তেতে সবারে তেন করিলা প্রেরণ ॥ তাহে গোপীগণ বড় সম্মত না হয়ে। স্ব স্ব গৃহে গেল কৃষ্ণআজ্ঞার লাগিয়ে ॥ ভগবত্ প্রিয়া সেই ব্রজ নারীগণ। করিতে নারিল তাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘন ॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। ৩৯ ॥

ব্রজবধু সঙ্গে এই কৃষ্ণের বিহার। যাহে প্রকটিত সর্ব্ব ভগবত্তা সার ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যদি শুনে কোনজন। অথবা স্বমুখে কেহ করয়ে বর্ণন ॥ কৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি লভ্য হয় তার। হৃদ্রোগ মন্মথতাপ নাশে অনিবার ॥ সেহেতু নহে এসামান্য নরকর্ম্ম। হ্লাদিনী সম্বিত সার অংশ প্রেমধর্ম্ম ॥ এসব যথার্থ তত্ত্ব যানে সেই ধীর। কৃষ্ণেতে পরমা ভক্তি লভয়ে সুস্থির ॥

এইত হইল রাসবিলাস পূরণ। কৃষ্ণপ্রীতে হরিং বল ভক্তগণ ॥ শ্রীআচার্য্যপাদশাখাবংশ সমদ্ভুত। চট্টরাজ লক্ষ্মীকান্ত নামেতে বিশ্রুত ॥ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীব্রজগোবিন্দ। তাঁর জেষ্ঠ সুত এ অধম অতি মন্দ ॥ ভজন সাধন নাহি কৃষ্ণ ভক্তি হীন। পতিত পাষণ্ডতম অতি দীন ক্ষীণ ॥ পণ্ডিত না হই. মম নাহি কবি শক্তি। করিয়াছি তথাপি প্রলাপময় উক্তি ॥ ভরসা কেবল এই আছয়ে মানসে। শ্রীকৃষ্ণ কথায় মহা মোহ গ্রন্থি নাশে ॥ তাহে শুদ্ধ কৃষ্ণকেন

না করে বিচার। গঙ্গাজলে নাহি যেন দোষের সঞ্চার॥ চণ্ডালে আনিলে তাহা সমাদর করি। নাহি লয় হেন কেবা ভুবন ভিতরি॥ তেন যদি হই আমি পতিত অধম। তবু কৃষ্ণ লীলা হয় গঙ্গাজল সম॥ অতএব ভাল মন্দ বিচার না করি। গ্রহণ করিবা সবে এভরসা করি॥ সকল বৈষ্ণবপদে প্রণতি অপার। কৃপা করি তোমাসবে কর অ-ঙ্গীকার। [illegible]নী শ্রীগোস্বামিগণচরণ কমলে। থাকুক এশির [illegible] বিক্রীত বিনিমূলে॥ অধমের অপরাধ করি ক্ষমাপন। নিজগুণে কর কৃপা-কটাক্ষ ভাজন॥ সকল বৈষ্ণবে নিবেদন এবিশেষ। বিশ্বেশ্বর দাসে সবে কর কৃপালেশ॥ তোমাসবাকার পদ করুণা বিহনে। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব তার স্ফুরিবে কেমনে॥ যেমন পামর আমি তেমন সেজন। কিসে মন শুদ্ধ হবে বিনা কৃপেক্ষণ॥ সাধু শাস্ত্র মুখে শুনি বৈষ্ণব মহত্ত্ব। যাঁহাদের কৃপালেশে স্ফুরে ভক্তিতত্ত্ব॥ অত-এব তোমা সবে করহ করুণা। নতুবা না সহে আর সংসার যাতনা॥ অপর আছয়ে এই আমার বিনতি। কেশবের হয় যেন কেশবেতে মতি॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥

ইতিশ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যা-য়াং পঞ্চমাধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্তা। সমাপ্তোয়ং শ্রীরাসবিলাসাখ্যো গ্রন্থঃ॥